প্রথম প্রকাশ :
৩০ নভেম্বর ১৯৬০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
দময়ন্তী বসু সিং

প্রকাশক :
দময়ন্তী বসু সিং
বিকল্প প্রকাশনী
১ বিধান সরণি, তিনতলা
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
ক্রিয়েশন
২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা-৭০০০১৪

সূচীপত্র

পঁচিশ বছর পরে—অথবা আগে

পা ত্র পা ত্রী

একটি পুরুষ

একটি মহিলা

[এক আন্তর্দেশীয় বিমানবন্দরের রেস্তোরাঁ। ধরে নিতে হবে রেস্তোরাঁটি বিশাল, তাতে অনেক লোকের চলাফেলা পানভোজন চলছে, কিন্তু আমরা শুধু একটি টেবিল আর টেবিল ঘিরে চারখানা চেয়ার দেখতে পাচ্ছি। তার একটাতে দাঁড় করানো আছে একটি পেতলের শেকলওলা কালো চামড়ার ইতালিয়ান মহিলা-ব্যাগ, আর একটা ফুলে-ওঠা জীর্ণ চেহারার বাদামি রঙের বড়ো ব্রিফকেস। অন্য একটির পিঠে দুটো বর্ষাতি ঝুলছে —একটা লাল, অন্যটা ছাইরঙা।

অন্য চেয়ার দুটিতে বসে আছে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা। পুরুষটির চুল ধূসর ও বিশৃঙ্খল, মুখে পথশ্রমজনিত ক্লান্তি, বসার ভঙ্গি শিথিল। মহিলাটিও প্রৌঢ়া, কিন্তু এখনো সুশ্রী, শরীর আঁটসাঁট, মুখে চোখে স্বাস্থ্য ও প্রসাধনের জৌলুশ। তার পরনে শ্যাওলা রঙের নাইলনের শাড়ি, কচিপাতা রঙের হাত-ছাড়া ব্লাউজ। পুরুষটির পরনে নীল রঙের স্যুট—ভালো ছাঁটের, কিন্তু ঈষৎ কুঁচকোনো। দু-জনেরই সামনে আছে ডাঁটিওলা মদের গ্লাশ, মাঝখানে এক প্লেট খুচরো খাবার, একপাশে কাচের কুঁজোয় শাদা মদ। মহিলাটির গ্লাশ প্রায় পুরো ভর্তি, পুরুষটির অর্ধেক খালি।

কাচ-বসানো জানলার বাইরে ঢালু নীল আকাশ, রোদ্দুর-মাখা দুপুরবেলার আভা।]

মহিলা। (*পর্দা ওঠামাত্র, আগের কথার জের টেনে*)।...আর এমনি ক'রেই বছরগুলি কেটে যাচ্ছে। কখনো কাইরো, কখনো প্রাগ, কখনো ব্যাঙ্কক। কখনো বা ভিয়েনা—বা ওয়াশিংটন। কালেভদ্রে দেশের মাটিতে পা ফেলা।... তুমি তাহ'লে কলকাতাতেই ?

পুরুষ। আমি আর কোথায় থাকবো।

মহিলা। কেন, দিল্লিতে ছিলে কোনো-এক সময়ে। মাঝে দু-বার আমেরিকায় ছিলে শুনলাম। তার মানে, আগেও আমাদের দেখা হ'তে পারতো। (*একটু পরে*) আমাকে জানাওনি কেন ? জানতে না আমরা দেশের বাইরে ?

পুরুষ। কিন্তু ঠিক কোথায় আছো...

মহিলা। সেটা একটু চেষ্টা করলেই জানতে পারতে।

পুরুষ। আমার ঠিক... খেয়াল হয়নি। দেশ থেকে বেরোবার আগে এত তাড়াহুড়ো...

মহিলা। খেয়াল হয়নি মানে, মনে পড়েনি। (*একটু পরে হালকা সুরে*) আমাকে ভুলে গিয়েছিলে, এই তো ?

পুরুষ। (*মদে চুমুক দিয়ে, আবছা হেসে*)। এ-সব কথা জিগেস করতে নেই, ঊর্মিলা।

মহিলা। আমি সরল মানুষ, মনের কথা মুখে ব'লে ফেলি। আমি তোমার মতো— (*থেমে গেলো।*)

পুরুষ। তুমি আমার মতো মন-গুমরোনো মানুষ নও। সেটা পুরোনো কথা।

মহিলা। কেমন লাগে ভাবতে, একষট্টি সালে তুমি যখন বস্টনে, আমরা ঠিক তখনই ওয়াশিংটনে আছি। বলতে গেলে পাশের বাড়ি। (*একটু থামলো, পুরুষটি কিছু বললো না।*) ব্যাঙ্ককে তুমি কবে গিয়েছিলে?

পুরুষ। ব্যাঙ্ককে?...পঁয়ষট্টি সালে, জানুয়ারি মাসে।

মহিলা। ঐ তো। আমরা তখন সেখানেই। এত ঘোরাঘুরি করলে, একবার আমাদের খোঁজ নিলে না!

পুরুষ। (*হঠাৎ ঈষৎ জোর দিয়ে*)। কিন্তু এই রকমই তো ভালো। এই হঠাৎ দেখা হ'য়ে যাওয়া।

মহিলা। বড্ড বেশি হঠাৎ। (*একটু চুপ ক'রে থেকে*) তুমি আমাকে চিনতে পেরেছিলে?

পুরুষ। বাঃ, তা কেন পারবো না।

মহিলা। জিগেস করছি, দেখামাত্র চিনতে পেরেছিলে?

পুরুষ। হ্যাঁ... প্রায় তা-ই।

মহিলা। প্রায়...? (*ঈষৎ চটুলভাবে*) বোলো না আমার চেহারা একই রকম আছে।

পুরুষ। চেহারার কথা নয়। আমরা তো অনেক সময় শুধু তাকিয়ে থাকি, দেখি না। যখন দেখতে পাই তখনই চিনতে পারি। কিন্তু কী দেখতে পাই তা ঠিক জানি না।

মহিলা। হেঁয়ালি।

পুরুষ। যেমন ধরো, আমি প্রথমে দেখলাম একজন শাড়ি-পরা মহিলাকে। শাড়িটাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়লো। মহিলাটি এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে এগিয়ে আসছেন। আমি তখন দেখছি তাঁর চলার ভঙ্গিটা। দেখছি মানে, শুধু তাকিয়ে আছি, দেখছি না। মুখ-চোখ সবই দেখতে পাচ্ছি, তবু—

মহিলা। তবু চিনতে পারোনি? সত্যি কি আমি এত বদলে গিয়েছি?

পুরুষ। চেহারার কথা নয়। বলছিলাম সবই দেখতে পাচ্ছি, তবু যেন তোমাকে দেখছি না। আর তারপর—যা দেখে চিনলাম সেটাও ঠিক চোখ-মুখ নয়, চলার ভঙ্গিও নয়, কিন্তু সব মিলিয়ে একটা ঝলক শুধু। যেন মনের মধ্যে আলো জ্ব'লে উঠলো।

মহিলা। আমার কিন্তু দূর থেকেই তোমাকে চেনা-চেনা লাগছিলো। অবশ্য ধ'রে নিয়েছিলাম ভুল করছি। কিন্তু কাছে এসে দেখি—সত্যি—চিন্ময়।

[*লাউডস্পীকারে ঘোষণা শোনা গেলো।*]

মহিলা। *বেইরুট থেকে কে. এল. এম. আসছে।* (*আবার ঘোষণা।*) প্যান-অ্যাম চললো ন্যুয়র্ক। যাওয়া, আসা। বার-বার। আর এরই মধ্যে হঠাৎ কেমন দেখা হ'য়ে গেলো। কতকাল পরে!

পুরুষ। (*মদে চুমুক দিয়ে*)। হ্যাঁ, অনেকদিন।

মহিলা। বাইশ...না, তেইশ...না, পঁচিশ...ঠিক পঁচিশ বছর পরে। এই এয়ারপোর্টের রেস্তোরাঁয়—যেন দুম ক'রে আকাশ থেকে পড়লো।

[পুরুষটি কিছু বললো না। একটু চুপচাপ।]

মহিলা। আর এত অল্প সময়ের জন্য! দু-জনে দুই উল্টো পথের যাত্রী। (*একটু পরে*) তোমার কেমন লাগছে ?

পুরুষ। কোনটা কেমন লাগছে ?

মহিলা। এই যে— (*থেমে, যেন বলার কথা বদলে নিয়ে*) এক বছর পর বাড়ি ফিরে যাচ্ছো—কেমন লাগছে ? মনে-মনে উত্তেজিত, তা-ই না ?

পুরুষ। তা—হ্যাঁ—একটু-একটু। (*মদে চুমুক দিলো।*)

মহিলা। তোমার স্ত্রী— মেয়েরা—খুব ভালো নিশ্চয়ই ?

পুরুষ। খুব ভালো।

মহিলা। তোমার বিয়ের খবর কার চিঠিতে যেন পেয়েছিলাম। আমরা তখন কাইরোতে। ...সেই প্রথম দেশের বাইরে চাকরি বিজনের। মঞ্জু জন্মালো সে-বছর। মঞ্জু, আমার মেয়ে। তুমি তাকে দ্যাখোনি। বাবলুকে বোধহয় মনে আছে তোমার ?

পুরুষ। বাবলু ?...ও, হ্যাঁ। আমি তার সঙ্গে বল্ খেলতাম মাঝে-মাঝে। লাল রঙের রবারের ছিলো বলটা।

মহিলা। বাবলু এখন বড়ো দরের এঞ্জিনিয়ার, আছে মন্ট্রিয়ালে। তার বৌ আমেরিকান। ভারি ভালো মেয়ে, মার্থা।

পুরুষ। বাঃ!

মহিলা। মঞ্জু বিয়ে করেছে একটি জর্মান ছেলেকে, সামনের মাসে বাচ্চা হবে ওর। আমি ওদের কাছেই যাচ্ছি এখন। (*একটু থামলো, পুরুষটি কিছু বললো না।*) কার্ল, আমার জামাই, গুণী ছেলে। ছবি আঁকে, রেঁধে খাওয়াতে পারে, বেহালার হাত মিষ্টি।

পুরুষ। বাঃ!

মহিলা। ওরা ছেলের নাম রেখেছে আদিম। বাবলু আর মার্থার কথা বলছি। বাইবেলের আদম, তা-ই থেকে আদিম। কেমন নাম ?

পুরুষ। ভালো। (*মদে চুমুক দিলো।*)

মহিলা। ছেলেবেলায় ঠাকুমা বলতে ভাবতাম কী-না-কী। যেন খুনখুনে বুড়ি। কিন্তু এখন দেখছি— না তো, ঠাকুমা হ'য়েও দিব্যি ভালো থাকা যায়।... তোমার মেয়েদের তো বিয়ে হয়নি এখনো ?

পুরুষ। এই—তৈরি হচ্ছে।

মহিলা। আর তারপর—তুমিও একজন দাদামশাই! আমাদের সেই চিন্ময়!

পুরুষ। তা-ই তো। (*হালকা হেসে*) বেঁচে থাকতে হ'লে সাহস চাই, ঊর্মিলা।

মহিলা। (*একটু পরে*)। সেটা একটু দেরি ক'রে বুঝলে।

[পুরুষটি কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ।]

মহিলা। (*আড় চোখে পুরুটির দিকে তাকিয়ে*)। তুমি কিছু বলছো না কেন? কী ভাবছো?

পুরুষ। সুন্দর দিন হয়েছে আজ। দ্যাখো বাইরে।

মহিলা (*এক পলক বাইরের দিকে তাকিয়ে*)। হাম্বুর্গে গিয়ে রোদ্দুর পাবো কিনা কে জানে। যা কুয়াশার দেশ।

পুরুষ। রোদ্দুর—নীল আকাশ—দূরে পাহাড়। আমি ভাবছিলাম—

মহিলা (*সাগ্রহে*)। বলো।

পুরুষ। ভাবছিলাম পৃথিবীর কোথাও এখন বৃষ্টি পড়ছে, কোথাও শীত, কোথাও কুয়াশা। কিন্তু এখানে, ঐ জানলার বাইরে—যেন দেরাদূনের শরৎকাল।

মহিলা। (*অস্ফুট স্বরে*)। দেরাদূন...দিল্লি...

[বাইরে এরোপ্লেনের গর্জন। কয়েক সেকেণ্ড ধ'রে শোনা গেলো শব্দটা, আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলো। পুরুষটি কান পেতে শুনলো।]

পুরুষ। শুনলে—ঐ শব্দটা?

মহিলা। প্যান-অ্যাম চললো ন্যুয়র্কে।

পুরুষ। ন্যুয়র্কে? কিন্তু আমার হঠাৎ মনে হ'লো—

মহিলা। (*সাগ্রহে*)। বলো।

পুরুষ। যেন দূরে, কত দূরে চ'লে যাচ্ছে ঐ শব্দ—যেখানে আমরা ছিলাম হয়তো কোনো-একদিন, যেখানে আমরা ফিরে যেতে চাই।

মহিলা (*অস্ফুট স্বরে*)। কোনো-একদিন...অনেক আগে...না কি এই সেদিন?

পুরুষ। অথচ ভেতরে যারা ব'সে আছে তারা ঐ শব্দ শুনছে না। তারা ভাবছে কখন সীটবেল্ট খুলতে পারবে, সিগারেট ধরাতে পারবে, কেউ কাগজ পড়ছে, কেউ ফলের রস খাচ্ছে। কিন্তু পরে, অন্য কোথাও, অন্য কোনো প্লেন যখন উড়ে যাচ্ছে, তখন তারা শুনতে পাবে সেই শব্দ— অনেকদিন আগেকার— যা সেই সময়ে তারা শুনেছিলো কিন্তু শোনেনি।

মহিলা। এই আর-একটা হেঁয়ালি।

[একটু চুপচাপ। পুরুষটি মদের গ্লাসে চুমুক দিলো। লাউডস্পীকারে ঘোষণা শোনা গেলো।]

মহিলা। কোয়াণ্টাস চললো সিঙাপুর। একদল লোক উঠে গেলো। আর-এক দল সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। তারাও বেশিক্ষণ বসবে না।... তোমার প্লেন ক-টায় বললে?

পুরুষ। একটা-ছত্রিশ।

মহিলা। আমারটা একটা-উনচল্লিশে। একই সময়ে উঠতে হবে আমাদের।

পুরুষ। তা-ই তো।

মহিলা। আমারটা ছাড়বে একুশ নম্বর গেট থেকে। তোমার?

পুরুষ। আমারটা বোধহয়—(*পকেট থেকে টিকিটের লেফাফা বের ক'রে*) আমারটা বাইশ নম্বর।

মহিলা। ঠিক মুখোমুখি দুটো গেট তাহ'লে। আমরা পুরোটা পথ একসঙ্গে যাবো।

পুরুষ। ঠিক পুরোটা নয়।

মহিলা (*হালকা হেসে*)। বলছিলাম গেট পর্যন্ত একসঙ্গে হাঁটবো আমরা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে, লাউঞ্জ পেরিয়ে, আবার কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে, তারপর একটা লম্বা করিডর দিয়ে পাশাপাশি।

পুরুষ। তা-ই তো।

মহিলা। ভাবটা যেন তুমি আর আমি একসঙ্গেই যাচ্ছি, একই প্লেনে উঠে পাশাপাশি চেয়ারে বসবো।

পুরুষ। সত্যি তা-ই।

মহিলা। আমার অবাক লাগছে, চিন্ময়। অবাক লাগছে আর দু-ঘণ্টা পরে আমি হাম্বুর্গে, মঞ্জু আর কার্লের সঙ্গে গল্প করছি, আর তুমি—

পুরুষ। আর বিজন?

মহিলা। সে আছে আঙ্কারায়। আমি সেখান থেকেই আসছি বললাম না? এখানে আমাকে প্লেন বদল করতে হবে।

পুরুষ। ও, হ্যাঁ। (*মদে চুমুক দিলো।*)

মহিলা। বিজন ছুটি পাবে না শিগগির, আমাকে যেতে হচ্ছে মঞ্জু পোয়াতি ব'লে। এই প্রথম পোয়াতি।

পুরুষ। তাতে অবাক হবার কী আছে?

মহিলা। কী মুশকিল—সেজন্য নয়। বলছিলাম আমি আর দু-ঘণ্টা পরে হাম্বুর্গে, মেয়ে আর জামাইয়ের সঙ্গে গল্প করছি। আর তুমি কাল সকালে কলকাতায়—সেখানে পথ চেয়ে আছে তোমার স্ত্রী, মেয়েরা, বাড়ির লোকজন। সব ঠিক আছে, ঠিকঠাক চলছে সব-কিছু—মাঝখান থেকে হঠাৎ কেমন দেখা হ'য়ে গেলো।

পুরুষ। তা-ই তো।

মহিলা (*হাত-ঘড়িতে চোখ ফেলে*)। আমাদের সময় আছে আর পঁয়ত্রিশ মিনিট—প্রায় চল্লিশ। তারপর একটা লম্বা ঠাণ্ডা করিডর দিয়ে যেতে-যেতে—হঠাৎ ছড়াছাড়ি, উল্টো দিকের দুটো প্লেনে দু-জন। তোমার অবাক লাগছে না?

[পুরুষটি নিরুত্তর। লাউডস্পীকারে ঘোষণা শোনা গেলো।]

মহিলা। লণ্ডন থেকে এয়ার-ইণ্ডিয়া এলো। এস. এ. এস. চললো হেলসিঙ্কি। লম্বা টেবিলটা খালি হ'য়ে গেলো। তিনটি জাপানি উঠে আসছে। দুটি আরব মেয়ে

উঠে আসছে। ঐ দিকের কোণের টেবিলটা খালি হ'য়ে গেলো।...মজার জায়গা, এয়ারপোর্ট।

পুরুষ। বড়ো চঞ্চল। এত লোক, কিন্তু কাউকেই বেঁধে রাখে না।

মহিলা। (*আবছা হেসে*)। বাঁধাবাঁধির অভাব আছে নাকি জীবনে। মাঝে-মাঝে এই রকমও ভালো। যেন সবই অস্থির—অস্থায়ী। ভারি মজার।

পুরুষ। হ্যাঁ—কিছুক্ষণের জন্য—ভালোই। শেষ পর্যন্ত পৌঁছনো আছে। কোনো বিপদ নেই।

মহিলা। (*চাপা গলায়*)। বিপদের ভয় তোমারই ছিলো, চিন্ময়—আমার নয়।

[পুরুষটি মদের গ্লাসে চোখ নামালো। একটু চুপচাপ।]

পুরুষ। (*কাচের কুঁজো তুলে, মহিলাটির দিকে তাকিয়ে*)। তোমারটা দেখছি তেমনি প'ড়ে আছে।

মহিলা। এই খাচ্ছি। (*কাঁটায় বিঁধে এক টুকরো পনির মুখে তুললো।*) তুমি কিছু খাচ্ছো না ?

পুরুষ। এই খাচ্ছি। (*নিজের গ্লাশ আবার ভ'রে নিলো।*)

মহিলা। মদ খেলে লোকেরা বেশি কথা বলে। তুমি আরো চুপচাপ হ'য়ে যাচ্ছো। এখনো তোমার নিজের কথা কিছু বলোনি।

পুরুষ। আর কী বলার আছে, বলো।

মহিলা। আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে ব'সে আছি এখানে, তুমি এখনো আমাকে আমার কথা কিছু বলোনি।

পুরুষ। (*একটু চুপ ক'রে থেকে*)। তুমি এখনো তেমনি আছো, ঊর্মিলা।

মহিলা। তেমনি মানে ?

পুরুষ। যেন বয়স বাড়েনি।

মহিলা (*ঠোঁটের কোণে হেসে*)। ও-সব স্তোকবাক্য বড্ড প'চে গেছে।... (*ছোট্ট একটি সসেজ খেয়ে নিয়ে*) তা আমি জানো, বয়সের কথা ভাবি না কখনো —কাজকর্ম করি, চ'লে-ফিরে বেড়াই, মনটাকে হালকা রাখি সব সময়।

পুরুষ। সব সময় ?

মহিলা। মানে, যতটা পারা যায়। এই এখনই ধরো না—মনে হচ্ছে আমি একাই কথা ব'লে যাচ্ছি, আর তোমার ভাবটা যেন পুরোনো বন্ধুকে দেখে দুশ্চিন্তায় নুয়ে পড়েছো। আমি তখনও বলতাম তোমার সঙ্গে আমার স্বভাবে মিল নেই। তবু যে কী ক'রে—(*থেমে গেলো।*)

পুরুষ। হয়তো সেজন্যেই।

মহিলা। সেজন্যে মানে কী। ও-সব কেন হয় কেউ জানে না।

পুরুষ। বা যখন ঘটে তখন আমরা বুঝি না।

মহিলা। ওর মধ্যে বোঝার কিছু নেই। একটা পাগলামির মতো ব্যাপার। নয়তো আমি

কী ক'রে আমার সংসার ভেঙে দিতে চেয়েছিলম—বাবলুর বয়স যখন চার, আর আমার বিয়ে হয়েছে ছ-বছর মাত্র!

পুরুষ। আমি তো তা-ই বলছি। সব সময় হালকা মন রাখা যায় না।

মহিলা। কিন্তু ও-রকম আর ক-বার হয় জীবনে! ঘণ্টা-মিনিট গুনে দেখলে কতটুকু সময়! ভাগ্যে ও-সবের মেয়াদ এত অল্প।

পুরুষ। সত্যি কি মেয়াদ খুব অল্প? পরে কি তোমার মনে হয়নি—

মহিলা। 'পরে' কিছু নেই। ও-সব হ'লো যখনকার তখন। সত্যি ক'রে বলো, এই পঁচিশ বছরে ক-বার তুমি আমার কথা ভেবেছো?

পুরুষ। কখনো ভাবিনি তা নয়। মাঝে-মাঝে ইচ্ছেও হয়েছে তোমাকে আবার চোখে দেখার জন্য।

মহিলা। আর তাই এত ঘোরাঘুরির মধ্যেও কখনো খোঁজ করোনি।

পুরুষ। ঠিক তা-ই। আমি তোমাকে তোমার সংসারের মধ্যে দেখতে চাইনি। সেখানে তোমার অন্য চেহারা—সেখানে তুমি স্ত্রী, মা, গণ্যমান্য এক ভদ্রমহিলা।

মহিলা (*কটাক্ষপাত ক'রে*)। আমার যেন মনে পড়ে আমি তখনও তা-ই ছিলাম।

পুরুষ। তা ছিলে ব'লেই তো... (*থেমে গেলো, কথা শেষ করলো না।*) আমি তোমাকে এমন কোথাও দেখতে চেয়েছিলাম যেখানে তুমি—নিছক তুমি। আমার মনের ছবিটার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলাম।

মহিলা (*একটু চুপ ক'রে থেকে*)। মেলাতে পারছো?

পুরুষ। চেষ্টা করছি।

মহিলা। তার মানে—পারছো না?

পুরুষ। তুমি একটু সাহায্য করলেই পারবো। বলো তো—কেমন ছিলো সেই দিনগুলি, যখন ভাবছিলে সংসার ভেঙে দেবে?

মহিলা (*ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে*)। আমি তৈরি ছিলাম। তুমি পেছিয়ে গেলে।

পুরুষ। আমি জিগেস করছিলাম— সেই দিনগুলি কেমন ছিলো।

মহিলা। কত কী ভেবেছিলাম তখন। যেন অসাধারণ কিছু ঘটতে যাচ্ছে আমার জীবনে। আশ্চর্য কিছু।

পুরুষ (*নিচু গলায়*)। এর মধ্যে অন্য একজন ছিলো, ঊর্মিলা।

মহিলা। বিজন। আমার যোগ্য স্বামী। (*আস্তে হেসে উঠে*) তার কথা কি তোমার মুখে শুনতে হবে আমাকে! তুমি আমাকে নিশ্চয়ই অসুখী স্ত্রী ব'লে কল্পনা করোনি?

পুরুষ। তোমার কিছুরই অভাব ছিলো না। আমি অভাব সৃষ্টি করেছিলাম।

মহিলা (*টেনে-টেনে*)। ও, তা-ই! তুমি আমাকে দয়া ক'রে চ'লে গিয়েছিলে? আমার সাজানো, গুছোনো, ফোলানো, ফাঁপানো সুখের ওপর করুণা ক'রে? তুমি আমার সুখ চেয়েছিলে, চিন্ময়—আমাকে চাওনি! (*আস্তে হেসে উঠে*) ভালো, ভালো।

[পুরুষটি কিছু বললো না, মদে চুমুক দিলো। মহিলাটি অন্যমনস্কভাবে একটি জলপাই খেলো। একটু চুপচাপ।]

মহিলা। তুমিও এখনো তেমনি আছো। নেকটাইটা বাঁকা। চুল কপালে এসে পড়েছে।

পুরুষ (*হাত দিয়ে কপালের চুল সরিয়ে*)। কিন্তু—কী হয়েছিলো? কী হয়েছিলো তোমার আর আমার মধ্যে?

মহিলা। তুমি জিগেস করছো!

পুরুষ। তথ্যটা জানি, কিন্তু ঠিক—ঠিক কী করেছিলাম আমরা?

মহিলা। তুমি জিগেস করছো—আমাকে!?

পুরুষ। যা ঘটছে তা-ই নিয়ে আমি ব্যস্ত ছিলাম তখন। কিছুই বুঝিনি। তুমি বর্ণনা করতে পারো?

মহিলা (*আবছা হেসে*)। ওর আবার বর্ণনা হয় নাকি?

পুরুষ। কেন হবে না? কেমন সেই ঘর, সেই শহর, সেই বাড়ি, আর জানলার বাইরে দৃশ্য? কেমন সেই বাগান, যেখানে তুমি ভোরবেলা বেড়াতে, আমি জানলা থেকে দেখতাম? (*যেন মুহূর্তকাল চিন্তা ক'রে*) গোলাপ ছিলো না?

মহিলা (*অস্ফুট স্বরে*)। দেরাদূন—হিলভিউ হোটেল—যেখানে প্রথম দেখা হ'লো।

পুরুষ। আর বোধহয় ডেলিয়া?... নাকি সূর্যমুখী?

মহিলা। প্রায় রোজই দেখা হয়, কিছু-না-কিছু কথা হয়। একদিন দেখি, তুমি আমার আগেই বাগানে।

পুরুষ। মনে হয় আমি সেদিন পাঁচ রঙের গোলাপ গুনেছিলাম। লাল, শাদা, হলদে, গোলাপি, আর আর-একটা—আর-একটা হ'লো লাল আর গোলাপির মাঝামাঝি—গোলাপির চেয়ে গাঢ়, লালের চেয়ে হালকা—(*একটু থেমে, ব্যগ্রভাবে*) বলো না সেই রংটা ঠিক কেমন, কোনো নাম আছে কিনা।

মহিলা। ছুটির পরে আমরা একসঙ্গে ফিরে এলাম দিল্লিতে। বিজন সেক্রেটারিয়েটে, তুমি দিল্লি কলেজে পড়াচ্ছো। হালকা রং গাঢ় হ'লো ক্রমশ।

পুরুষ। একটা একলা গাছ— তোমাদের রাইসিনা রোডের বাংলোর ঠিক সামনে। সেটা কি দেওদার, না গুল্মোর, না...দ্যাখো, ভুলে যাচ্ছি।

মহিলা। আশা করি ভুলে যাওনি ফিরোজ শা কোটলা? যমুনার ওপর সূর্যাস্ত?

পুরুষ। সেই গাছে অনেক পাখি বসতো না সন্ধেবেলায়? না কি সেটা অন্য গাছ—দিল্লিতে, মুসৌরিতে, দেরাদুনে?

মহিলা। ও-রকম গাছ কোথায় নেই পৃথিবীতে।

পুরুষ। কিন্তু সেই গাছ, যেটা তুমি আর আমি একসঙ্গে দেখতাম! সেই সব পাখির চ্যাঁচামেচি, যা তুমি আর আমি একসঙ্গে শুনতাম! চোখে দেখার বাইরে যা থাকে, কানে শোনার বাইরে যা থাকে...দ্যাখো, আমি ভুলে যাচ্ছি।

মহিলা। আশা করি ভুলে যাওনি শীতের দুপুরে কুতুব মিনার? আমরা উঠছি ওপরে, বিজন পেছিয়ে পড়েছে, উঠতে-উঠতে সিঁড়ি খুব সরু হ'য়ে এলো।

পুরুষ। একটা সোঁদা গন্ধ—ঠিক কী-রকম বলো তো? পাথরের পুরোনো দিনের, কিছু-একটা যেন শেষ হ'য়ে গিয়েও আঁকড়ে আছে।

মহিলা। আর ওপরে উঠে—কী হাওয়া, কত বড়ো দেখছি পৃথিবীটাকে। আমার ভয় হ'লো পাছে প'ড়ে যাই। সেই ভয়টা আবার আনন্দের মতো।

পুরুষ। বলো, ঊর্মিলা, যা ঘ'টে গেলো তা কি ফুরিয়ে যায় তক্ষুনি? কেন ধরতে পারি না—ঠিক, ঠিক সেই মুহূর্তটাকে? সেই সিঁড়ির গন্ধটা—এক্ষুনি যেন পাচ্ছিলাম, এক্ষুনি আর নেই।

মহিলা। আলো, হাওয়া, গন্ধ—আমারই জন্য ছড়িয়ে আছে চারদিকে। দেখা, শোনা, কথা বলা, কথা না-বলা—ঢেউ উঠছে সারাক্ষণ। কিন্তু মাঝে-মাঝে দেখি তোমার মুখে ছায়া। মাঝে-মাঝে বিজনের মুখ গম্ভীর। একবার এমন হ'লো দিন দশেক তোমার দেখা নেই। তারপর একটা গানের জলসায়—

পুরুষ। ঠিক, ঠিক। হীরাবাঈ গাইছিলেন...জয়জয়ন্তী...তা-ই না?

মহিলা। তুমি খুব মন দিয়ে শুনছিলে, আমার চোখে চোখ পড়ামাত্র তোমার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো।

পুরুষ। বলো—তারপর?

মহিলা (*ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে*)। তোমার ভাবটা যেন কোনো গল্প বলা হচ্ছে, তোমার কোনো ব্যাপার নয় এটা।

পুরুষ। তা-ই তো—আমারই ব্যাপার, আমি তারই মধ্যে ছিলাম তখন, তাই বুঝিনি সেটা সত্যি কী। কেমন লেগেছিলো আমার— যখন কানে শুনছি হীরাবাঈ, মনে ভাবছি তোমাকে, ভাবছি এক ফাঁকে উঠে চ'লে যাই কিন্তু তোমার চোখ যেন এড়াতে পারছি না... কেমন লেগেছিলো আমার...আমি ভুলে যাচ্ছি।

মহিলা। তুমি আমাকে জলসা থেকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিলে। আমাদের মধ্যে লুকোচুরি আর রইলো না।

পুরুষ। আমার মনে পড়ে একটা রাস্তা— সরু, আঁকাবাঁকা, দু-দিকে ঘন ঝোপঝাড়, আলো অল্প—সেখানে সন্ধের পরে তোমার সঙ্গে হেঁটেছিলাম—কবে, কোথায়... (*ব্যগ্রভাবে*) সেই রাস্তাটা কোথায়, ঊর্মিলা?

মহিলা। ও-রকম রাস্তা পুরোনো দিল্লিতে অনেক ছিলো তখন।

পুরুষ। না, না, অনেক নয়—একটা, একমাত্র—তুমি আর আমি হেঁটেছিলাম যে-রাস্তা দিয়ে! দু-দিকে ঝোপঝাড়, অন্য কেউ হাঁটছে না, কোনো বাড়ি থেকে কোনো শব্দ আসছে না, আমরাও কোনো কথা বলিনি। কিন্তু কোথায়—ঠিক কোথায়? আমি ভুলে যাচ্ছি।

মহিলা। নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি তোমার দরিয়াগঞ্জের ফ্ল্যাট ? যেখানে এই নাটকের ওপর পর্দা পড়লো ?

পুরুষ। সেই রাস্তা এখনো হয়তো আছে, কিন্তু আমরা আর সেখানে হাঁটছি না। তাই সেই রাস্তা আর নেই। যদি এখন আমরা আবার হাঁটি সেখানে তবু সেটা সেই রাস্তা আর হবে না। অথচ মনে হয় এখনো আমরা সেখানে হাঁটছি—সেই তখনকার তুমি আর আমি।

মহিলা। আমাকে দেখে চমকে উঠলে তুমি। 'আমি তো যাচ্ছিলাম, তুমি এলে কেন ?' আমি বললাম, 'চাঁদনি চকে একটা জিনিশ কিনতে এসেছিলাম, হঠাৎ খুব তেষ্টা পেয়ে গেলো।' তুমি আমাকে এক গ্লাশ জল এনে দিলে। আমি গ্লাশটার দিকে তাকিয়ে বললাম,'এই জলে আমার তেষ্টা মিটবে না, চিন্ময়!'

পুরুষ। আশ্চর্য! ঠিক তেমনি ক'রেই মাথা নাড়লে তুমি, তেমনি সুরে কথাটা বললে।

মহিলা। উত্তরে তুমি কী বলেছিলে মনে পড়ে ?

পুরুষ। ঠিক সেই হাসি তোমার ঠোঁটে। যেন সেই মুহূর্তটাই ফিরে এলো—এসে চ'লে গেলো।

মহিলা। 'উর্মি, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।' কেমন করুণ দেখাচ্ছিলো তোমাকে তখন। বেচারা! (*নিচু গলায় হেসে উঠলো।*)

[একটু চুপচাপ। মহিলাটি এই প্রথম মদে চুমুক দিলো। পুরুষটি তার দিক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।]

পুরুষ। তারপর—বলো!

মহিলা (*ঈষৎ তীব্র স্বরে*)। এটা গল্প নয়, চিন্ময়, এটা জীবন। এটা চামড়ার তলায় লাল রক্ত, বুকের তলায় ধকধক এঞ্জিন—তুমি যাতে সেদিন ভয় পেয়েছিলে। (*একটু পরে*) বলো সত্যি ক'রে, ভয় পাওনি ?

পুরুষ। হয়তো।

মহিলা। আমি সব নিয়ে তৈরি ছিলাম, তুমি চৌকাঠ থেকে ফিরে গেলে। আমি কল্পনা করিনি তুমি অত ভিতু—অপদার্থ।

পুরুষ। বা হয়তো সাহসী।

মহিলা। তা বলা যায় বইকি। একজন বিবাহিত মহিলার দিকে এগোতে হ'লে কিঞ্চিৎ সাহস তো চাই।

পুরুষ (*একটু চুপ ক'রে থেকে*)। তুমি বোধ হয় একটা কথা জানো না। বিজনের সঙ্গে একদিন কিছু কথা হয়েছিলো আমার।

মহিলা (*ঠাণ্ডা গলায়*)। ও, বিজন।

পুরুষ। আমি সেদিন তার চোখে জল দেখেছিলাম।

মহিলা। সত্যি ? একজন লম্বা-চওড়া শক্তসমর্থ পুরুষ মানুষ—তার চোখে জল! কেন বলো তো ?

পুরুষ। কথাটা নিষ্ঠুর শোনালো, ঊর্মিলা।

মহিলা। অন্তত তোমার চেয়ে আমি নিষ্ঠুর।

[কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। মহিলাটি মদে চুমুক দিলো।]

মহিলা (*টেনে-টেনে*)। তাহ'লে—বিজনের চোখের জলে তোমার মন ভিজে গিয়েছিলো? আর আমি—যার সুখ, শান্তি, ঘুম তুমি কেড়ে নিয়েছিলে—সেই আমার কথা তুমি ভাবলে না! সত্যি তুমি মহানুভব।

পুরুষ। আমি নিজের কথাও ভাবিনি, ঊর্মিলা। আমি নিজেকেও দুঃখ দিয়েছিলাম।

মহিলা। তোমার দুঃখে আমার কী এসে যায় বলো তো? আমি তখন নিজের জ্বালায় জ্বলছি। (*একটু চুপ ক'রে থেকে*) তা— তুমি এত বড়ো একটা ত্যাগ করেছিলে—বিজনের জন্য! সেই বিজন—যে ছ-মাস আগেও রুক্‌মিণী চৌহানকে নিয়ে খেলছিলো—প্রায় আমারই চোখের তলায়! সাধু, সাধু। (*নিচু গলায় হেসে উঠলো।*)

পুরুষ (*বেদনার সুরে*)। হঠাৎ বিজনকে দোষ দিচ্ছো কেন, ঊর্মিলা?

মহিলা। তুমি না জানতে চাচ্ছিলে ঠিক, ঠি-ক কী হয়েছিলো? শোনো তাহ'লে সব।

পুরুষ। তুমি অস্থির ছিলে তখন। হয়তো অনেক ভুল বুঝেছিলে। কিছু হয়তো বানিয়েও নিয়েছিলে মনে-মনে।

মহিলা (*তীব্র স্বরে*)। আমাকে বানিয়ে নিতে হবে কেন? আমি কি কোনো দোষ করেছিলাম যে সাফাই দরকার?

পুরুষ। কিন্তু বিজনকে দোষ দিলে তুমিও দোষী হ'য়ে যাও, তা তো বোঝো।

মহিলা। বলতে চাচ্ছো যে অন্যায় করে তাকে শাস্তি দিতে চাওয়া অন্যায়?

পুরুষ। বলতে চাচ্ছি যা-ই হ'য়ে থাক, অমনি হয়েছিলো। অন্য কোনো কারণ ছিলো না।

মহিলা। যদি বলি তুমি ভুল জেনেছিলে?

পুরুষ (*তার মুখে সস্নেহ হাসি*)। ভুল, ঊর্মিলা? তুমি কি তবে ভান করেছিলে আমার সঙ্গে?

[একটু চুপচাপ। মহিলাটি লম্বা চুমুক দিলো মদের গ্লাশে।]

মহিলা (*নিচু গলায়*)। যদি ক'রে থাকি তাতেই বা অবাক হবার কী আছে। অনেক সময় তার দরকার তো হয়।

পুরুষ। অসম্ভব! তুমি এখন মুখে যা বলছো তোমার চোখে আমি কখনো তা দেখতে পাইনি। এখনো পাচ্ছি না।

মহিলা (*কোমল স্বরে*)। তুমি এত ভালো, চিন্ময়, এত ভালো। তবু—শোনো। অনেকের যেমন ঘুরে-ঘুরে সর্দি হয়, তেমনি ঐ ব্যামো ছিলো বিজনের। কখনো রুক্‌মিণী চৌহান, কখনো জয়েশ্বরী শুক্লা, কখনো অন্য কেউ। আমাকে তাই চিকিৎসার কথা ভাবতে হয়েছিলো।

পুরুষ। নিজেকে অপমান করা তোমার উচিত নয়, ঊর্মিলা।

মহিলা। আমি বিজনের হাতে অপমানিত হয়েছিলাম। কিন্তু ওষুধটায় ঠিক ধরেছিলো।

পুরুষ। পারবে না—আমার মনের ছবিটাকে কালো ক'রে দিতে তুমিও পারবে না।

মহিলা। মনের ছবি? কল্পনা? সুন্দর, উজ্জ্বল, আশ্চর্য কোনো স্বপ্ন? ঠিক, ঠিক। তোমার মতো মানুষের পক্ষে ওটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু আমার একটু অন্য রকম চাহিদা ছিলো।

পুরুষ (*ব্যগ্র সুরে*)। তাহ'লে মানছো কোনো ভান ছিলো না তোমার মধ্যে?

মহিলা (*একটু চুপ ক'রে থেকে*)। কী ক'রে বলি—এতদিন হ'য়ে গেলো। হয়তো ভান দিয়ে আরম্ভ, কিন্তু সেটাও যেন ফাঁকি—মানে আসলে ভান নয় কিন্তু আমি চেষ্টা করছি ভান ব'লে ভাবতে বা হয়তো বেশি দিন ধ'রে ভান করলে সেটাই সত্যি হ'য়ে যায়—বা মনে হয় যেন সত্যি।

পুরুষ (*তার মুখে আবছা হাসি*)। ঐ তো—তুমি চেষ্টা ক'রেও বলতে পারলে না ভান। তোমার মুখ থেকে সত্য বেরিয়ে পড়লো।

মহিলা। সত্য...তা-ই বা কী ক'রে বলি। তুমি হঠাৎ দিল্লি ছেড়ে চ'লে গেলে—আমার যা অবস্থা তখন! ভেবেছিলাম বুঝি প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে বুক থেকে। (*আবছা হেসে*) কিন্তু আস্তে আস্তে—সব কেমন ঠিক হ'য়ে গেলো। তুমি যখন ছিলে আমি বিজনকে ভাবতাম বাজে—বিশ্রী। কিন্তু পরে দেখি—না তো, বিজন বেশ ভালো, চমৎকার। আর এই যে হুলুস্থুলটা হ'য়ে গেলো—তা যেন কিছুই নয়। (*একটু পরে*) কত ভাবে আমরা নিজেকে ঠকাই—কে জানে।

পুরুষ। না, ঊর্মিলা, না! ঐ তো—তোমার চোখে আবার সেই আলো দেখছি, তোমার কথা শুনতে-শুনতে সব আমার মনে প'ড়ে যাচ্ছে—সব রাস্তা আর ঘর আর বাগান, সব জানলা আর বিকেল আর রাত্রি—যা-কিছু একদিন ছিলো আমাদের—আছে এখনো—চলছে—সেই তখনকার তোমাকে আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে—আমরা টের পাই না, কখনো পাই না তাও নয়।

মহিলা (*ঈষৎ বিষণ্ন সুরে*)। শুধু মনে পড়া। আচমকা—হঠাৎ—মাঝে-মাঝে। তা-ই নিয়ে দিন কাটে না, চিন্ময়।

পুরুষ। কিন্তু মনে হয় যেন ফিরে যাওয়া যায়। মাঝে-মাঝে —হঠাৎ—মুহূর্তের জন্য।

[একটু চুপচাপ। লাউডস্পীকারে ঘোষণা শোনা গেলো।]

মহিলা। ঐ আসছে তোমার এয়ার-ফ্রাঁস। (*একটু ন'ড়েচ'ড়ে*) আমার একটু-একটু কষ্ট হচ্ছে, জানো। আমার নিজের জন্য বা তোমার জন্য নয়—ঘটনাটার জন্য। কত আশা, কত আনন্দ, কত কষ্ট—কিন্তু শেষ পর্যন্ত—কিছুই হ'লো না—কিছুই না?

পুরুষ। আমরা যা অনুভব করেছিলাম—এখনো করছি—সেটা কিছু নয়?

মহিলা। অনুভব? একটু বুকের কাঁপুনি, চোখের ছলছলানি, মন কেমন করা? কী হয় তা দিয়ে? আমি সব অর্থে ভালোবাসা চেয়েছিলাম, চিন্ময়। যা-কিছু দেবার

আছে জীবনের সব আমি তোমার কাছে চেয়েছিলাম।

পুরুষ। কিন্তু...আর যা হ'তে পারতো, হ'য়ে থাকে...সে তো নিয়ম ছাড়া আর-কিছু নয়। আর ঘটনা শুধু সেটাই, যা নিয়মের বাইরে।

[লাউস্পীকারে ঘোষণা।]

মহিলা। আমার প্লেনও তৈরি। নিশ্চিন্ত। আবার দুই উল্টো পথের যাত্রী আমরা। আবার সব ঠিকঠাক।

পুরুষ। তবু—মাঝখানকার এই সময়টুকু, ঊর্মিলা! এও রইলো আমাদের। বা এর মধ্যেও আমরা র'য়ে গেলাম।

মহিলা। একটুখানি সময়! সব সময় একটুখানি সময়। কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকতে হয় অনেকদিন—অনেকদিন ধ'রে। তাই তো নিয়ম না-হ'লে চলে না।

পুরুষ। তবু—আজকের এই দেখা হ'য়ে যাওয়া! এই রেস্তোরাঁ—বাইরে ঐ আকাশ আর রোদ্দুর আর ঝকঝকে এরোপ্লেনগুলো—এও চলবে, এখনকার তোমাকে আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে—দূরে, অনেক দূরে—যেখানে আমরা আবার হয়তো ফিরে যেতে চাইবো কখনো।

মহিলা। আর এখন—যে যার নিয়মে—চলো ফিরে যাই।

[দু-জনে উঠে দাঁড়ালো, জিনিশপত্র তুলে নিয়ে টেবিল থেকে স'রে এলো—যাবার জন্য তৈরি। মহিলাটির কনুইয়ের ভাঁজে শেকলে ঝোলানো হাতব্যাগ, কাঁধে লাল রঙের বর্ষাতি। পুরুষটির হাতে ব্রিফকেস, কনুয়ের ভাজে ছাই-রঙা বর্ষাতি।]

মহিলা। দু-ঘণ্টা পরে হাম্বুর্গ, একমাস পরে আবার আঙ্কারা—আমার সুখী, বিবাহিত, পাবিবারিক জীবন—যার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

পুরুষ। আমিও কৃতজ্ঞ তোমার কাছে, ঊর্মিলা, যেহেতু তুমি আমাকে এইমাত্র শেখালে যে একবার যা ঘটলো তা কখনোই ফুরিয়ে যায় না।

[দু-জনে গমনোদ্যত।]

মহিলা (*চলতে গিয়ে থেমে*)। একটু দাঁড়াও তো।

[একমুহূর্ত দাঁড়ালো দু-জনে, পরস্পরের চোখের মধ্যে তাকালো।]

মহিলা। তোমার নেকটাই বড্ড বেঁকে আছে। (*নেকটাই টান ক'রে দিলো, পুরুষটির চুলে একবার হাত রাখলো।*) চলো এবার।

[দু-জনে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করলো।]

যবনিকা

কুড়ি বছর আগে অথবা পরে

একটি নাটকের খশড়া

পা ত্র পা ত্রী

একটি পুরুষ

একটি মহিলা

[এক আন্তর্দেশীয় বিমানবন্দরের রেস্তোরাঁ। একটি ছোটো টেবিলে মুখোমুখি ব'সে আছে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা। তাদের সামনে প্লেটে কিছু খুচরো খাবার, কাচের জগে শাদা মদ। মহিলাটির গ্লাশ প্রায় পুরো ভর্তি, পুরুষটির অর্ধেক খালি।]

মহিলা। তোমার প্লেন ক-টায় বললে?

পুরুষ। একটা-ছত্রিশ।

মহিলা। আর আমারটা একটা-উনচল্লিশে। একই সময়ে উঠতে হবে আমাদের।

পুরুষ। হুঁ। (*মদে চুমুক দিলো।*)

মহিলা। আমারটা ছাড়বে একুশ নম্বর গেট থেকে। তোমার?

পুরুষ। আমারটা বোধ হয়...(*পকেট থেকে টিকিটের লেফাফা বের ক'রে*) বাইশ নম্বর।

মহিলা। ঠিক মুখোমুখি দুটো গেট তাহ'লে। আমরা পুরোটা পথ একসঙ্গে যাবো।

পুরুষ। ঠিক পুরোটা নয়।

মহিলা (*হালকা হেসে*)। বলছিলাম গেট পর্যন্ত একসঙ্গে হাঁটবো আমরা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে, লাউঞ্জ পেরিয়ে, আবার কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে, তারপর লম্বা ঠাণ্ডা করিডর দিয়ে পাশাপাশি।

পুরুষ। হুঁ। (*মদে চুমুক দিলো।*)

মহিলা। ভাবটা যেন তুমি আর আমি একসঙ্গেই যাচ্ছি, একই প্লেনে উঠে পাশাপাশি চেয়ারে বসবো। আমার অবাক লাগছে, চিন্ময়।

পুরুষ। কেন?

মহিলা। অবাক লাগছে আর তিন ঘণ্টা পরে আমি রটারডামে—ছেলে আর ছেলের বৌয়ের সঙ্গে গল্প করছি। আর তুমি—

পুরুষ। আর বিজন?

মহিলা। সে আছে আঙ্কারায়। আমিও সেখান থেকে আসছি। বললাম না বিজন আঙ্কারায় বদলি হয়েছে একমাস আগে?

পুরুষ। হুঁ। (*মদে চুমুক দিলো।*)

মহিলা। বিজন ছুটি পাবে না শিগগির, আমি যাচ্ছি ছেলের বৌ পোয়াতি ব'লে।

পুরুষ। তাতে অবাক হবার কী আছে?

মহিলা। কী মুশকিল—সেজন্য নয়। বলছিলাম আমি আর তিন ঘণ্টা পরে রটারডামে, আর তুমি কাল সকালে কলকাতায়—সেখানে পথ চেয়ে আছে তোমার স্ত্রী, মেয়েরা, বাড়ির লোকেরা। সব ঠিক আছে, ঠিকঠাক চলছে সব-কিছু, মাঝখান থেকে হঠাৎ কেমন দেখা হ'য়ে গেলো।

পুরুষ। হুঁ। (*মদে চুমুক দিলো।*)

মহিলা (*দেয়াল-ঘড়িতে চোখ ফেলে*)। আমাদের সময় আছে আর বারো মিনিট—প্রায় পনেরো। তারপর একটা লম্বা ঠাণ্ডা করিডর দিয়ে যেতে-যেতে—হঠাৎ ছাড়াছাড়ি, উল্টো দিকের দুটো প্লেনে দু-জন। আমার অবাক লাগছে।

পুরুষ। কেন?

মহিলা। অবাক লাগছে এ-রকমভাবে দেখা হ'লো। এত অল্প সময়ের জন্য—যাওয়া-আসার পথে।

পুরুষ। হুঁ। (*মদে চুমুক দিলো, কাচের কুঁজো তুলে মহিলাটির গ্লাশের দিকে তাকালো।*) তোমারটা দেখছি তেমনি প'ড়ে আছে।

মহিলা। এই খাচ্ছি। (*কাঁটায় বিঁধে এক টুকরো হ্যাম মুখে পুরলো, মদের গ্লাশে ঠোঁট ভেজালো।*) তুমি কিছু খাচ্ছো না?

পুরুষ। এই খাচ্ছি। (*নিজের গ্লাশ ভর্তি ক'রে নিলো।*)

মহিলা। মদ খেলে লোকেরা বেশি কথা বলে। তুমি আরো চুপচাপ হ'য়ে যাচ্ছো—এখনো তোমার নিজের কথা কিছু বলোনি।

পুরুষ। আর কী বলার আছে, বলো।

মহিলা। আমরা এক ঘণ্টা ব'সে আছি এখানে, তুমি এখনো আমাকে আমার কথা কিছু বলোনি।

পুরুষ (*একটু চুপ ক'রে থেকে*)। তুমি এখনো তেমনি আছো, ঊর্মিলা।

মহিলা। তেমনি মানে?

পুরুষ। যেন বয়স বাড়েনি।

মহিলা (*হালকা হেসে*)। আমি বয়সের কথা ভাবি না কখনো। কাজকর্ম করি, চ'লে-ফিরে বেড়াই, মনটাকে হালকা রাখি সব সময়।

পুরুষ। সব সময়?

মহিলা। মানে যতটা পারা যায়। আমি তখনও বলতাম তোমার সঙ্গে আমার স্বভাবে মিল নেই। তবু যে কী ক'রে—(*থেমে গেলো।*)

পুরুষ। হয়তো সেইজন্যেই।

মহিলা। সেইজন্যে মানে কী। ওগুলো হঠাৎ হ'য়ে যায়। কবে কখন কার সঙ্গে, কেউ বলতে পারে না।

পুরুষ। হুঁ। (*মদে চুমুক দিলো।*)

মহিলা। নয়তো আমি কী ক'রে আমার সংসার ভেঙে দিতে চেয়েছিলাম—যখন আমার বিয়ের পর এগারো বছর কেটে গেছে, আর বয়স হয়েছে বত্রিশ!

পুরুষ। সত্যি চেয়েছিলে?

মহিলা। মনে-মনে ভেবেছিলাম অন্তত—কয়েকদিন, কিছুক্ষণের জন্য—সেই সময়ে।

পুরুষ। তাহ'লে, বলো, সব সময় হালকা মন রাখা যায় না?

মহিলা। কিন্তু ও-রকম আর ক-বার হয় জীবনে! ঘণ্টা-মিনিট গুনে দেখলে কতটুকু

সময়। ভাগ্যে ও-সবের মেয়াদ এত অল্প।

পুরুষ। কেমন লেগেছিলো তোমার—যখন মনে-মনে ভাবছিলে সংসার ভেঙে দেবে?

মহিলা। আমি তৈরি ছিলাম। তুমি পেছিয়ে গেলে।

পুরুষ। আমি জিগেস করছিলাম—তোমার কেমন লেগেছিলো?

মহিলা। আমি তোমার কাছে সুখের আশা পেয়েছিলাম। তুমি শেষ পর্যন্ত পেছিয়ে গেলে।

পুরুষ। সুখের আশা? আমার কাছে? (*মদে চুমুক দিয়ে*) কিন্তু বিজন...

মহিলা। বন্ধুর জন্য দরদ? তাহ'লে এগিয়েছিলে কেন অতদূর? তুমি কি আমাকে অসুখী স্ত্রী ব'লে কল্পনা করেছিলে?

পুরুষ। আমি সে-রকম কিছু ভাবিনি, কিন্তু তুমিই বললে সুখের আশা—

মহিলা (*পুরুষটির কথায় বাধা দিয়ে*)। বেশ ছিলাম আমি—একটি মেয়ে, একটি ছেলে, স্বামী খুব যোগ্য, কোনো সমস্যা নেই। তুমি এসে সব ওলোটপালোট ক'রে দিলে।

পুরুষ (*মদে চুমুক দিলো, কিছু বললো না*)।

মহিলা (*এক মুহূর্ত পুরুষটির দিকে তাকিয়ে থেকে*)। তুমিও এখনো তেমনি আছো। চুল কপালে এসে পড়েছে, নেকটাইটা বাঁকা। চমশা কবে নিলে?

পুরুষ (*অস্পষ্টভাবে*)। এই...(*চশমা খুলে রাখলো, কপালের চুল তুলে দিলো।*)

মহিলা। তোমাকে দেখার আগে আমি কখনো ভাবিনি আমি সুখে আছি কি নেই।

পুরুষ। সেটাই তো সবচেয়ে সুখের অবস্থা, ঊর্মিলা।

মহিলা। কখনো ভাবিনি জীবন আমাকে যা দিতে পারে, তার সবটুকু আমি পাচ্ছি কিনা।

পুরুষ। কথাটা হচ্ছে, আমরা কে কতটা নিতে পারি।

মহিলা। আমি নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি যে সুখী, আমি যে ভালোবাসি, আমাকে যে কেউ ভালোবাসে, সেটা অনুভব করতে চেয়েছিলাম।

[*কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। পুরুষটি লম্বা চুমুক দিলো মদের গ্লাশে, মহিলাটি অন্যমনস্কভাবে দুটি জলপাই খেলো।*]

পুরুষ। কিন্তু—কী হয়েছিলো? তোমার আর আমার মধ্যে?

মহিলা। তুমি জিগেস করছো?

পুরুষ। তথ্যটা জানি, কিন্তু সত্যি কী—কী করেছিলাম আমরা?

মহিলা। তুমি জিগেস করছো—আমাকে!?

পুরুষ। তথ্যটা জানি, কিন্তু তথ্যের তলায় যা থাকে—আমি শুনতে চাই। তুমি বর্ণনা করতে পারো?

মহিলা (*আবছা হেসে*)। ওর আবার বর্ণনা হয় নাকি?

পুরুষ। কেন হবে না? কেমন সেই ঘর, সেই শহর, সেই বাড়ি আর আর জানলার বাইরে দৃশ্য? কেমন সেই বাগান, যেখানে তুমি সকালবেলা বেড়াতে, আমি

জানলা থেকে দেখতাম? (*যেন এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে*) গোলাপ ছিলো না?

মহিলা (*স্মৃতিচারণের ধরনে*)। মুসৌরিতে—একই হোটেলে আমরা—তুমি তখনও বিয়ে করোনি।

পুরুষ। আমি একদিন পাঁচ রঙের গোলাপ গুনেছিলাম। লাল, শাদা, হলদে, গোলাপি —আর আর-একটা—আর-একটা হ'লো লাল আর, গোলাপির মাঝামাঝি—লালের চেয়ে হালকা, গোলাপির চেয়ে গাঢ়—(*হঠাৎ ব্যগ্রভাবে*) বলো না সেই রংটা ঠিক কেমন, কোনো নাম আছে কিনা।

মহিলা (*স্মৃতিচারণের ধরনে*)। ছুটির পরে আমরা একসঙ্গে ফিরে এলাম দিল্লিতে। বিজন আছে এক্সটার্নেল অ্যাফেয়ার্স-এ, তুমি সেন্ট স্টিভন্স কলেজে পড়াচ্ছো। হালকা রং গাঢ় হ'লো ক্রমশ।

পুরুষ। একটা একলা গাছ, তোমাদের রাইসিনা রোডের বাংলোর ঠিক সামনে—সেটা দেওদার, না গুল্মোর, না...দ্যাখো, ভুলে যাচ্ছি।

মহিলা। আশা করি ভুলে যাওনি ফিরোজ শা কোটলাতে সেই সন্ধেবেলাটা? ফিরে এসে দেখি, বিজন খুব গম্ভীর মুখ ক'রে ব'সে আছে।

পুরুষ। বলো, ঊর্মিলা, যা ঘ'টে গেলো তা কি ফুরিয়ে যায় তক্ষুনি? কেন ধরতে পারি না সেটাকে—ঠিক, ঠিক যা হয়েছিলো সেই...(*একটু থেমে*) সেই গাছে অনেক পাখি বসতো না সন্ধেবেলায়? না কি সেটা অন্য গাছ—দিল্লিতে, মুসৌরিতে, দেরাদূনে?

মহিলা। ও-রকম গাছ কোথায় নেই পৃথিবীতে?

পুরুষ। কিন্তু সে-ই গাছ, যেটা তুমি আর আমি একসঙ্গে দেখতাম! সেই সব পাখির চ্যাচামেচি, যা তুমি আর আমি একসঙ্গে শুনতাম! চোখে দেখার তলায় যা থাকে, কানে শোনার তলায় যা থাকে...দ্যাখো, আমি ভুলে যাচ্ছি।

মহিলা। আশা করি ভুলে যাওনি, আমি তোমার সঙ্গে বাড়ি চ'লে এসেছিলাম—বিজনকে না-ব'লে, তোমাকে সে-কথা না-ব'লে—একটা এম্বাসির পার্টি থেকে?

পুরুষ। আমার মনে পড়ে একটা রাস্তা—সরু, আঁকাবাঁকা, দু-দিকে ঘন ঝোপঝাড়, আলো অল্প—সেখানে তোমার সঙ্গে সন্ধের পরে হেঁটেছিলাম—কবে, কোথায়...(*ব্যগ্রভাবে*) সেই রাস্তাটা কোথায়, ঊর্মিলা?

মহিলা। ও-রকম রাস্তা সিভিল লাইন্সে অনেক ছিলো তখন।

পুরুষ। না, না, অনেক নয়, একটা, একমাত্র—তুমি আর আমি হেঁটেছিলাম যে-রাস্তা দিয়ে! দু-দিকে ঝোপঝাড়, অন্য কেউ হাঁটছে না, কোনো বাড়ি থেকে কোনো শব্দ আসছে না, আমরাও কোনো কথা বলিনি। কিন্তু কোথায়...ঠিক কোথায়? দ্যাখো, আমি ভুলে যাচ্ছি।

মহিলা। আশা করি ভুলে যাওনি সেই বিকেলবেলাটা, যেদিন তুমি কলেজ থেকে ফিরে দেখলে আমি তোমার ঘরে ব'সে আছি?

পুরুষ। সেই রাস্তা এখনো হয়তো আছে, কিন্তু আমরা সেখানে হাঁটছি না। তাই সেই রাস্তা আর নেই। যদি এখন আবার হাঁটি সেখানে তুমি আর আমি, তবুও ঠিক সেই রাস্তা হবে না। সেই রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে জগৎ থেকে, তোমাকে আর আমাকে নিয়ে—অনেক দূরে।

মহিলা। আমি তোমাকে নিয়ে চায়ের সময় বাড়ি ফিরে এলাম। আমার খুব, খুব ভালো লাগছে, আমি হাসছি, অনেক কথা বলছি, বিজনকে বার-বার বলছি আমার সঙ্গে সিনেমায় যেতে, কিন্তু বিজন কথা বলছে শুধু তোমার সঙ্গে, আমার দিকে ভালো ক'রে তাকাচ্ছেও না। চায়ের প'রে সে 'কাজ আছে' ব'লে আবার বেরিয়ে গেলো।

পুরুষ। অনেক দূরে, ঊর্মিলা—এত দূরে আমরা কেউ বলতে পারি না ঠিক কী হয়েছিলো। শুধু মনে হয়, যা ঘ'টে গেছে তা ফুরিয়ে যায়নি, তা যেন একটা আরম্ভ শুধু—কিছু-একটা আরম্ভ হয়েছিলো...এখনো চলছে...আমরা টের পাই না...কখনো পাই না তাও নয়।

মহিলা। বিজন চ'লে যাবার পর আমি বললাম, 'চলো তাহ'লে তুমি আর আমি ফিল্মটা দেখে আসি।' তুমি রইলে মুখ নিচু ক'রে অনেকক্ষণ, তারপর চোখ তুলে বললে, 'ঊর্মি, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।' আমি হেসে উঠে বলেছিলাম, 'তুমি ভয় পেয়েছো, চিন্ময়!'

পুরুষ (*মহিলাটির মুখের ওপর চোখ রেখে*)। আশ্চর্য! ঠিক তেমনি ক'রে মাথা ঝাঁকালে তুমি, তেমনি ক'রে হাসলে। যেন সেই মুহূর্তটাই ফিরে এলো—এসে চ'লে গেলো। এখন আবার এটা অন্য দেশ, অন্য শহর, অন্য সময়। আমরা একটা এয়ারপোর্টে ব'সে আছি।

মহিলা। বলো সত্যি ক'রে—ভয় পেয়েছিলে, তা-ই না?

পুরুষ। হয়তো।

মহিলা। দরজা খোলা ছিলো, তুমি চৌকাঠ থেকে ফিরে গেলে। এত সুন্দর আরম্ভ হ'য়ে শেষ পর্যন্ত কিছুই হ'লো না।

পুরুষ। আর কী হ'তে পারতো, ঊর্মিলা?

মহিলা। সব—সব। আমি সব নিয়ে তৈরি ছিলাম। তুমি চৌকাঠ থেকে ফিরে গেলে। তুমি ভিতু।

পুরুষ। বা হয়তো সাহসী। আমি বিজনের কথা ভেবেছিলাম। তাকে দুঃখ দিতে চাইনি।

মহিলা (*অন্য রকম সুরে*)। ও, বিজন।

[কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। এতক্ষণ পরে মহিলাটি মদের গ্লাশে চুমুক দিলো।]

মহিলা। তুমি বিজনকে দুঃখ দিতে চাওনি। আর আমি—তুমি আমার কথা ভাবলে না?

পুরুষ। আমি আমার নিজের কথাও ভাবিনি, ঊর্মিলা।

মহিলা। বিজনের জন্য এত বড়ো ত্যাগ! ভালো ভালো। (*আস্তে হাসলো, মদে চুমুক*

দিলো।) সেই বিজন, যে ছ-মাস আগে রুক্মিণী চৌহানকে নিয়ে খেলছিলো —প্রায় আমারই চোখের তলায়!

পুরুষ (*আবছা হেসে*)। তুমি হয়তো বানিয়ে নিয়েছিলে ও-সব, নিজের মনে, যেহেতু তুমি তখন—

মহিলা (*বড়ো নিশ্বাস ফেলে*)। আমাকে বানিয়ে নিতে হবে কেন? আমি কি কোনো দোষ করেছিলাম যে সাফাই দরকার?

পুরুষ। কিন্তু বিজনকে দোষ দিলে তুমিও দোষী হ'য়ে যাও, ঊর্মিলা। তার অর্থ দাঁড়ায় তুমি আমাকে ঠকিয়েছিলে।

মহিলা (*একটু চুপ ক'রে থেকে, মদে চুমুক দিয়ে*)। কিন্তু কী ক'রে জানো সেটাই সত্যি নয়?

পুরুষ। আমি জানি। তুমি মুখে যা বলছো তার সঙ্গে তোমার চোখের কোনো মিল নেই।

মহিলা (*কোমল স্বরে*)। তুমি এত ভালো, চিন্ময়, এত ভালো। তবু—শোনো। অনেকের যেমন ঘুরে-ঘুরে সর্দি হয়—তেমনি বিজনের ছিলো সুন্দরী মেয়ে। কখনো রুক্মিণী চৌহান, কখনো জয়েশ্বরী শুক্লা, কখনো অন্য কেউ। কিন্তু ওষুধটায় ঠিক ধরেছিলো।

পুরুষ। উচিত নয়, ঊর্মিলা। নিজেকে অপমান করা তোমার উচিত নয়।

[একটু চুপচাপ। লাউডস্পীকারে ঘোষণা শোনা গেলো।]

মহিলা। তোমার প্লেন তৈরি। তা শোনো—(মদে চুমুক দিয়ে)। তুমি চ'লে যাবার পর আমাকে আর ও-রকম কিছু বানিয়ে নিতে হয়নি। বিজন সেরে গেলো, না কি আমারই চোখ বদলে গেলো—কী জানি।

পুরুষ (*মহিলাটির দিকে একটু তাকিয়ে থেকে*)। তুমি কি আমাকে আঘাত দিতে চাও, ঊর্মিলা—এতদিন পরে? না—তুমি তা পারবে না।

মহিলা। হয়তো আমারই চোখ বদলে গেলো। তুমি যখন ছিলে, আমার মনে হ'তো বিজনের জামা-জুতো যত ঝকঝকে মাথাটা তত পরিষ্কার নয়, চেহারা যত ভালো, মানুষটা তত সুস্বাদু নয়। কিন্তু পরে দেখি—না, ঠিকই তো আছে বিজন —চমৎকার। কত ভাবে আমরা নিজেকে ঠকাই—কে জানে।

পুরুষ। না, ঊর্মিলা, না! ঐ তো—আমি আবার সেই আলো দেখছি তোমার চোখে, তোমার কথা শুনতে-শুনতে আমার সব মনে প'ড়ে যাচ্ছে—সব ঘর, সব রাস্তা আর বাগান, সব জানলা আর বিকেলবেলার রোদ্দুর—যা-কিছু দূরে চ'লে গেছে, সেই তখনকার তোমাকে আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে, যার সঙ্গে এখন আমরা কিছুতেই পাল্লা দিতে পারি না—সেই সব!

[লাউডস্পীকারে ঘোষণা শোনা গেলো।]

মহিলা। আমার প্লেনও তৈরি। (*মদে চুমুক দিয়ে*) আমি তোমাকে সত্যি কথাটা বলতে

চেয়েছিলাম—তুমি শুনলে না।

পুরুষ। সত্য কোনটা? সেটা কি ঘটনা—না, আমরা তা থেকে যা পেয়েছি, সেইটে?

মহিলা (*হঠাৎ বেদনার সুরে*)। কী পেয়েছিলে বলো তো, চিন্ময়। সে তো কিছুই নয় —শেষ পর্যন্ত কিছুই হ'লো না।

পুরুষ। তুমি তৈরি ছিলে। আমি চেয়েছিলাম। আর যা হ'তে পারতো সে তো নিয়ম শুধু। কিন্তু নিয়মের বাইরে হঠাৎ যা হ'য়ে যায়, সেটাই কি সবচেয়ে বেশি নয়?

[লাউডস্পীকারে আবার ঘোষণা।]

মহিলা। এবার উঠতে হয় আমাদের। (*হাতব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে*) তুমি নিশ্চয়ই বোঝো নিয়মের বাইরে বাতাস বড়ো পাতলা, সেখানে বেশিক্ষণ নিশ্বাস নেয়া যায় না।

পুরুষ (*আবছা হেসে*)। ঠিক, ঠিক। তাই তো আমি কাল সকালে কলকাতায়, আর তুমি তিন ঘণ্টা পরে রটারডামে। তবু—মাঝখানকার এই সময়টুকু! এই রেস্তোরাঁ—বাইরে ঐ আকাশ আর রোদ্দুর আর ঝকঝকে এরোপ্লেনগুলো—এও চলবে, এখনকার তোমাকে আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে, তারপর আমাদের ছাড়িয়ে দূরে, আরো দূরে, অনেক দূরে। (*ব্রিফকেস ইত্যাদি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে*) চলো তাহ'লে।

মহিলা। তিন ঘণ্টা পরে রটারডাম, মাসখানেক পরে আবার আঙ্কারা—আমার সুখী, বিবাহিতা, পারিবারিক জীবন—যার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

পুরুষ। আমিও কৃতজ্ঞ তোমার কাছে, উর্মিলা, কেননা তুমি আমাকে এইমাত্র শেখালে যে একবার যা ঘ'টে যায় তা কখনো ফুরিয়ে যায় না।

[দু-জনে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করলো।]

চরম চিকিৎসা

একটি নীতিশিক্ষামূলক প্রহসন

পা ত্র পা ত্রী

প্রবীণ লেখক

একজন মধ্যবয়সী অধ্যাপক

তরুণ কবি

একজন মধ্যবয়সী ব্যারিস্টার

ব্যারিস্টার-পত্নী

অধ্যাপক (*প্রবীণ লেখককে, আগের কথার জের টেনে*)। ... আপনি ঘরে ব'সে থাকেন, কোথাও বেরোন না, খবর-কাগজটা পর্যন্ত পড়েন না মন দিয়ে —আপনি কি জানেন, কী-সব কাণ্ড হচ্ছে চারদিকে?

প্রবীণ লেখক। কী হচ্ছে, বলো তো?

অধ্যাপক। ফক্করাবাদে যে-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন হ'য়ে গেলো, তার খবর কিছু শুনেছেন?

প্রবীণ লেখক। শুনেছি। বেশ একটা তামাশা হ'লো। তা-ই হয় সব সময়। লোকেদের কিছু আমোদপ্রমোদ চাই তো।

তরুণ কবি। সেখানেই থামেনি। (*একটা খবর-কাগজে চোখ ফেলে*) হুতোমগঞ্জে একটি অশ্লীলতা-নিবারণী সংঘ স্থাপিত হ'লো সেদিন। উদ্বোধন করলেন ডক্টর মদনভস্ম ভট্টাচার্য, গোবর্ধন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস-অধ্যাপক।

প্রবীণ লেখক। দীর্ঘজীবী হোন এমেরিটাস-অধ্যাপকেরা। তাঁরা আছেন ব'লেই হুতোমগঞ্জেও বক্তৃতা করার লোক পাওয়া যায়।

অধ্যাপক (*আর-একটা কাগজে চোখ ফেলে*)। কলকাতার উপকণ্ঠে কোনো-এক পাব্লিক লাইব্রেরিতে 'তুঙ্গভদ্রা' বইটার পাঁচ কপি ছিলো, পাড়ার ব্যায়াম-সমিতির যুবকেরা সেগুলো কেড়ে নিয়ে চৌরাস্তার মোড়ে পুড়িয়েছে।

প্রবীণ লেখক। ভালো। আরো দশ কপি বিক্রি হবে বইটার।

তরুণ কবি। আমাদের পাড়ায় থাকেন চিত্রকর সলিলসিন্ধু নাগ। শখ ক'রে তাঁর দোতলার বারান্দায় একখানা ছবি ঝুলিয়েছিলেন তিনি, তাঁর নিজের আঁকা প্রকাণ্ড একটি ন্যুড। হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি এলো তাঁর নামে, পাড়ার সাতান্নজন মহিলা তাতে সই দিয়েছেন। 'এই প্রকার প্রকাশ্য দুর্নীতি আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না।' অগত্যা ছবিটা সরাতে হ'লো।

প্রবীণ লেখক। অর্থাৎ— দুর্নীতি গোপন হ'লে আপত্তি নেই?

অধ্যাপক। তিরিক্ষিপুর মহিলা-সমিতির কাণ্ড জানেন না? তাঁরা প্রস্তাব করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কোনো-কোনো অংশ বাদ দিয়ে নতুন সংস্করণ ছাপানো হোক।

প্রবীণ লেখক। ওঁদের লিখে পাঠানো যাক, ঐ তালিকায় অন্তত আরো চারটি নাম যোগ করা উচিত: কালিদাস, জয়দেব, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র।

অধ্যাপক (*অসহিষ্ণু ভঙ্গি ক'রে*)। আপনি অত হালকা ক'রে দেখছেন কেন? বুঝছেন না, এগুলো খুচরো ঘটনা নয়, একটা জোট-বাঁধা জোরালো আন্দোলন?

প্রবীণ লেখক। ভালো তো। বেশ ভালো কথা।

অধ্যাপক (*উত্তেজিত হ'য়ে*)। আপনি একে ভালো বলছেন!

তরুণ কবি (*ততোধিক উত্তেজিত*)। সাহিত্যকে ধ্বংস করার চক্রান্ত এটা—তাছাড়া আর কী?

প্রবীণ লেখক। সাহিত্য কি এতই ঠুনকো যে ওটুকুতেই ধ্বংস হ'য়ে যাবে?

তরুণ কবি। জানেন, রাসভপল্লীতে রাস্তায়-রাস্তায় পোস্টার পড়েছে —ঘুষি-পাকানা একটা হাতের ছবি, তলায় লেখা, 'অশ্লীল সাহিত্যের ধ্বংস চাই!'— আপনি হাসছেন?

প্রবীণ লেখক। আমার অন্য একটা কথা মনে পড়লো। জীবনানন্দ দাশের চাকরি যাওয়ার গল্প জানো তো?

অধ্যাপক (*মৃদু হেসে*)। সেই 'ঘাই-হরিণী'!

প্রবীণ লেখক। 'পরিচয়ে' "ক্যাম্পে" কবিতা সদ্য বেরিয়েছে। একদিন কলেজে যাওয়ামাত্র জীবনানন্দর তলব পড়লো প্রিন্সিপালের ঘরে। সেই কলেজেই পড়েছিলেন জীবনানন্দ, প্রিন্সিপাল তাঁর মাস্টার মশাই। জীবনানন্দ ঘরে ঢোকামাত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক—'পরিচয়ে'র সংখ্যাটা হাতে নিয়ে নিশেনের মতো নাড়তে-নাড়তে বললেন, 'তুমি "ঘাই-হরিণী" লিখেছো? "ঘাই-হরিণী" লিখেছো? যাও—চ'লে যাও এক্ষুনি!' আর জীবনানন্দ তাঁর লাজুক ভঙ্গি নিয়ে, তির্যক চাহনি নিয়ে, নিঃশব্দ গোপন অট্টহাসি নিয়ে, আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলেন। (*সরবে হেসে উঠে*) '"ঘাই-হরিণী" লিখেছো।' ওঃ, এই একটি গল্পের দাম এক লাখ টাকা! সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো! একটা শক্তপোক্ত বিরুদ্ধতা না-থাকলে এই চৎকার গল্পটি তো পেতুম না আমরা! তাই বিরুদ্ধতাও দরকার। ভালো। উপকারী। না-থাকলে খেলা জমে না।*

তরুণ কবি (*গম্ভীর হ'য়ে*)। আপনি ভুলে যাচ্ছেন জীবনানন্দ চাকরির অভাবে আর্থিক কষ্ট পেয়েছিলেন।

প্রবীণ লেখক। তুমি কি এমন ব্যবস্থা চাচ্ছো—না কি ভাবতে পারো—যাতে কবিরা কখনোই কোনো কষ্ট পাবেন না? তাহ'লেই কিন্তু সত্যিকার মারা পড়বে কবিতা, সুখের খাঁচায় হাই তুলে-তুলে উড়তে ভুলে যাবে।

তরুণ কবি। আমি সুখের কথা ভাবছি না, আমি স্বাধীনতার জন্য চিন্তিত। কবিতা লেখার জন্য একজনের চাকরি যাবে, এর চেয়ে অন্যায় অবিচার আর কী হ'তে পারে?

* এই লেখাটা 'দেশ' পত্রিকায় বেরোবার পর এক পত্রলেখক জানিয়েছিলেন যে সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দ দাশের অপসারণ অন্য কারণে ঘটেছিলো। তা হ'তে পারে; কিন্তু চরিত্রলক্ষণসম্মত প্রবচন হিসেবে এটি 'জানি, কিন্তু বলবো না'-র মতোই রক্ষণযোগ্য। তাছাড়া, আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি জীবনানন্দর মুখেই একবার শুনেছিলাম যে 'ঘাই-হরিণী' লেখার জন্য তিনি তাঁর প্রাক্তন অধ্যাপকমহাশয়ের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন।—বু.ব.

প্রবীন লেখক। অন্যায়? অবিচার? কিন্তু এটাই তো জনসাধারণের অভ্যর্থনা। যা-কিছু খাঁটি, নতুন, যা-কিছু ভবিষ্যতের—তার প্রথম অভিনন্দনের ভাষাই তো এই। অবহেলা, বিদ্রূপ, বিরুদ্ধতা— এ-সব না-থাকলে শিল্পী কী ক'রে বেড়ে উঠবেন, গ'ড়ে তুলবেন নিজেকে, মনটাকে কোন পাথরে শান দেবেন, কোন বাতাসে আঁচ তুলবেন উনুনে? তুমি যাকে স্বাধীনতা বলছো কোনো সমাজ সেটা থালায় ক'রে উপহার দেবে না, সেটা আমাদের চোরাই মাল। যুদ্ধ আছে ব'লেই শিল্পীরা আছেন।

তরুণ কবি। আমিও চাই যুদ্ধ। ফিলিস্টাইনদের সঙ্গে। প্যুরিটানদের সঙ্গে। এস্টাব্লিশমেন্টের সঙ্গে। যত ন্যাকা, বোকা, ভণ্ড, পণ্ডিত ফোঁপরদালালদের সঙ্গে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

প্রবীণ লেখক। পরোক্ষ সংগ্রাম। গোপন। সচেতনভাবে সংগ্রামও নয়। তুমি যখন নতুন কিছু লিখে ছাপাও, তোমার কি মনে হয় না সমুদ্রে একটা কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে—হয়তো ডুবে যাবে, হয়তো কোনো ঘাটে পৌঁছবে —কোথাও, কোনোদিন?

অধ্যাপক (*অসহিষ্ণুভাবে*)। ওঃ, আপনার এই গজদন্তমিনার! আর সহ্য হয় না! আপনাকে সোজাসুজি একটা কথা জিগেস করি: এই যে অশ্লীলতা নিয়ে হুজুগ উঠেছে, এর বিরুদ্ধে আমাদের কি দাঁড়ানো উচিত নয়?

প্রবীণ লেখক। দাঁড়ালে দোষ কী।

তরুণ কবি। (*উত্তেজিত সুরে*) দাঁড়ালে দোষ কী! এর বেশি কিছু বলাব নেই আপনার?

অধ্যাপক। আমি বোধহয় আপনার মনের কথাটা অনুমান করতে পারছি। এককালে 'চিত্রাঙ্গদা' অশ্লীল ছিলো। তারপর 'ঘরে-বাইরে'। তারপর 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত'। তারপর 'কল্লোল'-গোষ্ঠী। অতএব—

প্রবীণ লেখক। অতএব এখন আবার আর-একটা হুজুগ না-উঠলে আশঙ্কা হ'তো বাংলা সাহিত্য ম'রে যাচ্ছে।

অধ্যাপক। কিন্তু সব সময়ই প্রতিবাদ ছিলো। কেউ-না-কেউ রুখে দাঁড়িয়েছে। আপনি বলছিলেন বিরোধিতা দরকার— আমি মানি সে-কথা—কিন্তু বিরোধিতার বিরোধিতাও তেমনি প্রয়োজন। নয়তো ভারসাম্য টেকে না।

প্রবীণ লেখক। বাঃ, বেশ বলেছো। বিরোধিতার বিরোধিতা। কবিতা লেখা ব্যাপারটাও তা-ই। ভাষা চায় না ছন্দে ধরা দিতে, কিন্তু কবির জেদ তাকে নিজের ইচ্ছেমতো চালাবেন। এমনি রেষারেষি চলে।

অধ্যাপক। কবিতার কথা পরে হবে। আমরা হাতে-কলমে কিছু করবো ভাবছি। আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন তো?

প্রবীণ লেখক। নিশ্চয়ই। কী করতে চাও তোমরা?

তরুণ কবি। আমরাও পাল্টা আন্দোলন চালাবো। গ'ড়ে তুলবো প্রতিরোধ—

অধ্যাপক। গড়ে তুলবো জনমত। সেমিনার ডাকবো নানা জায়গায়—

তরুণ কবি। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে মীটিং। পোস্টার। প্যাম্ফলেট। মিছিল—

অধ্যাপক। নানা দিক থেকে তাত্ত্বিক আলোচনা—বিতর্ক—বিশ্লেষণ—

তরুণ কবি। পাড়ায় পক্ষপাতী চীৎকার। ঢাক, ঢোল, জগঝম্প। কলকাতাকে কাঁপিয়ে দেবো আমরা। আমাদের স্লোগান হবে: সাহিত্যের ওপর হস্তক্ষেপ—চলবে না! চলবে না!

অধ্যাপক। আমি একটা ইস্তাহারের কথাও ভাবছি। চারদিকে জোর গুজব অশ্লীলতা-সংক্রান্ত আইনের সংশোধনের জন্য একটা আবেদনপত্র তৈরি হয়েছে। হাজার-হাজার সই পড়ছে তাতে।

তরুণ কবি। সংশোধন মানে—আরো কড়া আইন। আরো কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা। এর উত্তরে আমরা দাবি করবো ঐ আইন বরবাদ হ'য়ে যাক।

অধ্যাপক। অতটা বললে কেনো কাজ হবে না। বরং বলা যাক—অশ্লীলতা বিষয়ে একটি তদন্ত-কমিশন বসানো হোক। আপনি কী বলেন? (*প্রবীণ লেখক জবাব দিলেন না।*) না কি বিচারের পদ্ধতি বদলাবার প্রস্তাব করলে ভালো হবে? (*প্রবীণ লেখক জবাব দিলেন না।*) আমি কাল একটা খশড়া করতে বসেছিলাম, কিন্তু—এই যে, আমাদের আইনজ্ঞ বন্ধু এসে গেছেন। বাঃ, একেবারে সস্ত্রীক। আসুন। বসুন।

[ব্যারিস্টার ও ব্যারিস্টার-পত্নীর প্রবেশ। ব্যারিস্টারের হাতে কয়েকটা বই।]

ব্যারিস্টার (*ব'সে, সকলের দিকে তাকিয়ে*)। আমার দেরি হ'লো এই বইগুলো দেখে নিচ্ছিলাম আসার আগে। আপনারা কি খশড়া লিখতে শুরু করেছেন?

অধ্যাপক। আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমার হঠাৎ মনে হ'লো, 'অশ্লীলতা' কথাটাই ধোঁয়াটে। বলুন তো, আমাদের পীনাল কোডে ওর সংজ্ঞার্থটা ঠিক কী?

ব্যারিস্টার। সংজ্ঞার্থ? মানে ডেফ্‌নিশন? সে-ই তো মুশকিল। কোথাও কোনো ডেফ্‌নিশন নেই। কোনো দেশেই নেই মনে হচ্ছে। একবার জেনিভায় একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক বসেছিলো; তাতে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয় আমাদের ২৯২ নম্বর ধারার সেটাই ভিত্তি। কিন্তু সেখানেও অশ্লীলতাকে ডিফাইন করার কোনো চেষ্টা হয়নি।

তরুণ কবি। আশ্চর্য! খুন, ডাকাতি, চুরি, জোচ্চুরি—এগুলো যে কী তা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু অশ্লীলতা, যার জন্য জরিমানা হ'তে পার, জেল হ'তে পারে, সেটা যে কী, তা আইনকর্তারাও বলতে পারেন না!

ব্যারিস্টার। আর-একটা পয়েন্ট: যা-কিছু ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত—হোক ছবি মূর্তি নাচ গান নাটক বই অঙ্গভঙ্গি—তার ওপর এই আইনের কোনো এক্তিয়ার নেই।

অধ্যাপক। (*সকৌতুকে হেসে*)। জয় মা কালী! তোমাকে কেউ ছুঁতে পারবে না।

তরুণ কবি। আমি বলবো এটা অত্যন্ত অন্যায়। যদি কালীমূর্তিতে কোনো দোষ না থাকে, তাহ'লে কেন—

অধ্যাপক। সর্বনাশ। অমন কথা ভুলেও মুখে এনো না। তাহ'লে কোন না একদিন লোকসভার কোনো সদস্য প্রস্তাব আনেন, কোনারক খাজুরাহোর মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলা হোক।

ব্যারিস্টার। বৈজ্ঞানিক বলা যেতে পারে, এমন বই বা ছবিও আইনের মধ্যে পড়ে না।

অধ্যাপক। কিন্তু 'মাদাম বভারি'ও বৈজ্ঞানিক ধরনে লেখা। তবু ও-বই নিয়ে মামলা হয়েছিলো ফ্রান্সে।

তরুণ কবি। সর্বনাশ! ও-কথা কারো কানে তুলে দেবেন না যেন। তাহ'লে কোন না একদিন ফ্লোবের আমাদের দেশে নিষিদ্ধ হ'য়ে যান।

ব্যারিস্টার (*নিজের কথাব জের টেনে*)। তাছাড়া, আমাদের পীনাল কোড ইংরেজিতে লেখা; সেখানে যার নাম 'অবসীনিটি', আমরা তাকেই 'অশ্লীলতা' বলছি। দুটো জিনিশ কি অবিকল এক?

অধ্যাপক (*সহাস্যে ও ঈষৎ সগর্বে*)। আ! তাহ'লে দেখা যাচ্ছে সবই শেষ পর্যন্ত সেমানটিক্স-এর তর্ক!

ব্যারিস্টার। আমার কৌতূহল হ'লো 'অবসীন' কথাটার ব্যুৎপত্তি জানার জন্য। কিন্তু আমার অভিধান বলছে—'origin unknown'!

অধ্যাপক। (*উঠে, বইয়ের শেলফের সামনে দাঁড়িয়ে*) শর্টার অক্সফোর্ডটা দেখা যাক। (একটা মোটা বই নামিয়ে, বই থেকে প'ড়ে) '—obbscene—from Latin *obscenus*, etymology unknown.' আশ্চর্য! (*অধ্যাপকের কপালে রেখা পড়লো, তিনি শেলফের বইগুলোর ওপব চোখ চালিয়ে গেলেন।*) এই যে, এরিক পাট্রিজ। (*আর-একটা মোটা বইয়ের পাতা উল্টে, সহাস্যে*) পেয়েছি। ইনি দুটো সম্ভবপর ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন। (*বই থেকে প'ড়ে*) perhaps *ob scaena*, less likely *ob caenum.* প্রথমটার মানে দাঁড়ায় off scene বা off stage. অর্থাৎ যা রঙ্গমঞ্চে দেখাবার যোগ্য নয়। (*সরবে হেসে*) তাহ'লে দেখা যাচ্ছে প্রাচীন গ্রীকদের মতে হত্যা, আত্মহত্যা, যুদ্ধ—এই সবই ছিলো অবসীন।

তরুণ কবি। কিন্তু সুস্থ, সুগঠিত, নগ্ন নারী ও পুরুষের দেহ তাঁদের চোখে ছিলো গৌরবময়। সুসভ্য গ্রীক।

অধ্যাপক। আর অন্যটা—লাতিন 'caenum' তার মানে পাঁক, নোংরা, কিন্তু পাট্রিজ সেটাকে 'less likely' বলছেন।

তরুণ কবি। 'অশ্লীল' আসছে 'অ-শ্রীল' থেকে, অর্থাৎ যা অসুন্দর তা-ই অশ্লীল্।

কিন্তু আমাদের নির্বাচিত সদস্যেরা যখন পৌরসভা বা বিধানসভার পবিত্র মন্দিরে মেছোনির মতো কোঁদল চালান, সেই আচরণকে কেউ অশ্লীল বলে না।

ব্যারিস্টার। না, বলে না। অন্য কোনোরকম কুশ্রীতাই আইনের চোখে 'অ-শ্রীল' নয়। স্পষ্ট কোনো ডেফনিশন কোথাও না-থাকলেও আইনের লক্ষ্যটা কী তা আমরা সকলেই জানি। আর-কিছু নয়—শুধু যৌনতার প্রকাশই অবসীন বা অশ্লীল।

তরুণ কবি। (*সরবে হেসে উঠে*) যৌনতার প্রকাশ! তাহ'লে 'সদ্ভাবশতক' ছাড়া কেউ কিছু লিখবে না?

ব্যারিস্টার (*গম্ভীরভাবে*)। কথা নিয়ে খেলা ক'রে লাভ নেই, সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে কোনটা আপত্তিজনক, বা আপত্তিজনক হ'তে পারে, সেটাই আমাদের বিবেচ্য।

ব্যারিস্টার-পত্নী। আমি একটা কথা বলতে পারি কি? একজন মহিলা হিসেবে, সন্তানের মা হিসেবে—

ব্যারিস্টার। (*ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে*) তুমি একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবেই কথা বলতে পারো।

ব্যারিস্টার-পত্নী। (*দৃঢ় স্বরে*) আমার কাছে প্রশ্নটা খুব সহজ। যে-বই প'ড়ে বা যে-ছবি দেখে মনে কদর্য ভাব জাগে, সেটাই অশ্লীল।

তরুণ কবি। 'কদর্য ভাব' কাকে বলছেন?

ব্যারিস্টার-পত্নী (*একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ে*)। বলতে বাধ্য হচ্ছি আজকাল অনেক বই প'ড়ে আমার নোংরা লাগে, গা-ঘিনঘিন করে, বমি পায়।

তরুণ কবি। বমি পায়—অথচ পড়েন! আশ্চর্য!

[ব্যাবিস্টার-পত্নী ঈষৎ লাল হলেন, ব্যারিস্টার মৃদু কাশলেন।]

অধ্যাপক (*মধ্যস্থ হ'য়ে*)। আমরা জানতে চাই, ঠিক কোন ধরনের বর্ণনাকে আপনি কদর্য বলছেন। দু-একটা উদাহরণ দেবেন কি?

ব্যারিস্টার-পত্নী। মাপ করবেন, সে-সব আমি মুখে আনতে পারবো না। তবে আমি যা বুঝি তা এই। সে-লেখাই ভালো, যা প'ড়ে মনে সৌন্দর্যের অনুভূতি হয়, তার বিষয় যা ই হোক, বা যে ধরনের বর্ণনাই তাতে থাক না। যে-লেখা শুধু শরীরটাকে খুঁচিয়ে তোলে, মনকে জাগায় না, সেটাই বোধহয় 'অশ্লীল' পর্যায়ে পড়ে। (*প্রবীণ লেখককে*) আপনি কী বলেন?

প্রবীণ লেখক। (*তিনি এতক্ষণ সোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট টানছিলেন এইবার সোজা হ'য়ে বসলেন*)। চমৎকার বলেছো রমলা, খুব একটা সম্ভ্রান্ত মত বলেছো। কিন্তু কোন লেখা সুন্দর আর কোনটা নয়, তা আমরা কী ক'রে জানবো? কে ব'লে দেবে?

ব্যারিস্টার-পত্নী (*আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে*)। ব'লে দেবে আমার মন।

প্রবীণ লেখক। ঠিক! ঠিক বলেছো! কিন্তু জনে-জনে মনও আলাদা। ভগবানের দয়ায় আমরা সুইফটের সচ্চরিত্র অশ্ব-সমাজ নই; সকলেই একরকম ভাবি না। যত সমস্যা তা-ই নিয়ে, আবার জীবনের লবণও সেইটে। যেখানে সব বিষয়ে সব সময় সকলেই একমত, তার চেয়ে ভয়াবহ স্থান আর কী হ'তে পারে?

ব্যারিস্টার-পত্নী। আপনি বিষয়ান্তরে চ'লে যাবেন না—আপনার নিজের কী মনে হয়, বলুন। কেউ-কেউ আজকাল এমনও বলছে যে অশ্লীল ব'লে কিছু নেই। আপনিও কি তা-ই বলেন?

প্রবীণ লেখক। আমি কী বলি না বলি, তাতে জগতের কী এসে যায়? ধরো, আমার মতে 'লেডি চ্যাটার্লিজ় লভার' পড়লে এক ধরনের চিত্তশুদ্ধি ঘটে, কিন্তু দেশে-বিদেশে অনেকে তার নাম শোনামাত্র শিউরে উঠবেন।

ব্যারিস্টার-পত্নী। হ'তে পারে 'লেডি চ্যাটার্লিজ় লভার' উঁচুদরের সাহিত্য, কিন্তু 'ফ্যানি হিল্' বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

প্রবীণ লেখক। 'ফ্যানি হিল্'? বেশ প'ড়ে ওঠা যায়। ভিক্টরিয়ান ইংলণ্ডের ওপর মজার ঠাট্টা একটা।

ব্যারিস্টার-পত্নী। 'ট্রপিক অব ক্যানসার'?

প্রবীণ লেখক। জীবনের ক্লান্তি—পুনরুক্তি—অর্থহীনতা—এরই একটা রূপক বলা যায় উপন্যাসটিকে।

ব্যারিস্টার-পত্নী। 'লোলিটা'?

তরুণ কবি। (*মহিলাটিকে*)। ওরেব্বাবা, আপনি দেখছি সব পড়েছেন!

ব্যারিস্টার-পত্নী (*তরুণ কবিকে গ্রাহ্য না-ক'রে*)। বলুন।

প্রবীণ লেখক। ইংরেজি ভাষার ব্যবহার অসাধারণ। কনরডের পরে নাবোকভই বোধ প্রথম বিদেশী, যিনি ইংরেজের ওপর তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ দিতে পেরেছেন।

অধ্যাপক (*নিশ্বাস ছেড়ে*)। আ! তাহলে সবই শেষ পর্যন্ত স্টাইলের প্রশ্ন।

ব্যারিস্টার-পত্নী। আপনি কি ও সব বই কোনো দশ বছরের মেয়ের হাতে দেবেন?

প্রবীণ লেখক (*ব্যারিস্টারকে*)। খুব যোগ্য স্ত্রী পেয়েছো, রণেন! (*ব্যারিস্টার মৃদু কাশলেন।*) জেরা করতে ওস্তাদ।

ব্যারিস্টার-পত্নী (*ঈষৎ সলজ্জভাবে*)। কিছু মনে করবেন না। আমি আপনার উত্তর শুনতে চাই।

প্রবীণ লেখক। দশ বছরের মেয়ে ওর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝবেই না!

ব্যারিস্টার-পত্নী। ষোলো বছরের ছেলেকে?

প্রবীণ লেখক। আমি লুকোবো না, বারণ করবো না। যে যা পড়তে চায় খোলাখুলি পড়াই ভালো।

ব্যারিস্টার-পত্নী। আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বলবেন এ-সব বইয়ে অপরিণত ছেলেমেয়েদের ক্ষতি হবাব কোনো আশঙ্কা নেই।

প্রবীণ লেখক। কী-রকম ক্ষতি ?

ব্যারিস্টার-পত্নী। (*ঈষৎ বিব্রত*) মানে—ধরুন—যে-সব বই—যে-সব বই শারীরিকভাবে নাড়া দেয়—

প্রবীণ লেখক। যেমন মহাভারত ? যেমন হোমার ? যেমন শেক্সপিয়র ? আমার যখন ষোলো বছর বয়স আমি একদিন রাত জেগে শেক্সপিয়রের 'ভেনাস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস' পড়েছিলাম। পড়তে-পড়তে যেন আগুন ছড়িয়ে পড়েছিলো আমার শরীরে। (ব্যারিস্টার-পত্নী সলজ্জভাবে মাথা নিচু করলেন।) কিন্তু কই, আমার তো কোনো ক্ষতি হ'লো না। আমি ব'খেও গেলাম না, ম্যাট্রিকে স্কলার্শিপও পেলাম।

ব্যারিস্টার-পত্নী। সব ছেলে আপনার মতো নয়। কী ক'রে জানেন অন্য ছেলেরা ব'খে যাবে না ?

প্রবীণ লেখক। ব'খে যাবাব আর কি কোনো কারণ নেই ?

[একটু চুপচাপ।]

ব্যারিস্টার। (*গলা-খাঁকারি দিয়ে*)। আইনের কথায় ফিরে আসা যাক। সুপ্রীম কোর্ট কী বলছেন, শুনুন। (*চিহ্ন-দেয়া পাতায় একটা বই খুলে*) 'অশ্লীলতার প্রশ্ন উঠলে এক বইয়ের সঙ্গে অন্য বইয়ের তুলনা করার কোনো দরকার নেই। সাহিত্যিকদের মতামতও অবান্তর, কেননা সিদ্ধান্ত নেবেন শেষ পর্যন্ত বিচারকরাই।' অতএব শেক্সপিয়ব ইত্যাদির কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। কোনো বই 'উঁচু দরের সাহিত্য' কিনা, তার স্টাইল উৎকৃষ্ট কিনা, কোনটা 'ওঅর্ক অব আর্ট' আর কোনটা নয়, এ-সব তর্ক একদম অকেজো। বরং তাতে উল্টো ফল হ'তে পারে। ইংলণ্ডে যখন 'ওয়েল অব লোনলিনেস'-এর মামলা উঠলো, তখন একদল জোর গলায় বললেন, বইটা খুব সুলিখিত। বিচারক জবাব দিলেন, 'তাহ'লে তো আরো বেশি পাঠক আকৃষ্ট হবে। আরো বেশি ভয়ের কথা!'

তরুণ কবি (*চেঁচিয়ে উঠে*)। বরবাদ হোক আইন। বরবাদ! বরবাদ!

অধ্যাপক (*গম্ভীর গলায়*)। সংশোধন নিশ্চয়ই দরকার। কোনদিক থেকে প্রস্তাবটা আনা যায় ভাবছি। (*একটু ভেবে*) আমাদের সমাজ অনেক বদলে গেছে, জীবন অনেক বদলে গেছে, সে-অনুপাতে আইনেও বদল দরকার : এ-ভাবে বললে কেমন হয় ?

ব্যারিস্টাব। কিন্তু আইনের ভাষাটা তো তেমন জরুরি নয়, প্রয়োগই আসল। সময়

বুঝে, দেশ বুঝে, সমাজের অবস্থা বুঝে, বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গি আপনিই কিছুটা বদলে যায়। এককালে মারী স্টোপস-এর বই আয়র্লণ্ডে নিষিদ্ধ ছিলো, ইংলণ্ডে একবার অ্যানি বেসাণ্ট আদালতে সাজা পেয়েছিলেন জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচার করার জন্য—

ব্যারিস্টার-পত্নী। অ্যাঁ? সত্যি?

তরুণ কবি। বলেন কী!

ব্যরিস্টাব-পত্নী। আশ্চর্য!

অধ্যাপক। সমাজসেবিকা মারী স্টোপস! মহীয়সী অ্যানি বেসাণ্ট!

ব্যারিস্টার। —আর আজ ভারতের মতো সনাতনী দেশ পরিবার-পরিকল্পনার পোস্টারে ছেয়ে গেছে!

তরুণ কবি। কিন্তু তাই ব'লে সময়ের ওপর বরাদ্দ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। আজকের দিনে পরিবর্তনের বেগ অনেক বেড়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে বিচারের পদ্ধতিটাই ভুল। আমরা জুরির বিচার দাবি করবো।

অধ্যাপক। এটা বেশ ভালো প্রস্তাব। সাহিত্যিক, অধ্যাপক, সমালোচক—এঁদের থেকে জুরি বেছে নিলে সুফল হ'তে পারে।

প্রবীণ লেখক (*দ্রুত ভঙ্গিতে দু-হাত তুলে*)। তোমরা কি পাগল হ'লে! ফক্করাবাদে যাঁবা হামলা করলেন তাঁরাও তো ছিলেন সাহিত্যিক, অধ্যাপক, সমালোচক! মনে নেই 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর মামলা? স্যাং-ব্যভ কি কড়ে আঙুলটি তুলেছিলেন বোদলেয়ারের সপক্ষে? কেউ তো শেক্সপিয়র কালিদাসের নামে মামলা আনবে না। কিন্তু যে-বই এইমাত্র বেরোলো, তাকে বিশ্বাস কী?

অধ্যাপক। আপনি কি তাহ'লে বিচারকদের হাতেই সব দায়িত্ব ছেড়ে দিতে রাজি?

প্রবীণ লেখক। আমি তাতে কোনো দোষ দেখি না।

অধ্যাপক (*গম্ভীরভাবে*)। আমাদের ভয় হচ্ছে আপনি এস্টাব্লিশমেণ্টের দিকে চ'লে যাচ্ছেন।

তরুণ কবি। জজসাহেবেরা আইনজ্ঞ, কিন্তু সাহিত্যের তাঁরা কী বোঝেন?

ব্যারিস্টার-পত্নী (*তক্ষুনি প্রতিবাদ ক'রে*)। এটা কিন্তু ঠিক কথা হ'লো না! আইন জানলে সাহিত্য বুঝবে না তার কী মানে আছে?

ব্যারিস্টার (*মৃদু কেশে, বইয়ে চোখ ফেলে*)। এটা শুনুন। 'আজকের জগতে, যেখানে প্রলোভন এত বেশি, সেখানে অ্যারিস্টোফেনিস বা জুভেনাল না-পড়লেই একজন ভদ্রসন্তান সচ্চরিত্র থাকবেন, এ-কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব।' কথাটা বলেছিলেন টমাস ব্যারিংটন মেকলে, একজন আইনের দিকপাল। ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে যাঁরা বিচারপতি, ধ'রে নেয়া যায় তাঁরা স্কুলে-

কলেজে হোরাস, ওভিদ, কাতুল্লুস পড়েছিলেন, স্কুলের বাইরে আপুলেউস ও পেত্রনিয়ুসকেও বাদ দেননি, হয়তো সাফোর লাইন গ্রীক ভাষায় আওড়াতেও পারেন। অথচ তাঁরাই কেন 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' বা 'ইউলিসিস' দেখে চমকে ওঠেন ভেবে পাই না।

প্রবীন লেখক। সহজ কথা! ভয়টা তো অশ্লীলতার নয়, নতুনের। নতুনের ভয়—সবচেয়ে পুরোনো ভয় মানুষের। নিখিল-কামুক কালিদাসকে প্রতিদিন পেন্নাম ঠুকছি আমরা, ওভিদের যৌনতত্ত্ব নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুঁথি লিখছি — কিন্তু একজন নতুন ওভিদ! কোনো-এক টাটকা বিশশতকী 'অদিসি'। —সর্বনাশ।

ব্যারিস্টার-পত্নী। কিন্তু আপনি কি বলবেন যা-কিছু নিয়ে আপত্তি ওঠে, তা-ই আর-একটি 'ফ্ল্যর দ্যু মাল', আর-একখানা 'ইউলিলিস'?

প্রবীণ লেখক। কে ব'লে দেবে?

ব্যারিস্টার-পত্নী। আপনি কি সাহিত্য আর পর্নোগ্রাফিতে কোনো তফাত করবেন না?

প্রবীণ লেখক। কে ব'লে দেবে?

ব্যারিস্টার-পত্নী। আপনি কি বলছেন এমন কোনো আদর্শই নেই, যা দিয়ে যাচাই করা যায়?

প্রবীণ লেখক। পুরোনো বই হ'লে—নিশ্চয়ই। কিন্তু নতুন। কে ব'লে দেবে সে কী কেমন —ভবিষ্যৎ ছাড়া!

ব্যরিস্টার-পত্নী। তাই ব'লে আপনি বাজে বই চলতে দেবেন?

প্রবীণ লেখক। লক্ষ-লক্ষ বাজে বই চলছে পৃথিবী ভ'রে। কী এসে যায়?

ব্যারিস্টার-পত্নী। (*অসহিষ্ণু ভঙ্গি ক'রে*) আমি বিশেষ এক ধরনের বইয়ের কথা বলছি।

প্রবীণ লেখক। যদি বাজেই হয় তাহ'লে আর দুশ্চিন্তা কেন? টুপ ক'রে ডুবে যাবে দু-দিন পরে। তোমার আমার সাহায্যের দরকার হবে না।

ব্যারিস্টার-পত্নী। আপনি একজন নামজাদা লেখক, আপনার কথা অনেকেই কানে তোলে। আপনার কি সমাজের কাছে কোনো দায়িত্ব নেই?

প্রবীণ লেখক (*দু হাত তুলে*)। রক্ষে করো। নিজের লেখা নিয়েই ফাটাফাটি, তার ওপর আবার পরের ব্যাপারে নাক গলানো।

[একটু চুপচাপ।]

তরুণ কবি। আমরা আপনার গয়ংগচ্ছ নীতি মানি না।

অধ্যাপক। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্বীকার করছেন। সমালোচনাকে অস্বীকার করছেন।

তরুণ কবি। প্রপ্যাগ্যাণ্ডার মূল্য অস্বীকার করছেন।

ব্যারিস্টার-পত্নী। আপনি ভুলে যাচ্ছেন লেখকরাও সামাজিক জীব।

অধ্যাপক। ভুলে যাচ্ছেন সমালোকচরা রুচি বদলে দিতে পারেন।

তরুণ কবি। ভুলে যাচ্ছেন শিল্পীরা হলেন সমাজের বিবেক।

ব্যারিস্টার। আমরা আমাদের প্রসঙ্গ থেকে দূরে স'রে আসছি। (*ঘড়িতে চোখ ফেলে*) আমাকে একটু পরেই উঠতে হবে।

অধ্যাপক। এতক্ষণ ধ'রে কথা ব'লেও কোনো মীমাংসায় পৌঁছনো গেলো না।

তরুণ কবি। আমি তাই বলি: তর্ক-ফর্ক বাজে—যা করবার বুলেটের মতো ক'রে ফেলতে হয়।

অধ্যাপক (*প্রবীণ লেখককে, ঈষৎ নৈরাশ্যের সুরে*)। আর-একবার বলছি আপনাকে—আমাদের ইস্তাহারের খশড়াটা নিয়ে একটু ভাববেন ? আমরা না-হয় পরে আবার আসবো।

প্রবীণ লেখক। তোমাদের আর পাঁচ মিনিট সময় হবে কি ? তাহ'লে কয়েকটা লাইন প'ড়ে শোনাই।

[অন্যদের চাঞ্চল্য। 'বাঃ, আপনি লিখে ফেলেছেন!' 'চমৎকার!' 'এতক্ষণ বলেননি কেন ?' 'তাহ'লে তো আর কথাই নেই!' ইত্যাদি মন্তব্য।]

প্রবীণ লেখক (*উঠে, টেবিলের দেরাজ থেকে একটা খাতা বের ক'রে*)। লেখাটা কিন্তু শেষ হয়নি। আরম্ভটা তোমাদের পছন্দ হয় কিনা দ্যাখো।

তরুণ কবি। তাহ'লে কাল থেকেই সিগনেচার ক্যাম্পেন শুরু ক'রে দেবো।

অধ্যাপক। কাগজে আমাদেরটা আগে বেরিয়ে গেলে চমৎকার হবে।

প্রবীণ লেখক। আগে শুনে নাও। (*খাতা খুলে পড়তে লাগলেন।*) 'সম্প্রতি বাংলাদেশে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন চলছে আমরা তার পক্ষপাতী নই।—'

তরুণ কবি। —'পক্ষপাতী নই'। অত নরম ক'রে বলতে চাই না আমরা!

অধ্যাপক। শোনা যাক না।

প্রবীণ লেখক। (*প'ড়ে*) 'পক্ষপাতী নই এই কারণে যে বিষয়টির গুরুত্ব ও ব্যাপ্তির তুলনায় এই আন্দোলন ভীরু, মৃদু, দুর্বল, সীমিত ও অত্যধিক সহনশীল। এর হোতা, উদগাতা, যাজক বা বটুকবৃন্দ—'

তরুণ কবি। এ আবার কী ?

অধ্যাপক। প্রতিবাদের মতো শোনাচ্ছে না তো।

ব্যারিস্টার। শোনা যাক।

প্রবীণ লেখক (*প'ড়ে*)। '—যাজক বটুকবৃন্দ, কারোরই ধারণা নেই, তাঁরা যে-শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছেন তা কত দুর্ধর্ষ, সূক্ষ্মগামী, শাঠ্যনিপুণ, দুর্গম ও পরাক্রান্ত। তাকে ধ্বংস করতে হ'লে কোনো খণ্ডযুদ্ধ যথেষ্ট নয়, বিপুলতম বৈশ্বিক যুদ্ধ চাই।'

তরুণ কবি। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন—

অধ্যাপক। আমার মনে হচ্ছে—

ব্যারিস্টার। শেষ পর্যন্ত শুনে নিন, তারপর মতামত দেবেন।

প্রবীণ লেখক (*প'ড়ে*)। 'অশ্লীলতা কাকে বলে তা নিয়ে আমরা তর্ক করবো না; আমাদের কাছে তার সংজ্ঞার্থ খুব স্পষ্ট। যা-কিছু জীবের যৌন প্রক্রিয়াকে অনাবৃতভাবে বা অশোভনভাবে বা উদ্দীপকভাবে প্রকাশ করে, আমরা তাকেই অশ্লীল বলছি। মনে রাখতে হবে এই যৌনবৃত্তি মৌলিক, আদিম, সনাতন, সর্বজনীন, আবহমান। শুধু অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরী অথবা শুধু যুবক-যুবতীরাই নয়, বয়স্ক প্রৌঢ়গণও এর অধীন, এমনকি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারাও এর সংক্রাম থেকে মুক্তি পান না। কয়েকখানা সাম্প্রতিক পুস্তক নিষিদ্ধ ক'রে দিলেই অবাঞ্ছিত বা অবৈধ যৌন উত্তেজনার আশঙ্কা তিরোহিত হবে, এ-কথা যাঁরা ভাবেন তাঁরা ভ্রান্ত, দৃষ্টিহীন, নির্বোধ, মোহচ্ছন্ন।'

তরুণ কবি। (*সহাস্যে*) বুঝেছি—এটা রসিকতা।

অধ্যাপক। (*সহাস্যে*) আমি বলবো—বিদ্রূপ।

ব্যারিস্টার। কিন্তু—প্র্যাকটিকল হবে কি?

তরুণ কবি। পড়ুন। আমরা শুনছি।

প্রবীণ লেখক (*প'ড়ে*)। 'এ ভীমবল মহাশত্রুকে নিপাত করতে হ'লে আরো ব্যাপক কর্মসূচি চাই। আরো ব্যাপক, আরো বিরাট, আরো দূরস্পর্শী, আরো ক্ষমাহীন। আমাদের প্রথম প্রস্তাব: জগতের সব শিল্পকলা নিষিদ্ধ বা বিনষ্ট বা লুক্কায়িত বা অবগুণ্ঠিত হোক। সব সাহিত্য, সব চিত্র, সব মূর্তি, সব অলংকৃত মন্দির। আর্টের ওজুহাতে যেন নিস্তার না পান শেক্সপিয়র বা কালিদাস, রুবেন্স বা বতিচেল্লি। ইতিহাসের ওজুহাতে যেন নিস্তার না পায় মহাভারত বা কথাসরিৎসাগর বা আরব্যোপন্যাস। ধর্মের ওজুহাতে যেন নিস্তার না পায় চতুর্বেদ বা হোলি বাইবেল বা কোনারক-মন্দির বা সিস্টিন চ্যাপেল। বাহুল্য বোধে জয়দেব অথবা বৈষ্ণব কবিদের উল্লেখ করছি না। আমরা গভীরভাবে চিন্তা ক'রে দেখেছি: এই পাপের আচ্ছাদন ও প্রশ্রয়দাতা ধর্ম যে-ভাবে হ'তে পারে এবং হ'য়ে এসেছে, সে-তুলনায় সাধারণ সাহিত্যের ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর। যাঁরা নগ্নতার অপসারণের জন্য সচেষ্ট, তাঁরা কি এ-বিষয়ে অবহিত আছেন যে বহুচিত্রিত আদম ও ঈভা বসনমুক্ত এবং হরপ্রিয়া পার্বতীও ভিক্টরিয়ান জ্যাকেট-ধারিণী মহিলা নন? বেশি আর কথা কী, অসংখ্য হিন্দু নর-নারী শিবলিঙ্গের পূজা ক'রে থাকে, এবং শিব-শক্তি বা যম-যমী নামে প্রচলিত যুগলমূর্তিসমূহ—যা স্পষ্টভাবে, উগ্রভাবে, উদ্ধতভাবে, অকুণ্ঠভাবে স্ত্রী-পুরুষের যৌন-ক্রিয়ার চিত্ররূপ—তারও উপাসকবৃন্দ কন্যাকুমারিকা থেকে তিব্বত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে! এর চেয়ে গর্হিত, লজ্জাকর, ভয়াবহ, লোমহর্ষক অবস্থা আর কী হ'তে পারে? অতএব আমাদের প্রস্তাব

দেবদেবীদের সংহার করা হোক; মূর্তি, মন্দির, প্রতিমা, পট, গ্রন্থ, সংগীত, পদাবলি, কথকতা, যাত্রা, কীর্তন ইত্যাদি সমুদয় অবলম্বন নিয়ে ধর্ম অবলুপ্ত হোক।'

[অধ্যাপক ও তরুণ কবি একসঙ্গে হেসে উঠলেন।]

ব্যারিস্টার-পত্নী। আপনার ঠাট্টা কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অতটা বললে কিছুই বলা হয় না।

অধ্যাপক। এক ধরনের লজিক আছে কিন্তু। সত্যি তো, যদি বই প'ড়ে কারো চরিত্র খারাপ হ'তে পারে, তাহ'লে মহাভারত প'ড়েই বা তা হবার বাধা কী?

তরুণ কবি। শোনা যাক। শেষ পর্যন্ত শোনো যাক।

প্রবীণ লেখক (প'ড়ে) 'অনেকে মনে করেন ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদির পরিবর্তে বিজ্ঞানেব চর্চা বাড়ালে অশ্লীলতা-রূপ বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হবে। কিন্তু আমাদের মতে এই ধারণাও ভ্রান্ত। কোনো-কোনো বিজ্ঞানেও যৌনতাচর্চাব প্রচুর অবকাশ আছে: যেমন, নৃতত্ত্ব, শরীবতত্ত্ব প্রাণতত্ত্ব, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা—ফ্রয়েড-প্রবর্তিত মনস্তত্ত্বের কথা কিছু না-ই বললাম। ভূগোল—যা প্রতি বিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য, তারই বা আলোচ্য বিষয় কী? পর্বত—উপত্যকা—নির্ঝরিণী—উষ্ণ প্রস্রবণ—আগ্নেয়গিরি; কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না এগুলো সুস্পষ্ট যৌন চিত্রকল্প, যার প্রভাব—অন্তত সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের পক্ষে—অত্যন্ত ক্ষতিকব হ'তে পারে। এমনকি জ্যামিতি—যাকে অনেকে ভাবেন বিশুদ্ধ ও নিরঞ্জন—তাতেও আছে ত্রিভুজ, বৃত্ত, লম্বরেখা, শয়ান রেখা, অবতল ও উত্তলের ধারণা এবং চিত্ররূপ, যার ইঙ্গিত তর্কাতীতরূপে যৌন। অতএব আমাদের মতে বিজ্ঞানও পরিহার্য।'

[অধ্যাপক ও তরুণ কবি হেসে উঠলেন। ব্যারিস্টার ও ব্যারিস্টাব-পত্নী ভুরু কুঁচকোলেন।]

ব্যারিস্টাব-পত্নী। বড্ড বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে।

ব্যাবিস্টার। কিছু মনে করবেন না। একেই বলে অ্যাবসার্ড।

অধ্যাপক। এক ধরনের লজিক আছে কিন্তু।

তরুণ কবি। আপনি পড়ুন। বেশ ভালো লাগছে।

প্রবীণ লেখক (প'ড়ে)। 'এখন কথা হচ্ছে: কোনো যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ যদি ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানকে নিধন করতে পারেন, তাহ'লেও থাকবে যৌনতার অজস্র জীবন্ত উদাহরণ: পশু, পাখি, তৃণ, বৃক্ষ ইত্যাদি। কল্পনা ক'রে দেখুন কুকুর ও কুক্কুরীগণের ব্যভিচার; রাজপথে, গৃহস্থের প্রাঙ্গণে, প্রকাশ্যে, দিবালোকে, বালক-বালিকার দৃষ্টির সামনে, মাতা পুত্র ভ্রাতা ভগ্নী শ্বশুর পুত্রবধূর চোখের সামনে, তারা কি নির্লজ্জভাবে কামকেলিতে

মত্ত হচ্ছে না? জগৎ ভ'রে কে না দেখেছে কুক্কুট, পারাবত ও চটকপক্ষীর তৃপ্তিহীন লাম্পট্যের দৃশ্য, জোনাকির যৌন আলোকবিন্দু, ময়ূরের যৌন নৃত্য, কে না শুনেছে বসন্তকালে পুংস্কোকিলের কামাতুর চীৎকার? ফুল, যা বৃক্ষের যৌনাঙ্গ, এক অগুপ্ত উভলিঙ্গ উচ্ছ্বাস—তার মতো অশ্লীল আর কী আছে? অথচ এই ফুল, ময়ূর, পায়রা, কোকিল —এ-সব নিয়েই কত কাব্য, কাহিনী, সংগীত, ভাবোন্মাদনা, মানুষ এদেরই রমণীয় ব'লে ধারণা ক'রে থাকে—এমনি পাপিষ্ঠ মানববংশ। কেউ চিন্তা ক'রে দ্যাখে না যে মাতা, পিতা, সন্তান, শিশু—এই সব শব্দের অন্তরালে আছে প্রজনন ও জন্ম, অতএব এরা কুৎসিত ও অনুচ্চারণীয়।—'

ব্যারিস্টার-পত্নী। (*তীব্র, নিচু গলায়*) ছি!

অধ্যাপক। আমার মনে প'ড়ে যাচ্ছে ডি. এইচ. লরেন্স একবার বলেছিলেন—'To the puritan everything is impure.'।

ব্যারিস্টার-পত্নী। তাই ব'লে মা, বাবা, সন্তান—ছি!

অধ্যাপক। কিন্তু লজিকেলি তা-ই দাঁড়াচ্ছে না কি ব্যাপারটা?

তরুণ কবি। আপনারা তর্ক থামান—লেখাটা শোনা যাক।

প্রবীণ লেখক (*আবার পড়তে লাগলেন*)। 'কেউ চিন্তা ক'রে দ্যাখে না যে জন্ম অশ্লীল, সন্তান অশ্লীল, যৌবন অশ্লীল, জীবন অশ্লীল!—'

ব্যারিস্টার-পত্নী (*তীব্র, নিচু গলায়*)। কোনো মানে হয় না, সত্যি!

প্রবীণ লেখক (*প'ড়ে*)। 'তাই, যাঁরা মাঝে-মাঝে শুধু কোনো-কোনো সাম্প্রতিক পুস্তক বা লেখকের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক'রে থাকেন, তাঁদের আচরণ আমাদের মতে উপহাস্য, অন্তঃসারশূন্য, অর্থহীন। আমরা যারা নিগূঢ়তম অর্থে অশ্লীলতার বিরোধী, আমরা সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করি: "আগত হও, কল্কি-অবতার, ত্রাণ করো। এসো, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এসো, মুক্তিদাতা আণবিক বোমা!" (*পড়া থামিয়ে*)— এই পর্যন্ত লিখেছি।

ব্যারিস্টার-পত্নী। তৃতীয় যুদ্ধের কথাটা কী ক'রে এলো বুঝলাম না।

অধ্যাপক (*মৃদু হেসে*)। সেটা বুঝলেন না? বোমার বিষে মানুষ বিলকুল বদলে যাবে, যৌনতা ব্যাপারটাই আর থাকবে না, আর সেটাই হবে অশ্লীলতা ব্যাধির চরম চিকিৎসা—তা-ই নয় কি?

ব্যারিস্টার-পত্নী (*নিরাশ ও ঈষৎ রুষ্ট*)। আমরা এবার উঠি তাহ'লে।

ব্যারিস্টার (*তাঁর কণ্ঠস্বরে অস্বস্তি*)। সত্যি কি এটাকেই আপনারা ইস্তাহার করবেন?

তরুণ কবি। তা মন্দ কী। অন্তত একটা আয়না ধরা হবে লম্বকর্ণদের মুখের সামনে। ভালো তো।

প্রবীণ লেখক। এমনিতেও কথাটা খুব নির্দোষ, খুব— কী বলে গিয়ে সচ্চরিত্র, আমার

চাই সম্পূর্ণ সুনীতিপরায়ণ এক জগৎ —এক অন্য গ্রহ।

তরুণ কবি। এক অন্য জগৎ—যেখানে ঘাস নেই, গাছপালা নেই, নেই মাছ, পাখি, পশু, কীট, পতঙ্গ।

অধ্যাপক। বাতাস নেই। জল নেই। মাটি নেই।

প্রবীণ লেখক। বালু, ধাতু, পাথর আর জ'মে-যাওয়া লাভায় তৈরি এক জগৎ।

তরুণ কবি। মানুষ নেই। শুধু আছে লক্ষ-লক্ষ রোবট, লোহা, তামা আর প্ল্যাটিনামে তৈরি। এক অদৃশ্য নপুংসক ঈশ্বর তাঁর বিরাট ল্যাবরেটারিতে অনবরত তৈরি করছেন, পুরোনো হ'লেই ভেঙে ফেলছেন।

প্রবীণ লেখক। রোবট। নিষ্প্রাণ, কর্মিষ্ঠ, অনিদ্র, ক্লান্তিহীন। যকৃৎ নেই। জিহ্বা নেই, হৃৎপিণ্ড নেই, ইন্দ্রিয় নেই, শুক্র শোণিত মল মূত্র কিছুই নেই।

অধ্যাপক। সাধু, নিষ্কলুষ, অপাপবিদ্ধ।

তরুণ কবি। এতদিনে এক আদর্শ জগৎ!

অধ্যাপক। নির্বীজ, নিবিষ, নীরন্ধ্র, নিরাপদ, পবিত্র।

তরুণ কবি। এতদিনে অশ্লীলতার অবসান।

অধ্যাপক। এতদিনে মোক্ষ। এতদিনে নির্বাণ।

প্রবীণ লেখক। শান্তি। শান্তি। শান্তি।

ব্যারিস্টার। কিন্তু এ সব কথায় আইনের কিছু এসে যায় না।

ব্যারিস্টার-পত্নী। ভাগ্যিশ।

বাবু ও বিবি

পা ত্র পা ত্রী

বাবু

বিবি

পল্টু (আপোলো) : একটি বাঁদর

[হোটেলের ঘর। দেয়াল ঘেঁষে খাট, তাতে বালিশে হেলান দিয়ে বাবু ব'সে আছে; তার হাতের কাছে এক তাড়া পোস্টকার্ড-ছবি। জানলা ঘেঁষে আর-একটি খাট, তাতে শুয়ে আছে বিবি, বাবুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে। বিবির পায়ের দিকে ফরাশি জানলা, তার বাইরে ব্যাল্কনি। দুটো খাটের মাঝখানে ছোটো টেবিল, তাতে পড়ার আলো, টেলিফোন, টাইমপীস, খাবার জলের জগ, দু-একটা ওষুধ। বাবুর খাটের গায়ে একটা ছোটো মই হেলানো। জুন মাস রাত প্রায় এগারোটা।]

বিবি (*বিছানায় পাশ ফিরে*)। শুনছো?

বাবু। আমি দেখছি।

বিবি। শুনছো? আলো নেবাও।

বাবু। আমি দেখছি। ভিয়া আপ্পিয়া আন্টিকা। য়ুংফ্রাউ। বসফোরাস। নারা—বুদ্ধ। রটারডাম বন্দর। নত্‌রদাম-এর চত্বর। আমি দেখছি।

বিবি (*মোটা গলায়—তাচ্ছিল্যের সুরে হেসে উঠে*)। বাবু। বেবি। বুবি। পূর্প। ডুডুও খাই তাবাকুও খাই। হুঃ।

বাবু। ছবিতে আরো ভালো। সব দেখেছি—কিন্তু ছবিতে আরো ভালো। পায়রাগুলি কত বেশি পায়রা। আকাশ কত বেশি আকাশ। আসলে বড্ড বড়ো। ধরা যায় না। হারিয়ে যায়। ছবিতে ছোটো। ছবিতে এক—বদল নেই।

বিবি। ঠিক তোমার মাপসই। আন্দাজমতো। যেমন এক রত্তি তুমি, তেমনি।

বাবু। রেমব্রান্ট—তাকিয়ে-থাকা চোখ। মদিলিয়ানি—ন্যুড, আলো, ঝলসানি। ভ্যানগ—ঘূর্ণি হাওয়া। পিকাসোর ক্লাউন। দ্যাখো—দ্যাখো এটা—এসো না এখানে।

বিবি। ক্র্যাপ্‌! আলো নেবাও। আমি নিদ যাবো।

বাবু। অমন মোটা গলায় কথা বলছো কেন?

বিবি (*উৎফুল্ল স্বরে*)। মোটা? সত্যি মোটা হয়েছে আমার গলা? অ—আ—ই—ঈ—(*নিজের গলার আওয়াজ মন দিয়ে শুনে*) সত্যি। ভুণ্ডেরফল্‌! ডাক্তার স্ট্রম্বি জিন্দাবাদ। ডাক্তার স্ট্রম্বি জিন্দাবাদ!

বাবু। হুলো বেড়ালের মতো চ্যাঁচাচ্ছো কেন?

বিবি। আর যা-ই হোক আমি হুলো নই—হবোও না কোনোদিন। (*হা-হা ক'রে হেসে উঠলো।*)

বাবু। বার্সেলোনা। আরিজোনা। সান ফ্রান্‌সিস্কো। ফুল্টন মাছের বাজার।—(*হঠাৎ*) বিবি, আমরা কোথায় আছি এখন?

বিবি (*বাবুকে নকল ক'রে*)। 'আমারা কোথায় আছি?' বাচ্চা। বেবি। নিনকম্পূপ।

বাবু। (*গম্ভীরভাবে—উদ্বিগ্নভাবে*)। বলো না এটা কোন শহর? আমার মনে পড়ছে

না। এদের সব শহর একরকম। সোনা, বলো না।

বিবি। ওয়াক। যে আমাকে সোনা ব'লে তাকে ওয়াক।

বাবু (*আঙুলে কর গুনে-গুনে—চিন্তিতভাবে*)। ন্যুয়র্ক নয়— জানি। বস্টন নয়— জানি। শিকাগো নয়—জানি। ইণ্ডিয়ানাপলিস ? ক্যানসস সিটি ? মিলওয়াকী ? মিনিয়াপলিস ? বলো না এটা কোন শহর ? আমরা কোথায় ?

বিবি। বূর্বক!

বাবু। আচ্ছা—ভেবে দেখি। পোর্টল্যাণ্ড, মেইন ? পোর্টল্যাণ্ড অরেগন ? কলম্বাস, ওয়াহো ? কলম্বিয়া, মিজুরি ?—নাঃ মনে পড়ছে না।

বিবি। ডুম্! অঁবেসীল।

বাবু। নাম—নাম চাই। আমার দম আটকে আসছে—নাম না-জানলে থাকা যায় না কোথাও। নাম ছাড়া সব অচেনা। বলো না, বিবি, এটা কোন শহর ?

বিবি। সীলেনৎসিও! আলো নেবাও। আমি নিদ যাবো।

বাবু। 'নিদ যাবো' বলতে হয় না। 'ঘুমুবো'।

বিবি। আমাকে তুমি শেখাবে ? আমি ছ-টা জবান বলতে পারি ফ্রঁসেজ, ডায়শ, ইতালিয়ানো, ইংলিশ, উর্দু, বাংলা। আমি ঘুরতে-ঘুরতে মুখে-মুখে ভাষা শিখেছি, তুমি শেখোনি। আমার আই. কিউ. তোমার চাইতে অনেক উঁচু।

বাবু। ছ-টা ভাষা বলতে পারো—কোনোটাই ভালো পারো না। যত দেশের নোংরা কথায় তোমার জিভে ফুলঝুরি। আর তোমার বাংলা। জঘন্য! কোন্ কালের ঢাকার জিন্দাবাহারে জন্মেছিলে—এখনো 'অতুল' বলতে পারো না, 'অমৃত' বলতে পারো না।—বলো 'ওতুল,' 'অম্রিত'।

বিবি। আর তুমি—স্যামবাজারের শিনেমাখোর সসীবাবু। নুচি খেয়ে নেপেব তলায় লিদ্রে যাও!

বাবু (*গম্ভীরভাবে*)। আমার দেশ নদীয়া জেলায়। সবচেয়ে ভালো বাংলা বলে সেখানে। আমি চার বছর স্কুলেও পড়েছিলাম।

বিবি। নেমকহারাম। আমি তামাম দুনিয়ায় তোমার হ'য়ে বাৎচিৎ করেছি। একটা ব্লাডি সেণ্ট বেশি পাইনি তার জন্য।

বাবু। কিন্তু আমি—আমিই তো আসল। তোমার টাকা, তোমার নাম-ডাক, তোমার সতেরোবার সাত রাজ্যি ঘুরে বেড়ানো— সবই তো আমার জন্য।

বিবি। ক্র্যাপ্! ভাবছো তুমি একলা হ'লে কোথাও কল্কে পেতে ?

বাবু। কিন্তু হের হোলস্টাইন-রোজেনক্লপফ প্রথম এসেছিলেন আমারই কাছে। আমি তখন গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে পান বেচি। কলকাতায়। আমি আর আমার দিদিমা।

বিবি। কালকুত্তা—ভাইল সিটি!

[টেলিফোন বাজলো]

বিবি (*টেলিফোনে*)। হ্যালো। হ্যারি ?...ওহ্ নো, নট্যাটল। আ'ম ফাইন। জাস্ট ফীলিং ফাইন, হ্যারি।...ইয়া, ইয়া। শিওর...অ্যাট নাইন ও'ক্লক? ও. কে.। ফাইন।...অ্যাট কাফে সান রেমো ? স্প্লেনডিড ?...ইয়া।...ও. কে.। থ্যাঙ্কিউ। ...থ্যাঙ্কিউ এগেন। গুড-নাইট, হ্যারি, গু'-নাইট। (টেলিফোন নামিয়ে) হ্যারি কাল ন-টার সময় আসবে, আমাকে নাইমান-মার্কস-এ নিয়ে যাবার জন্য।

বাবু (*অন্যমনস্কভাবে*)। সেটা আবার কী ?

বিবি (*বাবুর কথাটা লক্ষ না-ক'রে*)। কয়েকটা নতুন ড্রেস চাই আমার। এগুলো সব ছোটো হ'য়ে যাচ্ছে। আর জুতো—আর ব্রা—

বাবু (*চকিত হয়ে*)। এগুলো ছোটো হ'য়ে যাচ্ছে ?

বিবি (*উৎফুল্ল স্বরে*)। দেখতে পাও না ? তুমি কি আমার দিকে তাকাও না কখনো ?

বাবু (*বিবির দিকে একটু তাকিয়ে থেকে*)। আমি ভাবছিলাম কলকাতার কথা —যখন প্রথম তোমাকে—

বিবি (*বাধা দিয়ে*)। শোনো, হ্যারি তোমাকে-আমাকে লাঞ্চে বলেছে কাল। কাফে সান রেমোতে। সাড়ে-বারোটায়। সওদাপত্র ক'রে ওর সঙ্গেই চ'লে যাবো আমি। তুমি কি যাবে ?

বাবু। তুমি বলো তো যেতে পারি।

বিবি। আমি বললেই যাবে ? তোমাকে যেতেই হবে তার মানে নেই—হ্যারি কিছু মনে করবে না।

বাবু। বেশ, তুমি না চাও তো যাবো না।

বিবি। এ আবার কী-রকম বিলকি-ছিলকি! লাঞ্চে বলেছে হ্যারি—যাবে কি যাবে না তুমি ঠিক করবে। এতে আমার কোনো পার্ট নেই।

বাবু। কালকের কথা কাল ঠিক করবো। এখন থাক। শোনো— আমি ভাবছিলাম—

বিবি। যা ভাবছিলে মনে-মনে ভাবো। আমি শুয়ে পড়ছি। (*অর্ধেক গায়ে চাদর টেনে দিলো*)।

বাবু। কলকাতা—গ্র্যাণ্ড হোটেলের ফুটপাত। আমরা পান বেচি—আমি আর আমার দিদিমা। আমি মাঝে-মাঝে বেহালা বাজাই। এক পয়সা দামের মাটির বেহালা। সন্ধেবেলা যখন ভিড় জমে, আমি বেহালা বাজিয়ে গান গাই—(*গান ক'রে*) :

মা গো, তুই বরষ পরে এলি আবার,

আর তোকে ছেড়ে দেবো না, মা।

—লাভলি! এখনো গাইতে ভালো লাগে। সোনা, একটু গাইবে ? এসো না দু-জনে মিলে গাই এটা।

বিবি (*হঠাৎ নরম হ'য়ে—গান ক'রে*)।

তোর রাঙা চরণ ক'রে শরণ
ভবসিন্ধু পার হবো, মা।

বাবু। বিবি, তোমার হ'লো কী? বেসুরো গাইছো!

বিবি। তা-ই নাকি?

বাবু। বুঝতেও পারো না যে বেসুরো?

বিবি। যাকগে।

বাবু। যাকগে মানে? আবার গাও—ঠিক সুরে গাও। (*নিজে গেয়ে শোনালো।*)

বিবি। ছাড়ান দাও গান। আমি ঘুমুই।

বাবু। আর-একটা গান মনে পড়ছে—শ্যামবাবুর দোকানে রেকর্ড থেকে তুলে নিয়েছিলাম। আমাকে ভালোবাসতেন শ্যামবাবু—দোকানে ডেকে রেকর্ড শোনাতেন, আর সেই গান আমি আবার তাঁকে গেয়ে শোনাতাম যখন, তিনি মাথা নেড়ে বলতেন, 'বাঃ, বাঃ, শাবাশ!' মাঝে-মাঝে দু-চার আনা পয়সাও দিতেন আমাকে। বিবি, মনে আছে সেই শ্যামবাবুর দোকান? ঢুকলেই একটা মোদো গন্ধ, আয়নার মতো ঝকঝকে সারি-সারি রেডিও আর গ্রামোফোন, দেয়ালে ঝোলানো সেতার, সরোদ, বেহালা, আরো কত রকম বাজনা যার নামও তখন শুনিনি? মনে আছে আমরা একসঙ্গে একটা টপ্পা গেয়ে শুনিয়েছিলাম তাঁকে? (*গান ক'রে*):

কী-সুখ হ'তো ভালোবেসে
যদি ভালোবাসিতো সে—

তারপর? পরের লাইনটা? বিবি, পরের লাইনটা?

বিবি (*গান ক'রে*)।

যদি অধর-সুধা হৃদয়-গরল
না রহিতো মিলে-মিশে।

বাবু (*আঁৎকে উঠে*)। আবার বেসুরো! বিবি, কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার? এতকাল পরে বে সু রো গাইছো? তুমি?

বিবি। গাইতে আর ভালো লাগে না আমার।

বাবু। কী বাজে! এসো—এসো একটা গান গাই দু-জনে মিলে। একটা পুরোনো গান। বাংলা গান। বিবলি, আয় না।

বিবি (*হঠাৎ—আদরের ভাষায়*)। বুবু, বুবুল, বুবলিশ, কেমন লেগেছিলো তোর, যখন সেই কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে ড্রেস-স্যুট প'রে ঢুকেছিলি? ঝকঝকে শাদা শার্ট, কুচকুচে কালো কোট, ছোট্ট প্রজাপতির মতো বো-টাই, তিলের মতো ছোট্ট তিনটি মুক্তোর বোতাম। পার্ফে! মানিফিক! বুবলু আমার বত্রিশ

ইঞ্চি হ'লে কী হবে—চলাফেরায় যেন মন্টি ক্রিস্টো। বেয়ারাগুলো কুর্নিশ ঠুকে পথ পায় না।

বাবু (*উচ্ছ্বসিত*)। আর তুই, সোনা—আমার সুনু-মুনু, আমার সোনিয়া, আমার মনুয়া—তুই, আর তোর সেই প্যারিসে তৈরি পাখনা-তোলা রুপোলি সাজ! ঠিক আমার কান পর্যন্ত তুই—একত্রিশ ইঞ্চি, আর দু-জনেই নিখুঁত, প্রতি অঙ্গে নিখুঁত, যেন মিলিমিটার মেপে তৈরি, যেন প্রাক্সিটেলিসের হাতে গড়া দুটি জ্যান্ত পুতুল।

বিবি। হোলস্টাইন সার্কাসের পোস্টারে আমাদের ছবি থাকতো—

বাবু। আমাদের কাছে থেকে দেখার জন্য ভিড় জ'মে যেতো হোটেলের বাইরে—

বিবি। কাগজগুলো জোর বৃস্ট করলে আমাদের—

বাবু। সেই কলকাতা—গ্র্যাণ্ড হোটেল—কিন্তু শ্যামবাবু তখন আর বেঁচে নেই। দিদিমা আর বেঁচে নেই—

বিবি। আমার হালুইকর মামাকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না—

বাবু। কেউ আর নেই যাকে চিনি। কিন্তু তুই, সোনিয়া—তুই—আর আমি—আর এই পৃথিবী। কলকাতা থেকে দিল্লি—দিল্লি থেকে লাহোর—করাচি—তেহেরান—কাইরো—ইস্তাম্বুল—এখান থেকে ওখানে, হোটেল থেকে হোটেলে—বাড়ি নেই আমাদের, দেশ নেই, মা বাবা মাসি পিসি কিচ্ছু নেই—নাচ গান কসরতের দুটো ফোয়ারা আমরা—আর তুই —আমার বাড়ি, আমার দেশ, আমার মা বাবা ভাই বোন সব তুই, মনুয়া! আমাদের কেমন জোড় মিলেছিলো বল দেখি।

বিবি। তা-ই তো। আমার সঙ্গে তোমার জোড় মিলেছিলো—তাই তো সব হ'লো। আমি যদি না-থাকতাম—তাহ'লে ? তাহ'লে তুমি এখনো সেই পান বেচতে —নয়তো জুতো পালিশ করতে—নয়তো লায়েক হ'য়ে বেশ্যার দালালি করতে কলকাতার ফিরিঙ্গি পাড়ায়।

বাবু। আমি কোনো নোংরামিতে নেই। কখনো ছিলুম না।

বিবি। সাধুবাবা, আমাকে পেয়েছিলে, তাই সাধু।

বাবু। বেশ, তা-ই। তুমি না-থাকলে আমার কিছু হ'তো না। আমি না-থাকলে তোমার কিছু হ'তো না। রাজি ?

বিবি। কিন্তু আমি—আমি বদলে যাচ্ছি।

বাবু। তুমি আজ দু-দু'বার বেসুরো গাইলে। ইচ্ছে ক'রে ? আমাকে রাগাবার জন্য ? বিবি, আমাকে নিয়ে ঠাট্টা কোরো না। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। সুর —তাল—লয়, এ ছাড়া কোনো বন্ধু নেই আমাদের।

বিবি। আশ্চর্য! এমন একটা তাজ্জব কাণ্ড—এত ছবি কাগজে-কাগজে, চারদিকে এত

হৈ-চৈ—শুধু কি তোমার ঐ ছোট্ট নিরেট আকাট মগজে কিছু ঢুকলো না?

[*টেলিফোন বাজলো*]

বিবি (*টেলিফোনে*)। হ্যালো।...হাই জুলিয়া, হাও'র ইউ ট'নাইট?...আ'ম ফাইন, গেটিং অ্যালঙ্গ মাহ্-ভালাসলি, স্ট্রবি ইজ গ্রে-ট!...পার্ডন মী?...হনলুলু? ...আই ডোন্ট নো—নট ইয়েট...ওয়েল, আই মাইট...আই সী...ইয়া, অব কোর্স... শিওর্লি আই উইল...ইয়া, আ'ল সী হ্যারি ট'মরো...শিওর্লি...ইউ'র কোয়াইট ওয়েলকাম...গুড-নাইট, হানি, গু'-নাইট। (*টেলিফোন নামিয়ে*) জুলিয়ার ইচ্ছে হনলুলুতে যায়, কিন্তু হ্যারি ওকে নিতে চাচ্ছে না।

বাবু (*অন্যমনস্কভাবে*)। তা তুমি কী করবে?

বিবি। আমি যদি হ্যারিকে একটু বলি ওর হ'য়ে—

বাবু। এক আপদ হয়েছে এই টেলিফোন। ওটা নামিয়ে রাখো।

বিবি। থাক না। কোনো জরুরি কল্ আসে যদি হঠাৎ?

বাবু। বিবি, হোলস্টাইন সার্কাসের ম্যানেজারকে তোমার মনে আছে?

বিবি। মনে নেই আবার! যেমন চেহারা, তেমনি নাম!

বাবু। হের ফন হোলস্টাইন-রোজেনক্রপ্ফ্। সেই চৌরঙ্গির ফুটপাতে—আমি এক পয়সা দামের বেহালা বাজাই—একদিন সেখানে বটগাছের মতো প্রকাণ্ড একটা লালমুখো মানুষ এসে দাঁড়ালো। আমাকে দেখে, আমার বাজনা শুনে, গান শুনে, চকচক ক'রে উঠলো তার ছোটো-ছোটো সবুজ চোখ দুটো।

বিবি। হমো?

বাবু (*শিউরে উঠে*)। য়েসু মারিয়া রাধাকৃষ্ণ! ও-সব ঘেন্নার মধ্যে আমি নেই। কখনো ছিলুম না।

বিবি। একবার কান্-এ এক কঁতেস আমাকে পাকড়েছিলেন।

বাবু। আমার মনে আছে। বিরাট লম্বা, বড়ো-বড়ো হলদে দাঁত, পুরুষ্টু গোঁফ। হীডিয়াস।

বিবি। মারী কী করতো জানো? মাঝে-মাঝে আমাকে তার ঘরে নিয়ে যায়—উল্টে-পাল্টে নেড়ে-চেড়ে দ্যাখে আমাকে, আর বলে, 'ত্রে জোলী! বেলিসিমা!'

বাবু (*শূন্যে হাত তুলে*)। আর বোলো না, আমার বমি পাচ্ছে।

বিবি। বলে, 'আমি শুয়ে থাকি, তুমি আমার গায়ের ওপর নেত্ত করো।' আহ্লাদে চোখ দুটো যেন রসগোল্লা। সব খুলে ফ্যালে যখন—দগদগে লাল আর শাদা একটা চর্বির পাহাড়। ওর কুমড়োর মতো দুটো চুচির ওপর দু-পা রেখে দাঁড়াতুম আমি—একটা ট্যাঙ্গো রেকর্ড চালিয়ে দিতো, তালে-তালে নাচতুম।

বাবু (*ব্যাকুলভাবে—কানে আঙুল দিয়ে*)। ঘেন্না! বমি! আর বোলো না!

বিবি। ঘেন্না কিসের? গায়ে ফোস্কা পড়ে না। বেশ মজা তো। আমাকে একটা চুনি-

পান্না-বসানো নেকলেস উপহার দিয়েছিলো মারী। বড্ড বড়ো, বড্ড ভারি। আমি ভেবেছিলুম ঝুটা। বার্লিনে এসে যাচাই করলুম দোকানে। দাম শুনে মারীর ওপর ভক্তি হ'লো।

বাবু (*ব্যাকুলভাবে—মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে*)। ভুলে যাও, ভুলে যাও ও-সব—ও-সব কিছু না, কিছু এসে যায় না ও-সবে। সেই দিনগুলোই আসল, যখন তোমার আমার জোড় মিলে গেলো।

বিবি। চিৎপুরের গলি—আমার মামা সিধু বসাক হালুইকর। মামা যখন উনুনের সামনে ব'সে ঢাকাই পরোটা তৈরি করে, আমি তার পিঠে হাওয়া দিই, মাছি তাড়াই।

বাবু। বলো—'তৈরি করেন', 'তাঁর পিঠে'।

বিবি। ড্যাম ইওর বেঙ্গলি! দেশটাতে আষ্টেপৃষ্ঠে জাতিভেদ। মুখের বুলিতেও জাতিভেদ। 'আপনি—তুই'—ড্যামিটল! ভাগ্যিশ কেটে পড়া গেছে।

বাবু (*হঠাৎ—আবেগের সঙ্গে*)। বিবি, চলো আমরা সেই দেশেই ফিরে যাই।

বিবি। মাঝে-মাঝে দোকানেও বসি—মিন্সেগুলো চোখ টেপে, খুচরো নিতে গিযে হাতে হাত বুলোয়। বেঁটে বামন, কিন্তু কুচ্ছিৎ তো নই। খাপসুরৎ। সোমত্ত। একমুঠো কান্দাহারি আঙুর। মিন্সেগুলোর জিভে নাল ঝরে।

বাবু (*সে বিবির কথা শুনছিলো না, নিজের ভাবনা ভাবছিলো*)। আশ্চর্য!

বিবি। আশ্চর্য কেন?

বাবু। কেমন ঠিক সময়ে তোমাকে খুঁজে পাওয়া গেলো। সেই কলকাতায়—দশ মিনিট দূরে চিৎপুরে। দু-জনেই নিখুঁত। দু-জনেই সুন্দর। যেন মিলিমিটার মেপে তৈরি। যেন প্রাক্সিটেলিসের হাতে গড়া দুটি জ্যান্ত পুতুল। আর— কোন দেশ থেকে এলেন হোলস্টাইন সার্কাসের ম্যানেজার— তোমার আমার দেখা হবে ব'লে।

বিবি (*মোটা গলায় হেসে উঠে*)। তবে তো এও বলা যায় যে তোমার আমার দেখা হবে ব'লেই দুনিয়াটা তৈরি হয়েছিলো।

বাবু। হেসো না, বিবি। ভেবে দ্যাখো, ব্যাপারটা কী আশ্চর্য। এ-রকম লাখে একটা হয় না। কোটিতে একটা হয় না। আমি বত্রিশ ইঞ্চি, তুমি একত্রিশ। আমার ওজন চল্লিশ পাউণ্ড, তোমার—পঁয়ত্রিশ। আমরা যেন দুই পাখি মস্ত আকাশে ভেসে গেলাম। দু-জনেই নাচতে পারি, গাইতে পারি, এমন কোনো কসরৎ নেই যা পারি না। পাখি যখন মাটিতে হাঁটে তখনও বোঝা যায় ওড়াটাই তার আসল কাজ। তেমনি—তুমি আর আমি। হের রোজেনক্রপফ্ ঠিক চিনেছিলেন। কী সহজে সব শিখেছিলাম আমরা—সব খেলা, সব গান, সব রকম নাচের ছন্দ—সার্কাস পার্টির তিনশো লোক অবাক। ওরা ভাবতো আমরা যোগ জানি,

ম্যাজিক জানি—ভাবতো কোনো হিন্দু ভেল্কি লুকোনো আছে আমাদের পকেটে। (*ছোট্ট হেসে*) বিবি, জগৎটা কেন তৈরি হয়েছিলো কেউ জানে না, কিন্তু আমি জানি তুমি আমার জন্য তৈরি হয়েছিলে—আর তোমার জন্য আমি।

বিবি। কিন্তু আমি বদলে যাচ্ছি। তুমি কি বুঝবে না আমি বদলে যাচ্ছি?

বাবু (*বিবির কথা অগ্রাহ্য ক'রে*)। ভেবে দ্যাখো পৃথিবীতে বামন অনেক জন্মায়, কিন্তু তোমার আমার মতো রূপ থাকে ক-জনের? এত গুণ থাকে ক-জনের? ভাবতে তোমার আশ্চর্য লাগে না?

বিবি। হোলস্টাইন সার্কাস দুনিয়া ঢুঁড়ে অনেক কষ্টে আরো ছ-জন জোগাড় করেছিলো।

বাবু। কিন্তু আমরাই প্রথম। আর আমাদের মতো ওস্তাদ ওরা কেউ ছিলো না। সত্যিকার গুণী ছিলো শুধু লেনিয়া।

বিবি। মাইরি! চোখ দিয়ে গিলতো তোমাকে। তোমারও আদিখ্যেতা কম ছিলো না ওকে নিয়ে। কদ্দূর পিরিত জমিয়েছিলে বলো তো?

বাবু। ছি!

বিবি। সাধুবাবা, তোমার লেনিয়াকে সবাই বলতো কী জানো? ব্যাবিলনের বস্তাপচা বিচ্। খাঁটি করিন্থিয়ান খানকি।

বাবু (*শিউরে উঠে*)। ছি!

বিবি। কেন, দোষ কী? আমিও তো একটু-একটু তা-ই। আখা ছোটো হ'লে কী হবে, আগুন তো সমানই গরম।

বাবু। ছি!

বিবি। মিলানোতে সেই ইংলিশ মিলর্ডটি—হাঃ! র‍্যামস্-বটম্। কী মজার নাম! যেমুন নাম, কাজে-কামেও তেমুন। শো হ'য়ে যাবার পর চ'লে আসে আমাদের ড্রেসিংরুমে—ঢুলঢুলু চোখ, মিটিমিটি হাসি, আধো-আধো বুলি—ফুলের তোড়া, শ্যাম্পেনের বোতল—ছড়াছড়ি। তালগাছের মতো লম্বা, কুঁজো হ'য়ে চলে—আমাকে আর লেনিয়াকে দাঁড় করিয়ে দেয় টেবিলের ওপর, আমরা লাফিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ি, আর তারপর—বাপ্স্—কী শুড়শুড়ি! হাসতে-হাসতে আমাদের ফিট হবার জোগাড়। ঐ এক বাঁদুরে খেলা ছিলো চার্লির।

বাবু (*সে বিবির কথা শুনছিলো না, নিজের ভাবনা ভাবছিলো*)। সত্যিকার গুণী ছিলো লেনিয়া। হঠাৎ ম'রে গেলো।

বিবি। আর খিস্তি! রাধে গোবিন্দ য়েসু মারিয়া! খিস্তির অমন চেঙ্গিস খাঁ আর দেখিনি। দুনিয়ার নর্দমা থেকে চেটে-পুটে সব তুলে নিয়েছে। আমিও তাকে শিখিয়েছিলাম কয়েকটা— কেমন মুখে-মুখে আওড়াতো—হালা। হালার পো

হালা। ফুঙ্গির পো। আর—আর-একটা ছড়া—সে ভারি মজার—হী-হি (মনে ক'রে হাসতে-হাসতে কেঁপে উঠলো) বাপ্‌স্—চার্লিটা বিটলে ছিলো বটে!

বাবু। আমাদের দলের কেউ বেশিদিন বাঁচলো না। লণ্ডনে ব্লিৎসের সময় বোমার শব্দে হার্টফেল করলো পেড্রো। কোরাকাস একটা ছোট্ট অপারেশন সামলাতে পারলে না। আর এলোয়ীস—এলোয়ীসের কী হ'লো? আমার মনে পড়ছে না।

বিবি। বাথটবে—হী-হী-হি—বাথটবে—হী-হি—

বাবু। অত হাসছো কেন? হাসির কী হয়েছে?

বিবি। না—হাসছি না—হী-হি—মানে—(*চেষ্টা ক'রে হাসি থামিয়ে*) বাথটবে গরম জল খুলে আর বন্ধ করতে পারেনি এলোয়ীস। পুড়ে ম'রে গেলো।

বাবু। আমরা তখন হাম্বুর্গে—না? হ্যাঁ—মনে পড়ছে—ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলো এলোয়ীস—জানি না কেন অত কষ্ট পেয়ে ওকে মরতে হ'লো।

বিবি। ওরা কেমন কম-জোরি ছিলো—পলকামতো। আমাদের মতো শক্তপোক্ত কেউ ছিলো না।

বাবু। বিবি, বলতে পারো—তুমি কি জানো—পৃথিবীতে আমাদের মতো—ঠিক আমাদের মতো—আর কি কেউ আছে এখন? এমনি ছোটো—নিখুঁত—সুন্দর?

বিবি (*যন্ত্রণার স্বরে*)। কেউ কি নেই? একজনও নেই?

বিবি। তুমি আছো। আমি আছি। অন্তত তুমি আছো।

বাবু (*বিবির শেষ কথাটা লক্ষ না-ক'রে*)। আমরা একা। হয়তো ঠিক আমাদের মতো আর-কেউ নেই। আমাদের কোনো ছেলেমেয়েও হ'লো না।

বিবি। কেন হ'লো না বলো তো?

বাবু। আমি কী ক'রে জানবো?

বিবি। আমি জানি। আমি হ্বীনে ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। আর-একবার এডিনবরায়। দু-জনেই বললে আমার কলকব্জা সব ঠিক আছে—আমি বাঁজা নই।

বাবু। ডাক্তার কী ক'রে জানলো?

বিবি। বাঃ, ডাক্তার জানবে না তো কে জানবে? স্ট্রিথ্বি কী ক'রে দিলো দেখলে তো! সব পারে ওরা আজকাল—সব জানে। এডিনবরার ডাক্তার তোমাকেও দেখেছিলো—মনে নেই?

বাবু। বি-চ্ছি-রি! (*কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে*) অমন একটা জঘন্য ব্যাপার আর ঘটেনি আমার জীবনে।

বিবি। তাইতে তো জানা গেলো তুমি নিখুঁত নও।

বাবু। নিখুঁত!

বিবি। ভেতরে খুঁত আছে তোমার। ডাক্তার বলেছিলো তুমি একটা ছোট্ট অপারেশন করালেই আমার পেটে বাচ্চা আসবে। কিন্তু তুমি তো রাজি হ'লে না কিছুতেই।

বাবু। না—আমি যা আছি তা-ই ভালো। আমি অন্য রকম হ'তে চাই না।

বিবি। একটা বাচ্চা হ'লে তোমারও ভালো লাগতো।

বাবু। কে জানে। তোমার ছেলে যদি ওদের মতো হ'য়ে যেতো দৈবাৎ ? ছ-ফুট লম্বা, কথা বলে গুমগুম আওয়াজে, জুতোর শব্দে সিঁড়ি কাঁপিয়ে চলে।—(*শিউরে উঠে*) কী সর্বনাশ! বা যদি তার জন্মের সময় তোমার কিছু হ'তো ? ...না, না! এ-ই ভালো। আমি সন্তান চাই না, আমি তোমাকে চাই। আমরা একা। আমরাই শেষ। তবু আমরা দু-জন। দু-জন। জানো, সোনালি—

বিবি। ওয়াক। যে আমাকে সোনালি ব'লে ডাকে তাকে ওয়াক।

বাবু (*লক্ষ না-ক'রে—তোড়ে*)। জানো আমার কী মনে হয় যখন তুমি আর আমি আয়নার সামনে পাশপাশি দাঁড়াই ? আমরা যেন ঠাকুরপুজোর যুগলমূর্তি। লক্ষ্মী আর বিষ্ণু। পার্বতী আর শিব। ছোটো-ছোটো মূর্তি দেখতাম ছেলেবেলায়—পেতলের, কাঁসার তৈরি—ছোটো, এইটুকু, কিন্তু সুন্দর—চোখ, ঠোঁট, হাসি, সব মিলিয়ে সব-কিছু সুন্দর। তেমনি আমার মনে হয় আয়নায়—তোমার পাশে দাঁড়ালে।

বিবি (*হঠাৎ—গুনগুন ক'রে গেয়ে*) :

তালে ফেলি তাল
আমরা খঞ্জনা-খঞ্জনী

বাবু (*বাধা দিয়ে—ব্যাকুলভাবে*)। না—না—সুর ভুল হচ্ছে— থামো। (*বিছানায় সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে হাত নেড়ে-নেড়ে গাইতে লাগলো, তার মুখে ছড়িয়ে পড়লো আনন্দ*) :

তালে ফেলি তাল
আমরা খঞ্জনা-খঞ্জনী।
গালে রাখি গাল
আমরা বেঙ্গমা-বেঙ্গমী।
আমরা কৃষ্ণ নামে নেচে বেড়াই,
বোষ্টমা-বোষ্টমী।

(*উচ্ছ্বসিত স্বরে*) সেই গানটা। আমি বানিয়েছিলাম—কালিঘাটে আমাদের কণ্ঠিবদল হ'লো যেদিন। শুয়ে-শুয়ে দু-জনে মিলে গাইতাম—মুখের কাছে মুখ এনে—তারপর আর গাইতাম না।

বিবি (*মৃদু হেসে, মৃদু গলায়*)। বেচারা! বেচারা বুবলু। ও-সব এবার ভুলে যাও।

বাবু (*নিজের আবেগে ভেসে গিয়ে*)। আর তারপর—তিরিশ বছর কাটলো।

সার্কাস, অপেরা, ম্যুজিক-হল, ভোডভিল। নাপোলি থেকে অসলো, প্রাহা থেকে লিসবোয়া, টোকিও থেকে কাসাব্লাঙ্কা। তিনবার আমেরিকা। হলিউড, টেলিভিশন। বিবি, ভেবে দ্যাখো, কী-সব দৃশ্য আমরা একসঙ্গে দেখেছি।

বিবি। আর কত টাকা জমেছে আমাদের! কিন্তু আমরা শিগগিরই অচল হ'য়ে যাবো।

বাবু। অচল ?

বিবি। দেখছো তো একটা শস্তা মার্কিনী দলে আছি এখন। ভ্যারাইটি, হালবেল্। লাচ, রগড়, হল্লা। জাতে নেমে যাচ্ছি আমরা।

বাবু। যথেষ্ট। তিরিশ বছর যথেষ্ট।

বিবি। হ্যারির সঙ্গে আমাদের চুক্তি এ-মাসেই শেষ হবে।

বাবু। বিশে থেকে তিরিশে হনলুলুতে—তাই না?

বিবি (*মোলায়েম সুরে*)। হ্যারি বলছে হনলুলুতে আমাদের না-গেলেও চলবে।

বাবু। না-গেলেও চলবে ? তার মানে ?

বিবি। মাইনে অবশ্য পুরোই দেবে, আমি বলেছি একটা মোটা বোনাসও চাই। কিন্তু আমাদের কেরামতির এখানেই খতম।

বাবু (*স্তম্ভিত*)। বলছো কী ? ঐ যে তখন একটুখানি বেসুরো হ'লো তোমার গলা —হ্যারি টের পায়নি তো ?

বিবি। আমি থোড়াই পরোয়া করি।

বাবু। মানে ?

বিবি। চাই না আমি হনলুলু যেতে। নেচে-গেয়ে হাততালি পেতে আর চাই না। এত দিনে আমি—আমি হচ্ছি। সারা দুনিয়া ঘুরে শেষটায় এই হ্যুস্টনে। এই আশ্চর্য ডাক্তার— স্ট্রম্বির হাতে। জীতা রহো, স্ট্রম্বি! জীতা রহো!

বাবু (*একটু চুপ ক'রে থেকে—আরামের সুরে*)। আঃ, বাঁচালে। হ্যুস্টন, টেক্সাস। তা-ই তো। হ্যুস্টন, টেক্সাস। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত। কোথায় আছি তা জানতে না-পারলে মনে হয় যেন আমিও নেই। এখন নিশ্চিন্ত। (*আবার বালিশে হেলান দিলো।*)

বিবি (*করুণার সুরে*)। বাবু, তাহ'লে আর বকবক কোরো না। আমাকে এখন ঘুমুতেই হবে।

[টেলিফোন বাজলো।]

বিবি (*টেলিফোনে*)। হ্যালো। ...হূ ? ...ডিক পার্কিন্স ?—ফ্রম অ্যালবাকার্কে ? হাও নাইস।! ...ওহ ইয়েস...গেটিং অ্যালঙ্গ ওয়াণ্ডার্ফুলি...স্ট্রম্বি ইজ গ্রেট। ...এভরিথিং ও. কে. উইথ ইউ ? ...ফাইন! হনলুলু ? ...আ'ম নট শিওর...আ' ডোন্ট থিঙ্ক সো...(*হেসে*) নাইস অব ইউ টু সে সো। ...পাসিং থ্রু হ্যুস্টন ? ওয়াণ্ডার্ফুল! ...সী ইউ অন ওয়েনজ়ডে দেন...ফাইন। ...গ্র্যাণ্ড! থ্যাঙ্কিউ ফর

কলিং। গুড-নাইট। গু'-নাইট, ডিক্। (*টেলিফোন নামিয়ে*) ডিক পার্কিন্স—তোমার মনে আছে ওকে? শিকাগোতে আলাপ হয়েছিলো। (*বাবু মাথা নাড়লো, কিন্তু কথা বললো না।*) ডিক্ নিউ মেক্সিকোতে বেড়াচ্ছে এখন, বুধবার হ্যুস্টনে আসবে। (*বাবুর মুখে-চোখে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।*) ডিকের গাড়িতে নিউ অর্লীন্সে বেড়াতে গেলে হয়। সেখান থেকে মায়ামি। এখন কোনো কাজ নেই আমার—ছুটি—কিছুদিন ঘুরে বেড়াতে পারি—কোনো ম্যানেজার বা ইম্প্রেসারিওর হুকুমে নয়, নিজের মর্জিমতো। তারপর...(*মুচকি হাসলো, হঠাৎথেমে গেলো, টাইমপীসে চোখ পড়লো তার*) হেভেন্স! বারোটা বেজে গেছে। এমন ঘুম—ঘুম—লম্বা ঘুম। (*আধখানা চোখে বাবুর দিকে তাকিয়ে*) বাবু, লক্ষ্মী তো, আর কিন্তু কথা বোলো না। (*হাত বাড়িয়ে টেবল-ল্যাম্প নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো।*) গুড-নাইট।

বাবু (*অন্ধকার ঘরে—মনে মনে*)। শহরটার নাম হ্যুস্টন। হ্যুস্টন, টেক্সাস। হোটেল এল গ্রেকোর দশ তলায় আছি। ঘরের নম্বর দশ-তিরিশ; দরজা বন্ধ। বাইরে রাস্তা, আলো গাড়ি। তবু—ভয়। কাউকে বলি না, আমি ঘোড়া ভয় পাই। সার্কাসের ঘোড়া। কখনো ওদের সামনে যাইনি। মনে হ'তো আমাকে মাড়িয়ে দেবে, থেঁৎলে দেবে, তারপর আমার নাড়িভুঁড়িগুলো খেয়ে নেবে। গপগপ ক'রে। কী প্রকাণ্ড ওরা, কী ভীষণ ওদের জোর! জানি না বিবি ওদের সহ্য করতো কেমন ক'রে। ঘোড়ার খেলা যখন হ'তো আমি ভয়ে চোখ বুজে ফেলতাম, ওদের খুরের ঠকঠক শব্দ শুনে গায়ে কাঁটা দিতো আমার। আর বিবির কী ফুর্তি—যেন সারা সার্কাসে ওর চেয়ে ভালো কিছু নেই। মাঝে-মাঝে ওদের কাছেও যেতো—ছুঁতো, পেটের তলায় হাত বুলোতো—যেন আদর করছে। উঃ!

সার্কাস ছেড়েছি অনেকদিন, কিন্তু এখনো সেই ভয় শুনতে পাই। ঠক্, ঠক্ খুরের শব্দ। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে। বুনো ঘোড়া। এক পাল বুনো ঘোড়া। লাল তাদের চোখ, দাঁতগুলো ছোরার মতো, লকলকে প্রকাণ্ড জিভ থেকে লালা ঝরছে দরদর ক'রে। খিদে পেয়েছে ওদের, তাই নেমে আসছে। আমারই জন্য নেমে আসছে, আমারই জন্য ওরা মাংসাশী। মাড়িয়ে দেবে আমাকে, পালাতে গিয়ে নিজের নাড়িভুঁড়িতে পা আটকে যাবে আমার, আমাকে গপগপ ক'রে খেয়ে নেবে। আমি দেখতে পাই ওদের। মাঝে-মাঝে। যেখানে-সেখানে। ৎসুরিখে। হংকঙে। মাইঅর্কায়। তিন মাস আগে বস্টনে। ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে, জগৎ ভ'রে খুঁজে বেড়াচ্ছে। একদিন কি সত্যিই ধ'রে ফেলবে? ভয়।

[অনতিস্ফূট নাক-ডাকের শব্দ শোনা গেলো।]

বাবু (*চমকে উঠে*)। কিসের শব্দ ?...(*মন দিয়ে শুনে—তীক্ষ্ণ স্বরে*) বিবি, তোমার নাক ডাকছে!

[নাক-ডাকের শব্দ থেমে গেলো। একটু পরে আবার শুরু হ'লো, আরো জোরে।]

বাবু (*আরো চেঁচিয়ে—আর্তস্বরে*)। বিবি! বিবি!

বিবি (*ঘুম জড়ানো বিরক্ত গলায়*)। ইশ্‌শ্‌!

বাবু। বিবি, ওঠো!

বিবি। ওঃ—কী গরম! (*গা থেকে চাদর ফেলে দিয়ে, বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসলো।*)

বাবু। বিবি, তোমার নাক ডাকছিলো!

বিবি। গরম, ঘুমের দফা রফা। (*আলো জ্বেলে, জগ থেকে ঢেলে জল খেয়ে*) জ্বালিয়ে দিলে। এমন কী জরুরি কথা তোমার যে সকাল অবধি সবুর সয় না ?

বাবু। তোমার নাক ডাকছিলো, বিবি।

বিবি (*উৎফুল্ল স্বরে*)। সত্যি ? দেখলে তো—স্ট্রিম্বি ডাক্তারের ক্যারদানি! মাহ্‌ভলাস!

বাবু। আগে কখনো তোমার নাক ডাকেনি। কখনো না।

বিবি। আগে ? আগের কথা এখন আর কেন ? (*একটু চুপ ক'রে থেকে, আর-এক ঢোঁক জল খেয়ে*) এত ক'রে বললাম তোমাকে—সবাই বললে—কিন্তু অদ্ভুত তোমার গোঁ—কিছুতেই রাজি হ'লে না।

বাবু। জঘন্য! শেষটায় তোমারও নাক ডাকে, বিবি।

বিবি। আশ্চর্য ফল হয়েছে অপারেশনে। গ্র্যাণ্ড সাক্সেস! (গায়ের পাৎলা জামাটা খুলে ফেলে—সগৌরবে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে) দেখছো—কত বড়ো হয়েছি।

বাবু (*মুখ ফিরিয়ে নিয়ে*)। গা ঢাকো শিগগির!

বিবি (*মুচকি হেসে*)। লোভ লাগছে ? নতুন ক'রে লোভ ? কিন্তু বেল পাকলে কাকের কোনো আশা নেই।

বাবু। তোমার লজ্জা করে না ও-রকম ক'রে গা দেখাতে ?

বিবি। ক্যান ? লাজ কিসের ? তুই তো আমার সোয়ামি। মেরে মেহেবুব।

বাবু (*বিবির দিকে একটু তাকিয়ে থেকে—গম্ভীরভাবে*)। বিবি, তুমি কুৎসিত হ'য়ে যাচ্ছো।

বিবি (*মোটা গলায় হেসে উঠে*)। তোমার চোখে—অন্যদের চোখে নয়। দেখছো না আমি তোমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছি ? (*শুয়ে-শুয়ে বিছানার ধারে স'রে এসে একটা পা নামিয়ে দিলো খাট থেকে।*) আমি শুয়ে-শুয়ে পা দিয়ে মেঝে ছুঁতে পারি। দ্যাখো!

[বাবু মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চুপ। বিবি এবার নেমে পড়লো খাট থেকে; তার পরনে একটা স্বচ্ছ আঁটো নাইলনের জাঙিয়া ছাড়া আর-কিছু নেই। ওঅর্ডরোবের পাল্লায় লাগানো বড়ো আয়নায় সামনে দাঁড়ালো। নিজেকে নিরীক্ষণ করলো অনেকক্ষণ ধ'রে। হাত রাখলো নিজের কাঁধে, বুকে, পেটে, উরুতে, হাত গোল ক'রে একটি বুক তুলে ধ'রে নাচালো—যেন ওজন করছে। লক্ষ করলো তার পুরোনো জাঙিয়াটা একেবারে কেটে বসেছে তার তলপেটের মাংসে—কালকেই বড়ো সাইজ কিনতে হবে। তাব মুখেব ভাঁজে-ভাঁজে ফুটে উঠলো হাসি। ওঅর্ডরোব খুলে একটা ইঞ্চি-কাটা ফিতে বের ক'রে মাপলো নিজেকে। দু-বার, তিনবার মাপলো।

ইতিমধ্যে বাবু ফিরে তাকিয়েছে, আয়নায় লক্ষ করছে বিবিকে—তার মুখে ফুটে উঠছে অবিশ্বাস রাগ, বিতৃষ্ণা। বিবি নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলো যে সে লক্ষ করেনি বাবু তাকে দেখছে, অবশেষে যখন আয়নায় চোখোচোখি হ'লো স'রে গিয়ে দাঁড়ালো দুই খাটের মাঝখানকার মেঝেটুকুতে। যেন নিজেকে আরো ভালো ক'বে দেখাবার জন্য দুই হাত ছড়িয়ে দিলো—আলিঙ্গনের, অথবা ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ভঙ্গিতে। চপল চোখে বাবুর দিকে তাকালো, কিন্তু বাবু কোনো সাড়া দিলো না।]

বিবি (*বিজয়ী সুরে*)। ফ্যান-টা-স্টিক! আমি এখন পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি, চার ফুটের মাত্র তিন ইঞ্চি কম। ওজন একটু বেশি বেড়েছে—পঁয়ষট্টি পাউণ্ড। এক-এক ইঞ্চিতে দু-পাউণ্ড ক'রে ওজন। আমার গলার আওয়াজ ভারি হয়েছে। আমার নাক ডাকছে। কাল লাঞ্চে প্রায় আধখানা মুর্গি খেয়েছিলাম।

বাবু (*শিউরে উঠে—চাপা গলায়*)। বীভৎস!

বিবি। বুবলু, তুমি খুশি হওনি? দ্যাখো—আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো!

বাবু। বীভৎস!

বিবি। ফুল! অঁবেসীল। (*হেসে উঠে*) কিন্তু আমার কী। আমি কানাকড়ি পরোয়া করি না। স্ত্রিম্বি বলেন আমি আরো বাড়বো—আমি বাড়ছি—নিজেই বুঝতে পারি ভেতরে-ভেতরে আরো কত বড়ো হচ্ছি আমি—আরো চার ইঞ্চি—পাঁচ—সাড়ে-পাঁচ—বরাতজোর থাকলে কোন না সাড়ে-চার ফুট ছাড়িয়ে যেতে পারি। (*হেসে*) আর তখন—তখন আমি অন্যদের মতো—সকলের মতো—তখন আমি মানুষ!

বাবু। না—না—না! কিছুতেই না!

বিবি (*একটু চুপ ক'রে থেকে—নরম গলায়*)। বাবু, একটা কথা শুনবে?

বাবু। তুমি কী বলবে জানি!

বিবি। শোনো—এখনো বলি, জেদ কোরো না। অপারেশনটা করিয়ে ফ্যালো। অনেক ভালো লাগবে তোমার। নতুন একটা জীবন পাবে। প্লী-জ। প্লী-ঈ-জ।

বাবু (*তীব্র তাচ্ছিল্যের স্বরে*)। ছোঃ!

বিবি (*আত্মসংযমের পরিচয় দিয়ে—নরম গলায়*)। রাজি হও, বাবু, রাজি হও।

আমার কথা ভাবো—আমার জন্য এটুকু তুমি করতে পারো না? শোনো, স্ট্রম্বি হাত বাড়িয়ে আছেন। তুমি বললে কালকেই সব ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে। ছোট্ট অপারেশন—কোনো কষ্ট নেই। স্ট্রম্বি তো ডাক্তার নয়, ম্যাজিশিয়ান। দ্যাখো কী ক'রে দিয়েছে আমাকে—দ্যাখো—(*এগিয়ে এসে নিচু হ'লো বাবুর মুখের উপর, ডাল থেকে কমলালেবুর মতো ঝুলে রইলো তার স্তন দুটি, নাভির তলায় তিনটি রেখা ফুটে উঠলো।*)

বাবু (*বিবিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে*)। টু হেল্ উইথ ইওর ডক্টর স্ট্রম্বি!

বিবি (*স'রে গিয়ে—সোজা হ'য়ে*)। তুমি রাজি নও?

বাবু। পাগল!

বিবি। রাজি নও?

বাবু (*চীৎকার ক'রে*) না! না! না!

বিবি। (*একটু চুপ ক'রে থেকে*)। আল্লা বিসমিল্লা হরিবোল! তুমি দেখছি সাত রাজার ধন এক বেয়াকুব। নিজের কিসে ভালো হবে বোঝো না। কেউ বোঝে না কেন তোমার আপত্তি।

বাবু। তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলো?

বিবি (*সত্যি-সত্যি অবাক হয়ে*) সে আবার কী?

বাবু। নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। যারা আমাকে কুড়ি বছর ধ'রে বাহবা দিয়েছে, তাদের সঙ্গে। আমি ছোটো, আমি সুন্দর, আমি দুর্বল, আমি আর্টিস্ট। হোলস্টাইন সার্কাসে সবাই আমাকে বলতো তাজ্জব ছাওয়াল—হ্বুণ্ডেরকিন্ট্।

বিবি (*বাঁকা হেসে*)। আমিও তা-ই বলি। বেবি। বাচ্চা। উন্ অঁফঁ। সারা জীবন তা-ই থেকে গেলে। বাড়লে না। অ্যাডাল্ট হ'লে না।

বাবু। বিবি, আমি যা, আমি তা-ই থাকতে চাই। তা-ই থাকবো।

বিবি (*বাবুর দিকে একটা করুণা আর অবজ্ঞা মেশানো দৃষ্টি ছুঁড়ে*)। ও. কে.। তা-ই থাকো। কিন্তু পরে আমাকে দোষ দিয়ো না। (*হঠাৎ তার ছোটো টেবিলটায় চোখ পড়লো।*) গশ্—শোবার আগে ওষুধ খাইনি তো! গুড়নেস! (*ওষুধের শিশির দিকে হাত বাড়ালো।*)

বাবু (*ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে সোজা হ'য়ে ব'সে*)। না—খেয়ো না। ওষুধ আর খেয়ো না!

বিবি। ফর্টিফাইড মাল্টি-এক্স ভাইটামিন। ভাইটামিন এন্। পিট্যুটারি গ্ল্যাণ্ডের জন্য জবরদস্ত দাওয়াই। অন্য সব গ্ল্যাণ্ডের জন্যেও।

বাবু (*খাট থেকে লাফিয়ে নেমে*)। না—খেয়ো না।

বিবি। ভাইটামিন এন্। বিলকুল নয়া দাওয়াই। আজব দাওয়াই। (*বড়ি গিলে*) তুমি খাট থেকে লাফিয়ে নেমো না, বাবু—একদিন চোট লেগে যাবে। মই আছে কিসের জন্য।

বাবু। তুমি ভুলে যাচ্ছো আমি সার্কাসে ট্র্যাপীজও খেলেছি। আমাদের মধ্যে আর-কেউ তা সাহস পায়নি। পেড্রো—লেনিয়া—তুমি—কেউ না। তুমিও না। শোনো—(*বিবির কাছে এগিয়ে গেলো।*)

[বাবু আর বিবি এখন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে—দৃশ্যটি একটু অদ্ভুত। বিবি—আঁটো নাইলনের জাঙিয়া ছাড়া কিছু পরনে নেই, একমাথা দাঁড়কাক-কালো চুল (*রং-করা*), বাবুর তুলনায় বিরাট লম্বা, বহরেও বড়ো। আর বাবু—সত্যি পুতুলের মতো ছোটো, পুতুলের মতো সুন্দর। তার পরনে নীলচে রঙের রেয়নের স্লীপিং স্যুট, গায়ের জামার প্রতিটি বোতাম আটকানো, এতক্ষণ শুয়ে থাকার পরেও পরিপাটি সিঁথি-কাটা চুল, চুলে অকালেই পাক ধরেছে। তার ছোট্ট শরীরের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে গেছে তার নাক চোখ মুখ মাথা, কোথাও একটু ছন্দ ভাঙেনি—তার মুখ দেখে তাকে অকালপক্ক শিশু বলে মনে হবে না কারো, মনে হবে একজন পূর্ণবয়স্ক সুশ্রী পুরুষ দৈবাৎ খুব ছোটো হ'য়ে গেছে—কিংবা কোনো পৌরাণিক কিন্নরও হ'তে পারে। তার পাশে বিবি যেন অন্য কোনো জগতের জীব, খোলা গায়ের জন্য প্রকাণ্ড আর বড্ড বেশি মাংসল মনে হচ্ছে তাকে, থামের মতো দেখাচ্ছে ঊরু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পা দুটো। বাবু স'রে এসে বিবির মুখোমুখি দাঁড়ালা চুপ ক'রে, তাকিয়ে রইলো একটুক্ষণ।]

বাবু (*মুখ উঁচু ক'রে তাকিয়ে*)। বিবি, তোমার মুখে ব্রণ বেরিয়েছে!

বিবি। জানি। (বিজয়ী সুরে) স্ট্রম্বির চিকিৎসায় কী না হ'লো ? আমার বারো বছরের ব্রণ নতুন ক'রে বেরিয়েছে আবার। গ-গ্রেট!

বাবু। বিবি, লক্ষ্মী তো, গা ঢাকো। আমি তাকাতে পারছি না।

বিবি। আমি কি তোমারে তাকাইতে কই ? বেশ ফয়লা লাগে উদলা গায়ে। যা গরম আজ!

বাবু। আমার কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বিবি। আমি জানি তুমি কী বলবে। কিন্তু—

বাবু। বিবি, স্ট্রম্বির ও-সব আগড়ুম-বাগড়ুম ভুলে যাও। ওষুধ আর খেয়ো না। উপোশ ক'রে থাকো। রোগা হ'য়ে যাও। আবার আগের মতো হও তুমি। সব আগের মতো হোক। চলো হনলুলুতে। আমি হ্যারিকে ব'লে রাজি করাবো। চলো।

বিবি। হ্যারির সঙ্গে আমাদের চুক্তি ফুরিয়েছে।

বাবু। আবার নতুন চুক্তি হবে। হ্যারির সঙ্গে—নয়তো অন্য কারো সঙ্গে।

বিবি। তুমি কি আসল কথাটা কিছুতেই বুঝবে না ? সহজ কথাটা কিছুতেই বুঝবে না ? সত্যি কি তুমি এত বড়ো আহাম্মুক ?

বাবু। কী ? কী বুঝি না ? ঢেউ আমার শরীরে। গান আমার গলায়। নাচের ঢেউ। গানের হাওয়া। বাঁশির ফুঁ। পাখির মতো আমি ভেসে যাই। কী বুঝি না ?

বিবি। বোঝো না যে তোমার আমার জোড় ভেঙে গেছে ?

বাবু (*মৃদু হেসে—সস্নেহে*)। কী পাগলের মতো কথা।

বিবি (*একটু চুপ ক'রে থেকে*)। এসো-এসো এখানে। (*বাবুকে হাতে ধ'রে আয়নার কাছে নিয়ে গেলো।*) দ্যাখো—আমার পাশাপাশি দাঁড়িয়েছি—কী মনে হচ্ছে ? লক্ষ্মী আর বিষ্ণু ? পার্বতী আর শিব ?

বাবু (*ফিশফিশ ক'রে*)। ও-সব মিথ্যে। ও-সব ফাঁকি।

বিবি। ফাঁকি ?...দ্যাখো, আমার কাঁধের নিচে পড়ে আছো তুমি, বুকের কাছে প'ড়ে আছো। এর পরে আবার একসঙ্গে নাচ! স্টেজে একসঙ্গে তুমি আর আমি! (*ছোট্ট হেসে*) হ্যারি তো সেইজন্যেই চুক্তি ভেঙে দিলো। আমি ওকে দোষ দিতে পারি না।

বাবু। আমিও তো সেইজন্যেই বলি। ওষুধ খেয়ো না। উপোশ করো। রোগা হ'য়ে যাও। এসো নাচি। এসো একসঙ্গে নাচি দু-জনে। এখনো সময় আছে। দ্যাখো —এই তোমার কোমর জড়িয়ে—

[বাবু তার কোমর ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে, এক পা পিছনে স'রে গেলো বিবি। হেসে উঠলো।]

বাবু। এসো, নাচি। এসো, নাচি। ট্যাঙ্গো ? রম্বা ? তারানতেল্লা ? না কি একটা পুরোনো দিনের গন্ধ-ভরা ভাল্‌স ? পুচ্চিনির একটা গান গাই এসো। মনে আছে রোজেনকাভালিয়েরে ? (*গান গেয়ে*) 'মা সি কারো এ'ল মিও তর্মেন্তো —' (*চমকে উঠে*) কিসের শব্দ ?

[বাথরুম থেকে শব্দ ভেসে এলো—কাক্‌কাখিখ্‌খি—কাক্‌কাখিখ্‌খি!]

বিবি। বেচারা পল্টু। তোমার চিল্লানিতে ওর ঘুম ভেঙে গেলো। বেচারা।

[বাথরুম থেকে আবার শব্দ: ক্যাক্‌ক্যাক্‌খী—ক্যাক্‌ক্যাক্‌খী!]

বিবি। আমাকে ডাকছে। ঘুম ভেঙে ভয় পেয়েছে বোধহয়। এখন আমার কোলে না-এসে ছাড়বে না।

[বিবি বাথরুমে ঢুকলো, বেরিয়ে এলো একটি মেক্সিকান বাঁদর কোলে নিয়ে—খাটের পায়ের দিকে পা ঝুলিয়ে বসলো। মেঝের ফাঁকা অংশে দাঁড়িয়ে রইলো বাবু, দু-হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে কোমব ছুঁয়ে, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে, নাচের ভঙ্গিতে।]

বাবু। বিবি, ঐ জন্তুটাকে বিদেয় করোনি এখনো ?

বিবি। ষাট, বিদায় ক্যান করুম ? আমার পুষ্যি। আমার পোলা। সুন্দর না ? মঁসিয়, দু-শো ডলার দাম এই পুতুলটির। জ্যান্ত পুতুল। কালে-ভদ্রে এ-রকম একটি পাওয়া যায়। খাঁটি গোল্ডেন মার্মোসেট। ল্যাজ বাদ দিয়ে দশ ইঞ্চি মাত্র। কী ঘন লোম। কেমন সোনার মতো রং। চুলে আবার কেমন সিঁথিপাটি, দ্যাখো! একটু কোলে নেবে ? বাবু, ওকে কোলে নেবে একটু ? দ্যাখো—যেতে চাচ্ছে তোমার কাছে।

বাবু (*শিউরে উঠে—দু-পা পেছিয়ে*)। ছি।

বিবি (*পল্টুকে আদর ক'রে-ক'রে*)। নিলো না—কোলে নিলো না তোমাকে! তা ব'য়ে গেছে—তুমি আমার কোলে ঘুম যাও। কী? একটু খেলার ইচ্ছে? এই কানারাত্রে খেলা? দেখি দেখি, জিবুনি দেখি। (*পল্টু জিভ বের ক'রে দেখালো।*) দেখি, ছোট্ট একটা কুট্টুস। (*বিবি পল্টুর দাঁতের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে দিলো, পল্টু কামড়ে দিলো।*) আঃ, অত জোরে না, দুষ্টু! আচ্ছা, এবার একটা কিষ্টুনি দেখি। একটা মিষ্টুনি কিষ্টুনি। (*বিবি পল্টুর ঠোঁটের উপর গাল রাখলো, পল্টু চুমু খেলো।*)

বাবু। ছি! জঘন্য!

বিবি। আচ্ছা, এবার ঘুম। (পল্টুকে কোলের উপর ঝেঁকে-ঝেঁকে—সুর ক'রে:)

নাম রেখেছি আপোলো,
আমার পোলা ঘুমোলো,
পল্টুসোনা মিশ্রিদানা
নটেগাছটি মুড়োলো।

—দ্যাখো, কি দামাল, কেমন চকচকে চোখে তাকিয়ে আছে। দুদু খাবি, দুদু? কিন্তু আমার তো দুদু নেই। তবু চাই? খেলবি ওটা নিয়ে?—উঃ আঁচড়ে দিলে! বদমাশ! (পল্টুর গালে চড় দিলো, পল্টু কুঁইকুঁই ক'রে কেঁদে উঠলো।)—না --না—না—ষাট, ষাট—আমার মোহনবাঁশি ষাট, আমার গুড়ের হাঁড়ি ষাট—(*পল্টুকে পিঠে চাপড় মেরে মেরে ঘুম পাড়তে লাগলো।*)

[পল্টুর জন্য বিবির ঘুম-পাড়ানি গান:]

ওলো ওলো কী হ'লো?
লটেশ্বরী বিয়োলো।
রঙ্গ দ্যাখে গস্তানিরা,
ধিনাত নাচেন আপোলো।
—কিচির-মিচির-কিচ!
লটেশ্বরীর লাল পোলা
ঠ্যাৎ-ছড়ানো লোম-ঝোলা,
ল্যাজ দুলিয়ে গাল ফুলিয়ে
ভেংচি কাটেন আপোলো।
—কিচির-মিচির-কিচ।

—যাক, ঘুমিয়েছে।

[বাবু এতক্ষণ বিবিকে দেখছিলো না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অন্য কথা ভাবছিলো। বিবির ঘুম-পাড়ানি গান শেষ হবার আগেই কথা বলতে শুরু করলো সে।]

বাবু। না—মানবো না আমি—কিছুতেই মানবো না। তোমার জন্য আমি তৈরি

হয়েছিলাম, আমার জন্য তুমি। তেমনি থাকবে— তেমনি আছে—তেমনি আছি আমরা। দ্যাখো, আমার নাচ দ্যাখো তুমি। ঢেউ আমার শরীরে। সুর আমার গলায়। ছন্দ, তাল, সুর—তা-ই আমার জীবন। ছন্দ। ঈশ্বরের ফুঁ। শূন্যে ফুঁ। শূন্য থেকে শব্দ। শব্দ থেকে সব। শব্দ থেমে যায়, তবু থামে না। আমি তাকে নেচে-নেচে ফুটিয়ে তুলি। দ্যাখো, বিবি, দ্যাখো আমার দিকে তাকিয়ে, শোনো আমার গান—শুনতে হবে তোমাকে—এই খেলা ফুরোয় না—

[বাবু কথা বলতে-বলতে তারই জের টেনে গান শুরু করলো, ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো মেঝেতে। পল্টুকে কোলে নিয়ে অলস কৌতুকের চোখে বিবি তাকিয়ে রইলো।]

বাবু (*সুর ক'রে—নাচের তালে-তালে*)। ফুরোয় না— ফুরোয় না এই খেলা। বেলা যায়, নদী ব'য়ে যায়, ফুল ঝ'রে যায়, খেলা ফুরোয় না। পর্দা নামে, আলো নিবে যায়, শব্দ থামে, বাদ্য বাজে না—হাসি, কান্না, বাঁশি, বেহালা সব চুপ, মদের পেয়ালা চুরমার। আবার পালা হয় শুরু, দুরুদুরু কাঁপে বুক, মালা-বদল। মালা গাঁথো, মালা ছেঁড়ো, ছিঁড়ে ছড়িয়ে দাও পাপড়িগুলি—তবু আবার ফিরে আসে ফুল, শিউরে ওঠে আঙুল, বুকে বাজে বাঁশি, ফোটে কান্না ফোটে হাসি, তালে-তালে পড়ে পা, বাধা মানে না, দুলে ওঠে গা—ফুরোয় না, ফুরোয় না এই খেলা।

পল্টু (*ঘুমের মধ্যে চমকে উঠে*)। কাক্‌কা-খাখ্‌খা—খিখ্‌খী-খিখ্‌খী!

বাবু (*অদম্য আবেগে—ভিন্ন তালে*)। এই তো বোহেমিয়ার বন। ঠাণ্ডা নির্জন, আবছা-আঁধার। তুমি অনেক পথ হ'লে পার, এখন সন্ধে, বনের গন্ধে রাত্রি যায় ভ'রে, ঘুমিয়ে পড়ে পাখিরা। অনেক রাত, ঘরে-ঘরে ঘুম, শুধু ঐ দূরে আলো, চলো তুমি, আস্তে পা ফ্যালো, চমকে দিয়ো না। সে ব'সে আছে জানালার ধারে, বনের আঁধারে চোখ মেলে দিয়ে, সোনালি চুল পিঠে ছড়িয়ে, সোনালি মন উন্মন। কান পেতে শোনো গুনগুন-গান—গুনগুন—এসো, বিছিয়ে দাও তোমার প্রাণ—গুনগুন—এসো, ভয় কোরো না, ভুল কোরো না, তুমি আসবে ব'লে কুয়ো থেকে সে জল তুলে রেখেছে, টাটকা ঠাণ্ডা মাটির ভাণ্ডে জল—ঐ জলে মাখা তার মন, ঐ জলে আঁকা তার চুমো—পিয়ো তুমি, পিয়ো, এক চুমুকে ঢেলে দাও বুকে, তারপর ছুঁড়ে ফেলে গুঁড়ো ক'রে দাও ভাণ্ড—কোনোদিন তাকে অন্য ঠোঁট ছোঁবে না।

পল্টু (*ঘুমের মধ্যে চমকে উঠে*)। কাক্‌কাক্‌খা—খিখ্‌খিখ্‌কী!

বাবু (*অদম্য আবেগে—অন্য তালে*)। মুখোশ-পরা নৃত্য চলে, মুখোশ-পরা নৃত্য। আমরা সাজি ফর্শা কালো বাদশা ফকির ভৃত্য। ছোকরা বুড়ো, পটকা জোয়ান, কেউ বা রূপের কুণ্ড; কেউ বা পরি ফোকলা গালে কুশ্রী মুখের মুণ্ড। লয়লা

সাজি, মজনু সাজি, কেউ বা কুমার ভীষ্ম ; ইনি ভীষণ রাবণ, ইনি দন হুয়ানের শিষ্য। কিন্তু সবাই এক আসলে, একই দুঃখ বুকের তলে, বুকের তলে দুঃখ দোলে, দুঃখ দোলে নৃত্য চলে, মুখোশ-পরা নৃত্যে চলে মুখোশ খোলার নৃত্য।

পল্টু (*ঘুমের মধ্যে চমকে উঠে*)। কাকাক্কাখা কাকাক্কাখা—খিখিখ্খিকী, খিখিখ্খিকী!

বাবু (*নাচ-গান থামিয়ে বিবির সামনে এগিয়ে এসে*)। খেলা দেখলে—এবার খেলোয়াড়কে বকশিষ দাও।

বিবি (*বাঁদরের থাবায় হাত বুলিয়ে*)। পল্টুর নখ বড়ো হয়েছে, কাল ম্যানিক্যুরিস্টকে খবর দিতে হবে।

বাবু (*হঠাৎ রাগে জ্ব'লে উঠে*)। ঐ জন্তুটার একদিন টুঁটি ছিঁড়বো আমি।

বিবি। ছি! জীবে দয়া নেই?

বাবু। ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো জানলা দিয়ে। ক্যাঁক ক'রে ম'রে যাবে।

বিবি। পাষণ্ড! বুকে লোম নেই। দয়ামায়াও নেই সেইজন্য। মাকুন্দো!

বাবু। থেঁৎলে পিষে যাবে ফুটপাতে!

বিবি (*পল্টুকে বুকে চেপে*)। থাক, আর বীরত্ব ফলাতে হবে না। পল্টুই তোমাকে আঁচড়ে কামড়ে রক্ত ছুটিয়ে দিতে পারবে। ওর দাঁত আছে। নখ আছে। সাবধান। (*নিজের বিছানার এক পাশে তোয়ালে পেতে পল্টুকে শুইয়ে দিলে*)। কিন্তু আমি আর জেগে থাকতে পারছি না।

বাবু (*ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে*)। বিবি, আমার কথা শেষ হয়নি। পাঁচ মিনিট—আর পাঁচ মিনিট সময় দাও আমাকে।

বিবি। ওঃ! আচ্ছা নাছোড়! তুমি সারারাত ধ'রে নাচতে চাও তো নাচো। আপন মনে বকতে চাও তো বকো। আমি চললুম।

বাবু (*ভয়-পাওয়া গলায়*)। কোথায় যাচ্ছো?

বিবি। পুরো ঘর ছেড়ে দিচ্ছি তোমাকে। (*টেবিলের ধারে গিয়ে টেলিফোন তুললো, আধ মিনিট কথার পর নামিয়ে রাখলো।*)

বাবু (*উদ্বিগ্নভাবে*)। বিবি, তুমি কি অন্য ঘরে যেতে চাচ্ছো?

বিবি। নো লাক্। একটাও ঘর খালি নেই আজ রাত্রে। (*বিরক্ত মুখে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসলো।*)

বাবু (*বিবির দিকে হাত বাড়িয়ে*)। না, যেয়ো না। আমাকে একা ফেলে যেয়ো না।

বিবি। একা ফেলে? (*তার মুখের ভাব বদলে গেলো—মুহূর্তের জন্য ছায়া পড়লো তাতে, তক্ষুনি স'রে গেলো।*) বাবু, আর কথা বোলো না। আমাকে ঘুমুতে দাও। দেখছো না, দেড়টা বেজে গেছে। (*তার গলার আওয়াজে বিরক্তির সুর ফিরে এলো*)। স্ট্রব্বি আমাকে বলেছেন পুরো আট ঘণ্টা ঘুমোনো চাই। এদিকে

হ্যারি আসছে কাল ন-টায়। বেশি ক'রে ঘুম, বেশি ক'রে খাওয়া—আর—কোনোরকম দুশ্চিন্তা যেন না করি। আমি শুয়ে পড়ছি, বাবু।

বাবু (*ব্যাকুলভাবে*)। কিন্তু আমার যে কথা আছে। জরুরি কথা। এখনই বলতে হবে আমাকে—এখনই। বিবি!

বিবি (*একটু ভেবে—মনস্থির ক'রে*)। বলো কী কথা। চটপট। আমি আর ব'সে থাকতে পারছি না। (*হাই তুললো।*)

বাবু। বিবি, আমার দিকে একবার তাকাও। (*বিবি চোখ ফেরালো।*) না, ও-রকম না, অমন ঠাণ্ডা চোখে না। সেই যেমন আগে তাকাতে—ভেজা নরম চোখে, তেমনি। যে-চোখে আঁকা তোমার মন, যে-চোখে মাখা তোমার—(*যে-কথাটা তার মুখে আসছিলো সেটাকে চেপে দিয়ে*) বিবি, তাকাবে না?

[বিবির আরো কাছে স'রে এলো বাবু। বিবি তার শরীরের উপরের অংশ পিছন দিকে হেলিয়ে দিলে।]

বাবু (*বিবির সামনে হাঁটু ভেঙে ব'সে প'ড়ে*)। বিবি, তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না?

[বিবির ঠোঁটের কোণে ঝাপসা হাসি ফুটে উঠলো। একটি পা দোলাতে লাগলো আস্তে-আস্তে। একবার পা দিয়ে বাবুর তলপেটে চাপ দিলো।]

বাবু (*বিবির ভঙ্গিটাকে ভুল বুঝে, মুখ তুলে তাকিয়ে*)। বলো, বিবি—বলো।

বিবি (*বাবুর কাঁধের উপর পা-টি তুলে দিয়ে*)। একটু পা টিপে দাও তো।

বাবু। কী মস্ত তোমার পা। কী ভারি!

বিবি (*আদেশের সুরে*)। পা টেপো!

[বাবু পা টিপতে লাগলো।]

বিবি (*একটু পরে*)। কী ছোট্ট তুমি। মিরকুট্টে। এইটুকু। এইটুকু-টুকু হাত। (*হঠাৎ হেসে ফেললো।*)

বাবু (*পা টেপা থামিয়ে*)। আমাকে ঠাট্টা কোরো না, বিবি।

বিবি। তাহ'লে অপারেশন করাও।

বাবু। আমাকে কেউ কোনোদিন ঠাট্টা করেনি। আমি গুণী।

বিবি। তাহ'লে অপারেশন করাও।

বাবু। ফিরে এসো, বিবি, আমার কাছে ফিরে এসো। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

বিবি। তাহ'লে অপারেশন করাও।

বাবা (*দু-হাতে ধ'রে বিবির পা কাঁধ থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো*)। না, কক্ষনো না! আমি যা, আমি তা-ই। তা-ই থাকবো আমি। আমি ছোটো, আমি সুন্দর আমি দুর্বল, আমি আর্টিস্ট। আমি নির্দোষ, আমি নিরপরাধ। আমার কাঁধে রাইফেল উঠবে না কোনোদিন, আমার হাতে পিস্তল উঠবে না। তোমার

পল্টুকে তুলে ছুঁড়ে ফেলতেও পারি না আমি—এত ছোটো, এত দুর্বল। ভারি—বড্ড ভারি আমার পক্ষে পিস্তল, বড্ড ভারি রাইফেল—বাইবেল—পীনাল কোড, বড্ড বড়ো খবর-কাগজের পাতাগুলো। আমি হামলা করি না কোনোদিন, মামলা করি না কোনোদিন—আমি সভ্য। আমি সভ্য মানুষ। আমাকে দেখে খুশি হয় লোকেরা—আমি খুশি করতে পারি। রোমা, হ্বীন, ম্যুনশেন, পারী, লণ্ডন—তোমরা আমাকে দেখেছো। আমি শুনেছি তোমাদের হাততালি। কেউ আমাকে ঠাট্রা করেনি কোনোদিন। আমি নির্দোষ, আমি সুন্দর, আমি আর্টিস্ট।

বিবি (*ধৈর্য ধ'রে শেষ পর্যন্ত শুনে*)। বাবা রে বাবা, এক কথা সতেরো বার ঘ্যানর ঘ্যানর! যেন আমি চিনি না তোমাকে, মেরেজান। শোনো!—সমঝে নাও কথাটা —তোমার সঙ্গে আমার আর জুটি মেলে না। আমার গলা থেকে সুর চ'লে যাচ্ছে; আমার হাতে-পায়ে আর নাচ নেই। আমার নাক ডাকছে। নতুন ক'রে ব্রণ উঠছে আমার মুখে। আমি লম্বা হয়েছি—আরো হবো। আমার খাওয়া বেড়েছে—আরো বাড়বে। আমি অন্যদের মতো হচ্ছি—অন্য সকলের মতোই পুরোপুরি মানুষ হচ্ছি আমি। তাই তো হ্যারিকে চুক্তি ভেঙে দিতে হ'লো আমাদের সঙ্গে। ও-সব নাচে-গানে আমি আর নেই। আমি খতম। আমি নতুন। আমার এখন অন্য দুনিয়া—অন্য জীবন। তোমার আমার দোস্তালি ভেঙে গেছে। (*হঠাৎ চেঁচিয়ে*) বুঝেছো? বুঝেছো এতক্ষণে?

বাবু (*একটু চুপ ক'রে থেকে*)। আচ্ছা বেশ, তোমার যা ইচ্ছে তা-ই হবে। ছেড়ে দাও হনলুলু। ভেঙে যাক হ্যারির সঙ্গে চুক্তি। নতুন চুক্তি কারো সঙ্গেই আর কোরো না। চলো দেশে ফিরে যাই।

বিবি। দেশে? ইণ্ডীনে? যেখানে আমি ছোটো জাত, বেঁটে বামন, মানুষের বাইরে? যেখানে থাকলে তোমাকে হ'তে হ'তো বেশ্যার দালাল, আর আমি কোনো নোংরা দাইয়ের কাছে পেট খসাতে গিয়ে ম'রে যেতাম—সেখানে?

বাবু। কী এসে যায়? আমরা তো কারো কাছে যাচ্ছি না—আমরা আমরাই—তা-ই যথেষ্ট—শুধু নিজেদেরই নিয়ে যাচ্ছি আমরা। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি এই তিরিশ বছর, এই মস্ত পৃথিবী। হোটেল থেকে হোটেলে, শহর থেকে শহরে এক দেশ থেকে অন্য দেশে—অনেক হয়েছে। এখন চলো আর-একবার দেখি বর্ষা, আকাশ-জোড়া মেঘ যেন কালো-কালো পাহাড় উড়ে যাচ্ছে। এদের বাইবেলের ভগবান সব দিয়েছেন এদের, শুধু ঐ আশ্চর্য বর্ষাটা দেননি। একটি বাড়ি—সেখানে সব আমাদের মনোমতো—ব'সে-ব'সে জানলা দিয়ে মেঘ দেখছি বৃষ্টি দেখছি—সব আমাদের মনোমতো, আমাদের মাপে তৈরি—ছোটো, নরম, শান্ত, সুন্দর। কোনো তর্ক নেই, ছটফটানি নেই, কোনো যুদ্ধের আওয়াজ

পৌঁছয় না সেখানে। সন্ধেবেলা আমি তোমাকে গান শোনাই—আমি নাচি তোমাকে ঘিরে-ঘিরে ঘুরে-ঘুরে। তুমি হবে আমার অডিটোরিয়ম, আমার পাব্লিক, তুমি হবে আমার রোমা হ্বীন ম্যুনশেন পারী ন্যুয়র্ক—আর আমি হবো তোমার জন্য—তুমি যা বলবে তা-ই হবো।

বিবি। আমি যা বলবো তা-ই হবে তুমি? তাহ'লে অপারেশন করাও না কেন?

বাবু। কী লাভ হবে তাতে? কী পাবো যা এতদিন পাইনি? এতদিনে আমি তো জেনেছি আমি কী, আমি কে। এ-জন্মে এই আমার পার্ট। এই আমার কর্ম।

বিবি। আমাকে পাবে তাহ'লে।

বাবু। তোমাকে পাবো? তার মানে?

বিবি। আমাকে ফিরে পাবে। শোনো—আরো একবার বলছি—এই শেষ, আর কখনো বলবো না। অপারেশন করাও—দুটো অপারেশন। একই সঙ্গে স্ট্রন্থি ক'রে দেবেন দুটো, কিচ্ছু ভেবো না। তারপর—তুমি আর বামন থাকবে না, বাবু, আর ঘরভর্তি ছাওয়ালপানও দিতে পারবে আমাকে। শক্তপোক্ত জোয়ান ছেলের মা হবো আমি। তাহ'লে, বাবু—তাহ'লে আমি তোমারই কাছে থাকবো—তোমারই কাছে, সারা জীবন।

বাবু (*একটু চুপ ক'রে থেকে*)। কিন্তু যদি আমার গলা থেকে সুর চ'লে যায়? যদি আর নাচতে না পারি? যদি আমি সাধারণ হ'য়ে যাই?

বিবি। ভালো তো। মানুষের মতো বাঁচবে এবার—পুরোপুরি মানুষ! পুরোপুরি বাঁচা! বৌ নিয়ে, ছেলেপুলে নিয়ে। সংসার নিয়ে। বাবু, বলো তুমি রাজি?

বাবু (*একটু চুপ ক'রে থেকে*)। ন্‌না।

বিবি। রাজি না?

বাবু। না।

বিবি। রাজি না?

বাবু। না।

বিবি (*এতক্ষণ সে টান হ'য়ে ব'সে ছিলো। এবারে বালিশে গা এলিয়ে দিলে*)। তাহ'লে, বাবু, তুমি বরং ইণ্ডিয়াতে যাবার তোড়জোড় করো।

বাবু। তুমি যাবে না?

বিবি। আমি কোথাও যাবো না। এখানেই থাকবো।

বাবু (*অবাক হ'য়ে*)। এখানেই? এই হ্যুস্টনে?

বিবি। হ্যুস্টনে কিনা জানি না। আমেরিকায়।

বাবু। কখনো দেশে ফিরবে না?

বিবি। দেশ? ইণ্ডিয়া? সেখানে গিয়ে আমি কী করবো? সেখানে কি এ-বয়সে বর জুটবে আমার?

বাবু। মানে ?

বিবি। মানে সোজা। আমি শাদী করবো। ফিন শাদী করবো।

বাবু (*তীক্ষ্ণ স্বরে*)। বিবি! (*চোখ-ভরা অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইলো।*)

বিবি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—জরুর। আমি তো বাকি জীবন একা-একা কাটাতে পারি না। আমি আবার বিয়ে করবো।

বাবু (*ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়ে, ফিশফিশ ক'রে*)। ঐ—ওদের একজনকে ? ঐ যারা চিবিয়ে-চিবিয়ে প্রকাণ্ড বীফ-স্টেক খায়, গেলাশে-গেলাশে বিয়ার গেলে, গরমের দিনে দরদর ক'রে ঘামে, অসুরের মতো দগদগে লাল শরীর নিয়ে নাইতে নামে সমুদ্রে—তাদের একজনকে ?

বিবি (*মিষ্টি হেসে*)। আমি আর কত ভালো আশা করতে পারি, বলো ? বেঁটেখাটো আধবয়সী মজবুত কেউ—কোনো পুয়ের্টোরিকান দোকানদার হয়তো, কোনো ছোট্ট ইটালিয়ান রেস্তোরাঁর মালিক, বা বরাতজোর থাকলে ইলিনয়ের কোনো মাঝারিগোছের ফার্মার—এই ধরো না ডিক পার্কিন্সের মতো কেউ। কিছু টাকা আছে, আর জড়িয়ে ধ'রে দম আটকে দিতে পারে—শুধু এটুকু হ'লেই আমি খুশি। আমি চাই পুরোপুরি একটি সোয়ামি, আর ঘরভর্তি ছাওয়ালপান। চারটে ছেলে, দুটো মেয়ে। একটা বছরও বাদ দেবো না। আর তো বেশি সময়ও নেই। আমার।

বাবু। তুমি চাও তোমার ছেলেরা—ওদেরই মতো হোক ?

বিবি (*তার সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়লো*)। নিশ্চয়ই! (*অন্তরঙ্গ সুরে*) আমি মাঝে-মাঝে কী স্বপ্ন দেখি, জানো ? দেখি আমার মস্ত লম্বা চারটে জোয়ান ছেলেকে। একজন আর্মির ক্যাপ্টেন, আর-একজন বক্সিং চ্যাম্পিয়ন, আর-একজন বোমা তৈরির এঞ্জিনিয়র, আর—আর শেষের জন এইমাত্র চাঁদ থেকে ফিরে এলো—তাকে নিয়ে কাগজে-কাগজে হুলুস্থুল! আহা—সত্যি কি আমার এমন ভাগ্য হবে কোনোদিন!

বাবু (*নিবু-নিবু গলায়*)। তুমি চাও তোমার ছেলেরা—মানুষ মারুক ? তারা খুনে হ'লে খুশি হও তুমি ?

বিবি। আমার ছেলে চাঁদে যাবে! আমি এমন ছেলের মা হ'তে পারি যে চাঁদে যাবে! (*আনন্দে হা-হা ক'রে হেসে উঠলো।*)

বাবু (*আর-একবার চেষ্টা ক'রে*)। তুমি কি তাকে চাও না যে কাউকে কখনো দুঃখ দেয়নি, সকলকেই শুধু খুশি করেছে ?

বিবি। চাঁদ কেন বলছি—মঙ্গলগ্রহ—মঙ্গলগ্রহে যাবে আমার ছেলে! (*আবার হেসে উঠলো।*)

বাবু (*হঠাৎ—যেন নিজের অবস্থাটা এতক্ষণে বুঝতে পেরে, খুব নিচু গলায়*)।

সত্যি—কত বড়ো এই জগৎ, আর আমি কতটুকু!

বিবি (*বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে—সান্ত্বনার সুরে*)। ভেবো না—তুমি কোথাও-না-কোথাও কাজ পেয়ে যাব, হ্যারিকে বললে সে-ই হয়তো খোঁজ দেবে তোমাকে। কোনো নাইটক্লাবে, কোনো পশ্ রেস্তোরাঁয়—না, তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হবে কোনো বীট কাফে—গ্রীনিচ ভিলেজে, নয়তো সান ফ্রানসিস্কোতে, বাউল কেত্তন ভাটিয়ালি গাইলে ও-সব জায়গায় নতুন ক'রে হিট্ হ'তে পারো তুমি। (*হঠাৎ ফুর্তির সুরে*) কলকাতা থেকে একটা নামাবলি আনিয়ে নিতে পারো? বাবরি চুল রাখবে, নয়তো উইগ্ কিনে নিয়ো একটা, নামাবলি দিয়ে রাশান ছাঁটের শার্ট করিয়ে নিয়ো—আর কর্তাল বাজিয়ে কেষ্টনাম গাইবে—হৈ-হৈ প'ড়ে যাবে দেখো! আর তখন—তখন আর আমার জন্য কষ্ট পাবে না, বাবু। ...কেমন, রাজি? (*বাবু চুপ, বিবির গলার আওয়াজ ক্ষীণ হ'লো।*) আর সত্যি যদি ইণ্ডিয়াতে ফিরে যাও তবে তো কথাই নেই। কিন্তু আমি বলি—যদি তুমি আমার কথায় কান দাও—ঐ হতচ্ছাড়া দেশে আর ফিরে যেয়ো না।

বাবু (*বিবির দিকে তাকিয়ে রইলো, কিছু বললো না*)।

বিবি (*বাবুর চোখ এড়িয়ে*)। কিছু বলছো না, বাবু?

বাবু। আর কিছু বলার নেই। শুয়ে পড়ো।

[বাবু বিছানায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। বিবিও শুয়ে পড়লো টান হ'য়ে, পা দিয়ে সরিয়ে দিলো গায়ের চাদরটা। এতক্ষণ কথাবার্তার পর ঘরটা হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেলো।]

বিবি (*মনে-মনে*)। ঘুমটা চ'টে গেলো একেবারে। নিজের চোখে ঘুম নেই ব'লে অন্যকেও জাগিয়ে রাখা চাই। জ্বালাতন! এখন দ্যাখো আমারও ঘুম আসছে না। একটা সনোরীল খাবো নাকি? না—সনোরীল খেলে দুপুরের আগে ঘুম ভাঙবে না—আর হ্যারি আসবে ন-টায়। শুড্‌ন্ট মিস্ দিস্ এনগেজমেন্ট। বিজনেস। বোনাসের অঙ্কটা ঠিক হবে কাল। বাবু বিজনেস বোঝে না। আমাকেই করতে হয় সব—করতে হয়েছে। বাবু ইংলিশ ছাড়া আর কোনো ল্যাঙ্গোয়েজ শেখেনি, তামাম দুনিয়ায় আমাকেই বাৎচিৎ করতে হয়েছে। বাঁদির মতো খেটেছি ওর জন্যে— একটা ব্লাডি সেন্ট বেশি পাইনি। আর আজ—এত করে বললুম, রাজি হ'লো না। আনগ্রেইটফুল রেচ্! এ ফ্যাট লট হি থিঙ্কস্ অব হিমসেলফ্! সেলফিশ্ ব্রুট! (*বালিশের উপর মাথাটাকে নেড়ে-চেড়ে*) আপদ! এখন আর ঘুম আসছে না। এদিকে স্ট্রব্বি বলেন পুরো আটঘণ্টা ঘুম চাই আমার আজকাল। ঘুম, খাওয়া, শুয়ে থাকা—আর মন ভালো রাখা চাই। ডোণ্ট ওঅরি, টেইক ইট ঈজি, রীল্যাক্স, রীল্যাক্স, রীল্যাক্স। (*শুয়ে-শুয়ে শরীরটাকে আরো*

এলিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিলো টেবলল্যাম্প।)

বাবু (*মনে-মনে*)। বলা হ'লো না—একটা কথা বলা হ'লো না। কিন্তু তা-ই তো ভালো। যা বলি তা-ই ফুরিয়ে যায়, হারিয়ে যায়, যা বলি তা বলা হয় না। যা বলি না তা বাঁচে, তা জমা হয় কোথাও, তা বেড়ে চলে—কোথায় ? এইখানে, মাথার মধ্যে মনের মধ্যে। না—বাইরেও, ঐ দূরে, পাহাড়ের গা বেয়ে—(*শিউরে উঠলো*)। এই শহরে কি পাহাড় আছে ? জানলা দিয়ে দেখা যায় ? উঠে গিয়ে দেখবো নাকি ? থাক।—কিন্তু ঐ তো, ঐ তো শব্দ। আসছে—এগিয়ে আসছে —আমার দিকে। সত্যি ?

বিবি (*মনে-মনে*)। জেগে থাকতে-থাকতে খিদেও পেয়ে গেলো। একটা ক্যাণ্ডি খেয়ে নেবো নাকি ? (*বালিশের পাশে হাৎড়ে*) রেনাল্টো স্পেশলস। ফর্টিফাইড উইথ টোয়েলভ ভাইটামিন্স। (*প্রথমে একটা, তারপর আর একটা চকোলেট খেয়ে নিয়ে*) নাইস ক্যাণ্ডীজ। এবারে একটা সনোরীল ? আধখানা ? না, থাক। (*টাইমপীসের রেডিয়ম-কাঁটার দিকে তাকিয়ে*) মাই গাড—প্রায় তিনটে। ভোর হ'তে আর দেরি কী! অনেক কাজ—শপিং, লাঞ্চ, বিজনেস —কিন্তু ফিরে এসে—আ'ল স্লীপ দি হোল আফটরনূন। ওঅন্ট গেট আপ আন্টিল ডিনার-টাইম। যদি বাবু কাল আবার ঘ্যানর-ঘ্যানর শুরু করে—আমি চ'লে যাবো। অন্য হোটেলে চ'লে যাবো। আজ বোঝাপড়া হ'য়ে গেলো—মন খোলসা। এটা হ'তেই হ'তো এক সময়। আজ হ'য়ে গেলো—ভালো হ'লো। নষ্ট হ'লো ঘুম—কিন্তু এইটুকু ভালো হ'লো। থ্যাঙ্ক গড ইট'স ওভার।

বাবু (*মনে-মনে*)। কাউকে বলিনি, আমি ঘোড়া ভয় পাই। সার্কাসের ঘোড়া। কখনো ওদের সামনে যাইনি। আমাকে মাড়িয়ে দেবে ওরা, থেঁৎলে পিষে দেবে, তারপর আমার নাড়িভুঁড়িগুলো খেয়ে নেবে কপকপ ক'রে। কী প্রকাণ্ড ওরা, কী ভীষণ ওদের জোর। বিবি কেন ওদের দলে চ'লে গেলো ? ও কেন ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে বসলো ? শুয়ে পড়লো ঘোড়ার গায়ের ওপর ? ওকে পেয়ে কী ফুর্তি ঘোড়াটার! ফুলকি বেরোচ্ছে চোখ দিয়ে। মুখে উঠছে ফেনা। ছুটছে—*ঠক ঠক, ঠক ঠক* খুরের শব্দে। ওরা নাচে না ওরা ছোটে, ওরা এগিয়ে যায় ওরা বেড়া ভাঙে, ওরা দুষমন।

বিবি (*মনে মনে*)। বাবু কখনো ঘুমের ওষুধ খায় না, ওর ধারণা ওতে শরীর খারাপ হয়। আমি ওকে বোঝাতে পারিনি যে না-ঘুমোলে শরীর আরো বেশি খারাপ হবে। ওর সব ইণ্ডিয়ান কুসংস্কার ও কাটাতে পারেনি এখনো—ওর সায়েন্সে বিশ্বাস নেই। অপারেশন করালে না তো করালেই না। ফ্—ল! অঁবেসীল। কী-লাভ হ'লো আখেরে ? ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে ছিলুম, একসঙ্গেই থাকতে পারতুম। কিন্তু না— আমার কথা একবার ভাবলে না ও, আমার মুখের

দিকে তাকালে না। নাচ—গান—কসরৎ—এ ফ্যাট লট হি থিঙ্কস অব অল দ্যাট মামারি! গড্যাম ফুল! সো আ'ম নাও ওঅকিং আউট অন হিম—আফটর অল দীজ় ইয়ার্জ়। নো, নট আই—আমি ওকে ছেড়ে যাচ্ছি না—ও-ই রাখতে পারলে না আমাকে, রাখতে চাইলে না। ওর নিজেরই দোষে ওর কষ্ট—কিন্তু কষ্ট কেটে যাবে।

বাবু (*মনে-মনে*) *ঠক্, ঠক্* খুরের শব্দ। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে। ঐ জানলার বাইরে পাহাড়। বুনো ঘোড়া। একপাল বুনো ঘোড়া। ওদের পিঠের ওপর ব'সে আছে বিবি। আঁট হ'য়ে চেপে ব'সে আছে। নুয়ে পড়েছে গলার ওপর, কানে-কানে কথা বলছে ঘোড়ার সঙ্গে।...বিবি। কিন্তু বিবি তো একজন —কেমন ক'রে অনেক হ'য়ে গেলো ? যত ঘোড়া, তত বিবি।...না, হ'তে পারে না। আমি ভুল করছি। ভুল ?

বিবি (*মনে-মনে*)। আমি কি ভুল করছি ? আমি কি থেকে যাবো ওর সঙ্গে ? কোনো মানে হয় না। সেই পচা ইণ্ডীনে ফিরে যাওয়া ? নেভার! আমি তো আর সে-বিবি নেই—আমি এখন অন্য মানুষ। কষ্ট হবে ওর, কষ্ট কেটে যাবে। বৌ ছেড়ে চ'লে গেলে এমন কী এসে যায় ? আমেরিকায় আকছার হচ্ছে। আমি চেষ্টা করিনি তা তো নয়, আমি থাকতে চাইনি তা তো নয়। কিন্তু ও রাজি হ'লো না—ভেঙে দিলো। এখন এ ছাড়া আর পথ নেই। এ-ই ভালো। ওর নিজেরও ভালো লাগবে কিছুদিন পরে। হালকা—স্বাধীন। ওর আর বৌ জুটবে না অবশ্য, তবে সেক্স পেতে পারে—যদি চায়। কিন্তু ও-সব ঝামেলা খুব কম ওর। সাধু বাবা। আসল কথা, রক্ত লাল নয়। নয়তো কি আর অপারেশনে রাজি হয় না! কেন রাজি হ'লে না, বাবু ?...গড্যাম ফূল! ইডিয়ট! তুমি তোমার নাচ-গান নিয়ে। আমি চললুম। গুড-বাই।

বাবু (*মনে-মনে*)। ওদের কথা আর ভাববো না। ওরা ভুল। ওরা নেই। আকাশ জুড়ে মেঘ—নীল, কালো, ধোঁয়াটে—জলাঙ্গী নদীর ওপরে মস্ত আকাশে মেঘ জমলো। আয় বৃষ্টি হেনে ধান দেবো বুনে। বৃষ্টির শব্দ, জলের ছাঁট, জলের গন্ধ। বৃষ্টি পড়ার আগে বাতাসের গন্ধ। প্রথম ফোঁটা বৃষ্টির পরে ধুলোর গন্ধ। বৃষ্টি হ'য়ে যাবার পরে মাটির গন্ধ। ঘাসের গন্ধ। আমার জানলার বাইরে জলাঙ্গী নদী। মেঘ, মেঘে-ঢাকা আকাশ। ওপারেতে কালো রং বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম, এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক করে। আমি দেখছি। আকাশ—মেঘ—বৃষ্টি। আমি দেখছি। এদের বাইবেলের ভগবান সব দিয়েছেন এদের, শুধু ঐ বর্ষাটা দেননি। তিরিশ বছর বর্ষা দেখিনি। এখন দেখছি।

বিবি (*মনে মনে*)। বাবুর কথা আর ভাববো না—মন-খারাপ করলে শরীর খারাপ হ'তে পারে। খাওয়া—ঘুম—খোশ-মেজাজে থাকা—এই আমার দরকার এখন।

ডিক্ আসছে বুধবারে, স্ট্রম্বির আপত্তি না-থাকলে ওর সঙ্গে নিউ অর্লীন্সে বেড়াতে যাবো, হয়তো বা মায়ামিতে। ডিক কি বিয়ে করবে আমাকে ? আর কয়েক মাস যাক—দেখা যাক স্ট্রম্বির ক্যারদানি আর কত দূর। ডিক্ না হোক হান্স, হান্স না হোক হোসে—কেউ-না-কেউ জুটেই যাবে। বর জোটা শক্ত নয় এ-দেশে—যদি চোখ-কান খোলা রেখে বুদ্ধি ক'রে চলতে পারি। কেউ-কেউ আবার ইণ্ডিয়া নিয়ে মেতেছে আজকাল—গীতা-ফীতা পড়ে। তাদের একজনকে ধরলে হয় না ? ক্যালিফর্নিয়ায় অনেক আছে শুনেছি। হয়তো শাড়ি পরলে ভালো হবে সেখানে। কয়েক গজ নাইলন। কয়েকটা বিকিনি। সাঁতার জানি না, কিন্তু যদি বা মায়ামিতে ? আমি ভয়ে-ভয়ে জলে নামছি, ডিক্ বলবে এসো তোমাকে পিঠে নিয়ে সাঁৎরাই। শক্ত ক'রে ওর গলা জড়িয়ে...ওর মস্ত চওড়া পিঠের ওপর লেপটে শুয়ে আছি...আমার পা ওর হাঁটুর ভাঁজে আটকে আছে। (*ছোট্ট হেসে*) কী বলবে ডিক্ আমাকে দেখে ? আশ্চর্য বদলে গিয়েছো তুমি।! ও কিছু ভাবছে হয়তো, তা না-হ'লে কেন ফোন করবে হঠাৎ ? চিঠিও লিখেছিলো কাগজে আমার খবর দেখে। নাইস বয়, ডিক (*পাশ ফিরে শুয়ে*) ঘুম পাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়ছি। ডিক্ ঠিক হবে আমার পক্ষে, বেঁটে, ইলিনয়ে ভুট্টা খেত, শাদাশিধে মানুষ দোজবর। ডিক্ ঠিক, ঠিক ডিক্, ডিক ঠিক...আরে! কে ওখানে ? ও, পল্টু। আমি ভাবলাম বুঝি—। মাই হানি! (*পল্টুর গাল টিপে*) পল্টু, তোর একটা ভালো ড্যাডি হবে শিগগিরই। (*পল্টুর গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।*)

বাবু (*মনে-মনে*)। আবার ঠক্ ঠক্ শব্দ! কেন থামে না ? মাথার মধ্যে—না, বাইরে। ঐ জানলার বাইরে, পাহাড়ে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে। বুনো ঘোড়া। একপাল বুনো ঘোড়া। আমারই জন্য নেমে আসছে—মাড়িয়ে দেবে আমাকে, থেঁৎলে পিষে দেবে। আমি দেখতে পাচ্ছি ওদের। ঐ তো—কাছে, আরো কাছে। ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে—জগৎ জুড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আজ কি ধ'রে ফেলবে সত্যি ? না—না—না—আমি শুনতে চাই না ঐ বিকট শব্দ —আমাকে বাঁচাও! বিবি, আমাকে বাঁচাও! আমাকে জড়িয়ে ধরো তুমি, আমার ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ো, আমাকে ঢেকে দাও তোমার শরীর দিয়ে —তাহ'লে আর ওরা কিছু করতে পারবে না।

[বিবির নাক ডাকার শব্দ। বাবু কান পর্যন্ত চাদর টেনে দিয়ে কাঁপতে লাগলো।]

ভয় ? আমি ভয় পেয়েছি ? না—ভয় কিসের। আসুক ওরা, আমি তর্ক করবো ওদের সঙ্গে। বলো, আমাকে কেন মারতে চাও ? আমি কী-দোষ করেছি ? কারো গায়ে আমি টোকা দিইনি কোনোদিন। আমার কোমরে ছোরা নেই ঝোলানো, হাতে নেই পিস্তল। আমি রাইফেল ধরি না, বাইবেল পড়ি

না, খবর কাগজ বড্ড বড়ো আমার পক্ষে। বলছো আমি পারি না ব'লেই মারি না? ভুল। আমি কি পারি না বিষ ছড়াতে—জিভে বিষ, মদে বিষ, দরজার বাইরে, পর্দার আড়ালে, চোখে-চোখে বিষ, মনে-মনে বিষ—আমি কি পারি না ঘর পোড়াতে, মন পোড়াতে, আমি কি জীবন ভেঙে দিতে পারি না? কিন্তু না—ও-সবে আমার ঘেন্না। (*মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিলো।*)

[ঘুমের মধ্যে দাঁতে দাঁত ঘষলো পল্টু।]

শুনছো তোমরা? শুনছো? আমি কাউকে মারিনি, কাউকে কষ্ট দিইনি কোনোদিন। আমি শুধু খুশি করেছি সকলকে, যে আমাকে দেখেছে সে-ই খুশি হয়েছে। রোমা, ষ্ট্রীন, ম্যুনশেন, পারী, লণ্ডন, ন্যুয়র্ক—তোমরা আমার সাক্ষী। বছর—তিরিশ বছর—বরফ, ফুল, রোদ্দুর, কুয়াশা—তোমরা। হাজার-হাজার পর্দা পড়েছে, পর্দা উঠেছে, হাজার-হাজার হাততালি আমি শুনেছি। আমি খুশি হয়েছি, খুশি করেছি—আমি দিলদার, আমি উদার, আমি খোশবায়। আমি হাওয়ার মতো ভেসে গিয়েছি জগৎ ভ'রে—সুখ ছড়িয়ে, সুবাস ছড়িয়ে, ছন্দে—আনন্দে। তবু মারবে?

[বিবির নাক-ডাক হঠাৎ খুব জোরে। সঙ্গে-সঙ্গে পল্টুর দাঁত ঘষার শব্দ]

হাসছে ওরা—হাসছে। বিকট ওদের হাসি। ঘোড়া। ছোরার মতো দাঁত। হাতুড়ির মতো পায়ের শব্দ। নাচে না, ওরা ছোটে। বেড়া ভাঙে, এগিয়ে চলে। গান নেই—চীৎকার। প্রকাণ্ড ওরা, ভীষণ ওদের জোর। এগিয়ে আসছে—এগোতে চায়, শুধু এগোতে চায়। কোথায়? জানে না। কোন দিকে? জানে না। এগোতে-এগোতে সেখানেই ফিরে আসবে আবার। চাঁদে যাও—মঙ্গলগ্রহে—সেখানেই ফিরবে। তবে এত চ্যাঁচামেচি কেন? তিন পা ফেলে তিন ভুবন জয় করেছিলেন কেউ একজন। জানো না? বামনের তিন পা, ছন্দে বাঁধা তিন পা, নাচের তালে তিন পা—যথেষ্ট। শুধু পা রাখার জায়গাটুকু হ'লেই নটরাজের যথেষ্ট। না এগোনো, না পেছোনো, না দূর, না ভবিষ্যৎ—ঘুর, সুর, ঘূর্ণি, বৃত্ত, নৃত্য—ছন্দ, ধ্বংস, জন্ম, আনন্দ। জানো না তোমরা? শুধু তাঁর পায়ের ছন্দে প্রলয়, চাঁদ তারা মঙ্গলগ্রহ সব সুদ্ধু। জানো না? শুধু তাঁর পায়ের ছন্দে জন্ম—যা হারিয়ে যায় তা-ই ফিরে আসে, কিছুই নেই যা হারিয়ে যায়, যা ফিরে আসে তা-ই ফুরিয়ে যায়—সব আছে কিন্তু কিছু নেই, শুধু ছন্দ—বৃত্ত—নৃত্য—আনন্দ। জানো না তোমরা?

[বিবির জোরালো নাক-ডাক। পল্টুর দাঁত ঘষার শব্দ।]

আবার হাসি। বিকট হাসি ওদের। বিবি, উঠে পড়ো—চলো আমরা পালাই। ওরা কি জলাঙ্গী নদী চেনে? দূরে, অনেক দূরে জলাঙ্গী। নদীর ওপরে মস্ত আকাশে মেঘ। আয় বৃষ্টি হেনে, ধান দেবো বুনে। মেঘ দেখে-দেখে বেলা

কেটে যায়—নীল মেঘ, ধোঁয়া মেঘ, কালো মেঘ। চলো যাই—সেখানে ওরা খুঁজে পাবে না আমাকে। আমি সন্ধেবেলা নাচবো তোমাকে ঘিরে ঘিরে—তুমি হবে আমার রোমা হ্বীন পারী। ফিরে এসো, বিবি—আমার কাছে ফিরে এসো।

না—উত্তর নেই। সত্যি কি বিবি ওদের দলে চ'লে গেলো? ঘোড়া, ছোরার মতো দাঁত। মুখে ফেনা, নিশ্বাসে ফুলকি, খুরের তলায় আগুন। আর চীৎকার—বিকট। (*হঠাৎ—গা থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে*) না—আমি আর ভয় করবো না—আমি যাবো, এগিয়ে যাবো ঐ যেখানে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে ওরা, সেখানেই যাবো আমি। (*বিছানায় উঠে বসলো, অন্ধকারে জানলার দিকে তাকালো।*) এবার ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বুনো ঘোড়া, হাতুড়ির মতো খুরের শব্দ। ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে—এক পাল বুনো ঘোড়া, মাতাল। ওদের পিঠে বিবি। ব'সে আছে চেপে, শুয়ে পড়েছে, নুয়ে পড়েছে ওদের গলার ওপর, ওর পা দুটো আটকে আছে ওদের পেটের তলায়। যত ঘোড়া তত বিবি। ওরা বিবিকে কেড়ে নিলো—এখন আমিই শেষ, আমার পরে আর কেউ নেই, কেউ রইলো না। আমি কি চুপ ক'রে শুধু দেখবো ওদের, শুধু মনে-মনে ভয় পেয়ে কুঁকড়ে থাকবো? না—আর উঁকিঝুঁকি নয়, এবার মুখোমুখি। আমি ওদের সামনে গিয়ে নাচ দেখাবো, ওরা তখন চিনতে পারবে আমাকে—ওরা থেমে যাবে, ওরা ভালোবাসবে। আসছি, আমি আসছি।

[*বাবু লাফিয়ে নেমে পড়লো খাট থেকে, অন্ধকারে ঠেলে-ঠেলে বাথরুম থেকে টেনে নিয়ে এলো চেয়ার, চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়ে ফরাশি জানলার ছিটকিনি খুলে ফেললো। চেয়ার থেকে নেমে বেরিয়ে এলো ব্যাল্কনিতে। ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠলো একবার, চোখে পড়লো শহরের সারি-সারি আলো, আর আকাশে চুপচাপ একলা চাঁদ। শব্দ ক'রে বললো, 'দ্যাখো, তোমরা দ্যাখো আমাকে।' চাঁদের দিকে তাকিয়ে শুরু করলো নাচ। অনেকক্ষণ ধ'রে নাচলো, ছোট্ট ব্যাল্কনিতে ঘুরে-ঘুরে, চাঁদের দিকে, দূরের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে। নাচ শেষ ক'র নিজেই হাততালি দিলো, তক্ষুনি শুনলো ঝড়ের মতো বুনো ঘোড়ার খুরের শব্দ। ফিশফিশ ক'রে বললো, 'আসছি, আমি আসছি।' তারপর ব্যাল্কনির রেলিঙ বেয়ে উঠে লাফিয়ে পড়লো নিচে। ঝুপ ক'রে শব্দ হ'লো একবার। ঘরে বিবির নাক ডেকে উঠলো, ঘুমের মধ্যে দাঁত ঘষলো পল্টু।*]

পাতা ঝ'রে যায়

পা ত্র পা ত্রী

স্বামী

স্ত্রী

[কলকাতার এক নতুন উপকণ্ঠ। দুপুরে খাওয়ার পরে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি চেয়ারে বারান্দায় ব'সে আছেন। স্বামীর বয়স ৬৫, স্ত্রীর ৬০।]

স্বামী। আজ মাছটা পচা ছিলো।

স্ত্রী। পচা না, নরম।

স্বামী। পচা। আমার ঢেঁকুর উঠছে।

স্ত্রী। হজমের দোষ। পাতিলেবু খেয়ো বেশি ক'রে।

স্বামী। হজমের না—মাছের দোষ। পচা মাছ।

স্ত্রী। পচা না—নরম। বাজারে মাছই নেই, তা টাটকা মাছ।

স্বামী। মাছ কেন থাকবে না? আমাদের হাতিবাগানের বাজারে, জানো—

স্ত্রী। রেখে দাও তোমার হাতিবাগান। কোন জন্মের কথা।

স্বামী (*একটু চুপ ক'রে থেকে*)। কতকাল কাসুন্দি খাই না।

স্ত্রী। এই তো সেদিনও খেলে।

স্বামী। ছোঃ! ও তো দোকানে কেনা। বাড়িতে তৈরি না-হ'লে আবার কাসুন্দি। কেউ আর কাসুন্দি করে না আজকাল।

স্ত্রী। কার অত সময় আছে!

স্বামী। কতকাল কুমড়োফুল-ভাজা খাই না।

স্ত্রী। ভারি তো জিনিশ!

স্বামী। আমার মা নারকোল দিয়ে ছোলার ডালের ছেঁচকি রাঁধতেন। চমৎকার! আর তুমি যে আগে সর্ষে দিয়ে ভাপা চিংড়ি রাঁধতে—

স্ত্রী। আঃ—রাখো তো! কেবল খাওয়ার কথা। তোমরা বিন্দিগড়ের লোকেরা বড়ো পেটুক।

স্বামী। তোমরা রায়গঞ্জের লোকেরা বড়ো রাগি।

স্ত্রী। আমি রাগি হ'লে তোমার সংসারে আগুন জ্বলতো।

স্বামী। আবার আমার মা-কে নিয়ে খোঁটা দেবে?

স্ত্রী। ম'রে গেছেন—কিছু বলতে চাই না—কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখ ছিলো।

স্বামী। তুমিও বোবা ছিলে না।

স্ত্রী। তোমার মতো মিনিমুখো যার স্বামী, তার বোবা থাকার উপায় কী।

স্বামী। আমি মিনিমুখো ব'লেই আগুন জ্বলেনি। যা ইচ্ছে করেছো।

স্ত্রী। আমার আবার ইচ্ছে!

স্বামী। তুমি আমার ভাইকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছিলে।

স্ত্রী। তার উপকার করেছিলাম। জোয়ান ছেলে—পাশ-টাশ কিচ্ছু করেনি—বৌকে নিয়ে জ্যাঠতুতো দাদার ওপর প'ড়ে-প'ড়ে খাচ্ছিলো। আর আজ দ্যাখো তার

কত বড়ো ব্যাবসা। দু-খানা গাড়ি। আমার জন্যেই হ'লো তো।

স্বামী। তোমার জন্যে! অহংকারের সীমা আছে। বিমলেটা অনেকদিন আসে না।

স্ত্রী। সময় পায় না। নানা ধান্দায় ঘোরে।

স্বামী। বিমলেটার অল্প বয়সেই চুল পেকে গেলো।

স্ত্রী। এমন আর অল্প কী। পঞ্চাশ তো হ'লো।

স্বামী। পঞ্চাশ না! এই সেদিনের ছেলে।

স্ত্রী। আলবৎ পঞ্চাশ! একান্নও হ'তে পারে।

স্বামী। কক্ষনো না! টেলিফোন করো।

স্ত্রী। ব'য়ে গেছে।

[একটু চুপচাপ]

স্বামী। বুলুর চিঠি অনেকদিন আসে না।

স্ত্রী। মঙ্গলবারে এসেছিলো।

স্বামী। সোমবারে।

স্ত্রী। আমার মনে আছে। সেদিন সুমিতার মেয়ের বিয়ে ছিলো।

স্বামী। আমার মনে আছে। আমি সেদিন ডেনটিস্টের কাছে গিয়েছিলাম।

স্ত্রী। নিয়ে এসো চিঠি। দ্যাখো।

স্বামী। আমি পারবো না। বুলুরা এ-বছর ফিরছে না তাহ'লে।

স্ত্রী। ওরা যা ভালো বোঝে। টবলুর ছ-টা দাঁত উঠেছে। গেঞ্জি গায়ে ছবিতে একেবারে পাকা বাবু। ইশ—কবে দেখবো!

স্বামী। বুলুর ঘুরে-ঘুরে সর্দি হচ্ছে।

স্ত্রী। এখন আর হয় না। মিনেসোটায় এসে সেরে গেছে।

স্বামী। তুমি ভুল করছো। এখন ওরা মিনেসোটায় নেই। এখন আছে ভার্জিনিয়াতে।

স্ত্রী। ফেব্রুয়ারি মাসে মিনেসোটায় ছিলো। বড়ো ঠাণ্ডা মিনেসোটা।

স্বামী। ভীষণ ঠাণ্ডা। এক হাজার হ্রদ আছে। সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু ভীষণ ঠাণ্ডা।

স্ত্রী। ওরা কবে ফিরবে কে জানে।

স্বামী। যা ওরা ভালো বোঝে। হারীত ফিরে এসে মস্ত বড়ো ডাক্তার হ'য়ে বসবে।

স্ত্রী। তুমি ভুল করছো। হারীত ডাক্তার নয়—বায়লজিস্ট।

স্বামী। হারীত এখানকার এম. বি.।

স্ত্রী। হারীত বায়লজিস্ট হ'তে চলেছে। মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কাজ করে। জলের ফোঁটা, দাঁতের ছাতা, ব্যাঙের রক্ত— সব দ্যাখে মাইক্রোস্কোপে। বাতের ইঞ্জেকশন বের করছে হারীত। বুলু সব কথা সুন্দর গুছিয়ে লিখেছে—তুমি চিঠিগুলোও মন দিয়ে পড়ো না।

স্বামী। ভার্জিনিয়াতে শীত কম। বুলু মোটা হয়েছে।

স্ত্রী। কী সুন্দর দেখাচ্ছে ছবিতে। সেই চওড়া লাল পাড়ের কাঞ্চীপুরম শাড়িটা

পরনে। আমি অনেক খুঁজে-খুঁজে ভল্লার দোকানে কিনেছিলাম। কপালে সিঁদুর। যেন লক্ষ্মী। ওদের রঙিন ছবিগুলো চমৎকার।

স্বামী। রমলা সিঁদুর পরে না।

স্ত্রী। সিঁথিতে ছোঁওয়ায়।

স্বামী। দেখা যায় কি না যায়। মেয়েরা আর সিঁদুর পরে না।

স্ত্রী। হাবুলের চাকরিতে উন্নতি হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হ'লো।

স্বামী। ভুল করছো। আগে ছিলো অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। এখন হয়েছে ডেপুটি সেক্রেটারি। এর পর জয়েন্ট সেক্রেটারি হবে। তারপর সেক্রেটারি।

স্ত্রী। রমলাও আরো ভালো একটা চাকরি পেলো। ইকনমিক্স পড়াচ্ছে।

স্বামী। ইকনমিক্স না—স্ট্যাটিস্টিক্স। খুব শক্ত-শক্ত অঙ্কের ব্যাপার। কী ক'রে যে মেয়েদের মাথায় ঢোকে ও-সব!

স্ত্রী। মেয়েদের কি আর সে-দিন আছে।

স্বামী। সিঁদুর পরে না। পান সাজে না। রুমাল শেলাই ক'রে উপহার দেয় না কাউকে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে শাড়ি মেলে দেয় না তারে। বিকেলে ছাতে উঠে শুকনো কাপড় নামিয়ে আনে না।

স্ত্রী। রেখে দাও। ছাত কোথায়? সব ফ্ল্যাট।

স্বামী। সেদিন সুরেশের মেয়েকে দেখলে? সালওয়ার-কামিজ পরেছে!

স্ত্রী। বেশ তো।

স্বামী। বিশ্রী। আর বিনোদের ছেলেরা নাকি ধুতি পরতে শেখেইনি—হাফ-প্যান্ট ছেড়েই ফুলপ্যান্ট। আর কী সরু প্যান্ট—বসতে গেলেই ছিঁড়ে যায়।

স্ত্রী। যুগের যা হাওয়া।

স্বামী। পম্পাও কি সালওয়ার-কামিজ পরে?

স্ত্রী। পরে নিশ্চয়ই। দিল্লিতে আছে তো। আর পম্পা ছেলেমানুষ।

স্বামী। এমন আর ছেলেমানুষ কী।

স্ত্রী। সবে তেরো।

স্বামী। চোদ্দ।

স্ত্রী। তেরো পেরিয়ে দু-মাস।

স্বামী। বুলুকে তুমি তেরোতে শাড়ি ধরিয়েছিলে।

স্ত্রী। যখন যা হাওয়া।

স্বামী। তুমি রমলাকে লিখে দাও পম্পাকে যেন—

স্ত্রী। আমি কেন লিখতে যাবো। ওরা যা ভালো বোঝে করবে।

স্বামী। তবে অনেকগুলো তাঁতের শাড়ি কিনে পাঠিয়ে দাও পম্পার জন্য।

স্ত্রী। তাঁতের শাড়িতে কুটকুট করে পম্পার। ওর পছন্দ নাইলন।

স্বামী। বিশ্রী।

স্ত্রী। তোমার চোখ পুরোনো হ'য়ে গেছে।

স্বামী। তোমার যে সেই ফিকে-নীলের ওপর আবছা-শাদা-ডোরা-কাটা ঢাকাই শাড়িটা ছিলো—

স্ত্রী। কোন জন্মের কথা!

স্বামী। মেয়েরা এখন পাড়-ছাড়া শাড়ি পরে। চুলে তেল দেয় না। অনেকে সিগারেট খায়। পেট-দেখানো জামা পরে। ছেলেরা ধুতি পরতে শেখে না। বিয়ে করার আগেই আলাদা বাসা নেয়। ইংরেজি গান শোনে। কলেজে থাকতেই মদ খায়।

স্ত্রী। হাবুল আর রমলা। রোজ সন্ধেবেলা মদ খায় ওরা। বন্ধুবান্ধব নিয়ে মদ খায়। রোজ। রমলাও খায়। আর যা করে করুক, মদটা কেন।

স্বামী। যুগের হাওয়া।

স্ত্রী। যদি মাত্রা বেড়ে যায়? আর খরচ।

স্বামী। ওরা যা ভালো বোঝে।

স্ত্রী। কত বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। স্বামীকে ছেড়ে এসে চিত্রা আছে পৃথ্বীশের সঙ্গে। চার বছর একসঙ্গে থাকার পর অবনীশ আর মাধবী এই সেদিন বিয়ে করলো।

স্বামী। বেশ তো।

স্ত্রী। কেউ কিছু মনেও করে না। কেমন হ'য়ে যাচ্ছে সবাই।

স্বামী। জ্বলুনি-পুড়ুনির চেয়ে এই ভালো।

স্ত্রী। শান্তি তো দেখি না।

স্বামী। তোমার চোখ পুরোনো হ'য়ে যাচ্ছে। এখন উনিশ-শো ছাপ্পান্ন সাল।

স্ত্রী। ভুল বললে। উনিশ-শো পঁয়ষট্টি চলছে।

[একটু চুপচাপ]

স্বামী। ওরা কি আসবে শিগগির?

স্ত্রী। কারা?

স্বামী। হাবুলরা?

স্ত্রী। হাবুলের পুজোর আগে ছুটি নেই।

স্বামী। সেই পুজো!

স্ত্রী। ওদের ভাই-বোনে পাঁচ বছর দেখা হয় না। হাবুলরা হারীতকে দ্যাখেনি। বুলুরা এই বাড়ি দ্যাখেনি। ওরা সবাই একসঙ্গে একবার আসে যদি! পুরো একতলাটা ওদের ছেড়ে দেবো। টবলু খেলবে বাগানে। দুটো কুকুরছানা কিনে রাখবো ওর জন্যে। পম্পার জন্যে তানপুরো। পম্পা ঠুংরি শিখছে। মিষ্টি গলা।

স্বামী। আগে আসুক।

[একটু চুপচাপ]

স্বামী। গরম।

স্ত্রী। গরম কোথায়—বেশ হাওয়া।

স্বামী। পাড়াটা বড্ড চুপচাপ।

স্ত্রী। ট্রাম নেই।

স্বামী। মাঝে-মাঝে বাস্ চলে।

স্ত্রী। মাঝে মাঝে মোটরের হর্ন।

স্বামী। মাঝে-মাঝে বাতাসের শব্দ।

স্ত্রী। বাতাস। ফাল্গুন মাস। এই বাতাস আমার ভালো লাগে।

স্বামী। পাতা ঝ'রে যায়।

স্ত্রী। আমাদের রায়গঞ্জে পলাশ ফুটতো ফাল্গুন মাসে। পুকুর ছিলো। আম জাম মাদার গাছ ছিলো।

স্বামী। ঝরা পাতা। বাতাসে ওড়ে।

স্ত্রী। লম্বা দুপুর। ফাল্গুনের হাওয়া। বকুল ফুল। আমাদের রায়গঞ্জে।

স্বামী। মনে পড়ে মিহিজাম ? বেলা দুপুর। চুপচাপ। নির্জন। টলটলে ঠাণ্ডা পুরোনো ঘাট-বাঁধানো পুকুর। তুমি আর আমি নাইতে নেমেছিলাম। তুমি সাঁতার কেটেছিলে।

স্ত্রী। তুমি সাঁওতাল মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ছিলে। তারা খোলা গায়ে স্নান করছিলো।

স্বামী। তুমিও। জলের তলায় ঝিলিক দিয়ে ভেসে উঠছিলে। মাছের মতো। আমি তোমাকে জলের তলায় ধ'রে ফেলেছিলাম।

স্ত্রী। তিনটে সাঁওতাল মেয়ে। ওদের লজ্জা নেই। তুমি চোখ দিয়ে গিলছো ওদের, কিন্তু ওরা গা ঢাকছে না। হাসছিলো।

স্বামী। তোমার আবার বড়ো বেশি লজ্জা। শুতে এসেও শাড়ি-শেমিজ।

স্ত্রী। তোমার আবার মুখেই বীরত্ব। গর্জন বেশি, বর্ষণ কম।

স্বামী। মনে পড়ে হাজারিবাগের ডাকবাংলো ? কী অন্ধকার!

স্ত্রী। ইলেকট্রিক আলো ছিলো না।

স্বামী। এক লক্ষ জোনাকি ছিলো।

স্ত্রী। পাশ ফিরতে গেলে মচমচ শব্দ খাটে।

স্বামী। হঠাৎ মাঝরাতে বৃষ্টি নামলো। একটু-একটু শীত।

স্ত্রী। আমাদের সঙ্গে কম্বল ছিলো না।

স্বামী। আমরা সে-রাতে ঘুমোইনি।

স্ত্রী। শেষরাত্রে ঘুমিয়েছিলাম।

স্বামী। আমি উঠে চা তৈরি ক'রে ডাকলাম তোমাকে। বাইরে রোদ ঘাস। বৃষ্টির ফোঁটা। বাতাসে ইউক্যালিপ্টাসের গন্ধ।

স্ত্রী। বাজে বোকো না। তুমি কোনোদিন চা তৈরি ক'রে আমাকে ডাকোনি।

স্বামী। হাজারিবাগে আমি চা তৈরি করেছিলাম। ডেকে তুলেছিলাম তোমাকে।

স্ত্রী। কক্ষনো না।

স্বামী। আমার স্পষ্ট মনে আছে।

স্ত্রী। তোমার কিছুই মনে থাকে না।

স্বামী। স্পষ্ট মনে আছে।

স্ত্রী। বাজে বোকো না। আমি তোমাকে খড়কুটো জ্বেলেও চা ক'রে খাইয়েছি। রাঁচির রাস্তায় ট্যাক্সি যখন খারাপ হ'লো।

স্বামী। আমি তোমাকে স্পিরিট-ল্যাম্পে চা ক'রে খাইয়েছিলাম হাজারিবাগে।

স্ত্রী। ভুল করছো। হাজারিবাগে না—দেওঘরে ধরমশালায়।

স্বামী। হাজারিবাগে।

স্ত্রী। দেওঘরে।

স্বামী। আমি বলছি, হাজারিবাগে!

স্ত্রী। আমি বলছি, দেওঘরে!

[একটু চুপচাপ]

স্বামী। মাছি।

স্ত্রী। অসভ্য মাছি।

স্বামী। গরম পড়ে। মাছি বাড়ে।

স্ত্রী। কোকিল ডাকে।

স্বামী। ধুলো ওড়ে।

স্ত্রী। পাতা ঝ'রে যায়।

স্বামী। আমাদের হাতিবাগানের বাড়িতে একটা কাকাতুয়া ছিলো। সে বলতো 'বড়ো বৌ, রাগ কোরো না। বড়ো বৌ, রাগ কোরো না।' বড়ো বৌ মানে আমার মা।

স্ত্রী। কেমন! তোমার মা-ই রাগি ছিলেন। আমি রাগি নই।

স্বামী। আর বলতো, 'বৌদি গৌরী, গৌরী বৌদি।' এটা আমি শিখিয়েছিলাম। বৌদি ফর্শা ছিলেন, নামও গৌরী ছিলো। আমার বৌদিকে তোমার মনে আছে?

স্ত্রী। বাঃ! আমাকে বাজুবন্দ দিয়েছিলেন। দশ ভরি সোনা। জড়োয়া সেটিং। তেমন ফর্শা কিন্তু ছিলেন না। যদিও ওঁর জন্যেই আমার তোমাদের বাড়িতে কালো ব'লে বদনাম হ'লো।

স্বামী। বৌদির কত চিঠির কাগজ ছিলো। নীল, শাদা, হলদে, গোলাপি। মোটা, পাটির মতো বোনা। সে-রকম আর দেখি না। বৌদির ছবি-আঁকা চায়ের সেট ছিলো। সবুজ পাতা, গোলাপ ফুল। সে-রকম আর দেখি না। বৌদির কাছে অমলা দাসের রেকর্ড ছিলো। কনক দাসের রেকর্ড ছিলো। কী গান! আজকাল কেউ রবীন্দ্র-সংগীত গায় না কেন?

স্ত্রী। রোজই হয় রেডিওতে। তুমি শোনো না।

স্বামী। তেমন আর হয় না। লোকেরা এখন ইংরিজি গান শোনে। রবীন্দ্র-সংগীত শোনে

না। লোকেরা এখন অন্য গান শোনে। 'ঝিক্‌ঝিক্‌, ঝুম্‌ঝুম্‌, শন্‌শন্‌!' বিশ্রী।

স্ত্রী। তুমি গানের কিছু বোঝো না। আজকাল সুর অনেক ভালো। রবীন্দ্র-সংগীত একঘেয়ে।

স্বামী। রবীন্দ্র-সংগীত ভালো।

স্ত্রী। একঘেয়ে।

[একটু চুপচাপ]

স্বামী। কী-রকম হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন বৌদি। ন্যুমোনিয়া। মাত্র ন-দিনের অসুখ। আজকাল ন্যুমোনিয়ায় কেউ মরে না।

স্ত্রী। টাইফয়েডে মরে না। কালাজ্বরে মরে না।

স্বামী। দেশে কালাজ্বর আর নেই।

স্ত্রী। ম্যালেরিয়া আর নেই।

স্বামী। তবু লোকেরা মরছে। বিয়ের চিঠি। শ্রাদ্ধের চিঠি। সেদিন দেখলাম বিয়ে-বাড়িতে আলো দিয়েছে, খুব জাঁক-জমক, পাশ দিয়ে হরিধ্বনি চ'লে গেলো। তুমি এখনো ভয় পাও? হরিবোল শুনে ভয় পাও?

স্ত্রী। আমার ভয় অনেক ক'মে গেছে।

স্বামী। মনে আছে হাতিবাগানে? রোজ রাত্রে হরিধ্বনি। ভয়ে তুমি কাঠ। আমি কত রাত আলো জ্বেলে ব'সে-ব'সে কাটিয়ে দিয়েছি। যাতে তুমি ভয় না পাও।

স্ত্রী। কক্ষনো না। কক্ষনো তুমি রাত জাগোনি আমার জন্য।

স্বামী। নিশ্চয়ই! অনেক রাত জেগেছি।

স্ত্রী। যদি জেগেই থাকো কথা শোনাও কেন? অমন সবাই করে।

স্বামী। শোনাচ্ছিলাম না। বলছিলাম।

স্ত্রী। তুমি আবার কথা বলো! হাবুল যখন ছোটো, কত রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। রাত-কাঁদুনে ছিলো হাবুল। ওঠো, কোলে নিয়ে নাচাও, মশা মারো, হিশি করাও। কোনোদিন তাকিয়ে দেখেছো? ছুঁয়ে দেখেছো ছেলেকে?

স্বামী। আমি বুলুকে ঝিনুক-বাটিতে দুধ খাইয়েছি। ঘুম পাড়িয়েছি।

স্ত্রী। তখন আমার অসুখ ছিলো।

স্বামী। বুলুটা খুব মিষ্টি ছিলো ছেলেবেলায়। ঝাঁকড়া চুল। হাতে-পায়ে দুষ্টুমি।

স্ত্রী। ঐ তো। কষ্ট সব আমার; তারপর ওরা একটু বড়ো হ'লো যখন, বাপ এলেন সোহাগ করতে। আলগা সোহাগ।

স্বামী। বাচ্চারা ঝামেলা। ট্যাঁ-ভ্যাঁ! আজ সর্দি, কাল পেট-খারাপ। হিশির গন্ধ।

স্ত্রী। আলাদা খাটে শুলেই পারতে।

স্বামী। তুমি তো খাট আলাদা করলে। আমি না।

স্ত্রী। বুলু বড়ো হয়েছে তখন।

স্বামী। বুলু হাবুল দু-জনেই মা-র ঘরে শুতে পারতো। পাশের ঘরে আলাদা শুতে

পারতো। আমি তা-ই বলেছিলাম।

স্ত্রী। তুমি তো বলবেই। পুরুষ! বুড়ো হ'লেও নিবৃত্তি হয় না।

স্বামী। তখন আমি বুড়ো হইনি।

স্ত্রী। পুরুষ আবার বুড়ো হয় না কি ? না কি হ'লেই নিজেকে বুড়ো ব'লে ভাবে ?

স্বামী। তা-ই তো ভালো।

স্ত্রী। ভালো! রোজ-রোজ ঐ এক ব্যাপার। বিশ্রী।

স্বামী। তুমি আমাকে ঠকিয়েছো।

স্ত্রী। বাজে বোকো না। তোমার তো বাক্যই সার, কর্মে তো তেমন দেখাতে পারোনি।

স্বামী। সুযোগ পাইনি।

স্ত্রী। সুযোগ পাওনি! পকেট থেকে চিঠি বেরোলো। মনে আছে ?

স্বামী। কোন চিঠি?

স্ত্রী। ভুলে গেলে ? যাকে না-দেখলে একদিন চলতো না তোমার।

স্বামী। তোমারই বন্ধু। স্বামী ত্যাগ করেছে।

স্ত্রী। খুব দয়া! তাই তুমি আপিশ কেটে দুপুরে তার বাড়ি যাও। ট্যুরে যাচ্ছো ব'লে রাত কাটাও তার সঙ্গে।

স্বামী। তুমি সব জানো!

স্ত্রী। আমি তক্ষুনি চ'লে যেতাম তোমার বাড়ি ছেড়ে। নেহাৎই হাবুল-বুলু ছিলো ব'লে।

স্বামী। আমি তিন দিন স্বপ্ন দেখেছিলাম তুমি বাড়ি ছেড়ে চ'লে গিয়েছো। একা যাওনি।

স্ত্রী। যত বাজে!

স্বামী। তোমরা খুব নিচু গলায় কথা বলতে, আমি ঘরে ঢুকলেই চুপ। মনে আছে ?

স্ত্রী। যত বাজে!

স্বামী। মনে আছে আমরা সবাই মিলে পুরী গিয়েছিলাম ? অনেক রাতে ঘুম ভেঙে দেখি তুমি ঘরে নেই।

স্ত্রী। তুমি স্বপ্ন দেখছিলে।

স্বামী। অনেকক্ষণ পরে তুমি ঘরে এলে। এসে জানলার ধারে দাঁড়ালে। জ্যোছনা ছিলো—আমি তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

স্ত্রী। বাজে বোকো না। যা ঘুম তোমার—বাড়িতে ডাকাত পড়লে ভাঙে না।

স্বামী। কিন্তু সে-রাতে আমি আর ঘুমোইনি।

স্ত্রী। সখীর কথা ভাবছিলে।

[অনেকক্ষণ চুপচাপ]

স্বামী। কাক।

স্ত্রী। অসভ্য কাক।

স্বামী। রেলিঙে এসে বসেছে।

স্ত্রী। হুশ! দূর হ।

স্বামী। ঐ উড়ে গেলো। কাকে আর দাঁড়কাকে তফাৎ জানো?

স্ত্রী। দাঁড়কাক আরো কালো হয়, আরো বড়ো।

স্বামী। তুমি দাঁড়কাক দেখেছো?

স্ত্রী। কে না দেখেছে?

স্বামী। আমি বোধহয় দেখিনি। দেখলেও, চিনি না। যোগেশ খুব পাখি চিনতো।

স্ত্রী। কোন যোগেশ?

স্বামী। আমার বন্ধু, যোগেশ ভদ্র। মনে নেই তোমার? মোটাসোটা, ফুর্তিবাজ। খুব পাখি চিনতো যোগেশ। গ্রামে-গ্রামে ঘুরে ফোটো তুলতো পাখিদের। কোন পাখির বাসা কেমন, কোন পাখি কখন ডিম পাড়ে। সব জানতো। অদ্ভুত বাতিক।

স্ত্রী। পরিতোষবাবুর গাছপালার শখ ছিলো।

স্বামী। যোগেশের কী হ'লো জানো? সকালে ঘুম থেকে উঠেছে, বাথরুমের দরজার কাছে প'ড়ে গেলো। সেই পড়াই পড়া।

স্ত্রী। পরিতোষবাবু ক্যানসারে মারা গেলেন।

স্বামী। ক্যানসার সারে না।

স্ত্রী। সন্ন্যাসরোগের চিকিৎসা নেই।

স্বামী। থ্রম্বসিসে রক্ষে নেই।

স্ত্রী। মাথার শির ছিঁড়ে যায়।

স্বামী। হঠাৎ হার্ট থেমে যায়।

স্ত্রী। হঠাৎ রক্তবমি হয়।

স্বামী। এই সেদিন সুকুমার মারা গেলো।

স্ত্রী। এই সেদিন আমার মেজো জামাইবাবু মারা গেলেন।

স্বামী। হঠাৎ শুনলাম পারুল মারা গেছে।

স্ত্রী। হঠাৎ শুনলাম লাবণ্য-দি মারা গেছেন।

স্বামী। আর আমাদের হিমাংশুবাবু। কী-রকম সাত্ত্বিক মানুষ— ভোরে ওঠেন, নিরিমিষ খান, চা পর্যন্ত খান না। তিনিও।

স্ত্রী। কত লোক ম'রে যায়!

স্বামী। বড্ড।

[একটু চুপচাপ]

স্বামী। আমার বৌদি এখনো বেঁচে থাকতে পারতেন।

স্ত্রী। আমার ছোটোমামা এখনো বেঁচে থাকতে পারতেন।

স্বামী। জয়ন্ত এখনো বেঁচে থাকতে পারতো।

স্ত্রী। মঞ্জু এখনো বেঁচে থাকতে পারতো।

স্বামী। মনে থাকে না। মনে পড়ে। বৌদি মারা গেলেন কতকাল হ'লো। কুড়ি বছর।

স্ত্রী। কুড়ি! অন্তত পঁয়ত্রিশ।

স্বামী। পঁয়ত্রিশ! না—না, পঁয়ত্রিশ না।

স্ত্রী। বাঃ, তা তো হবেই। হাবুল তখন কোলে!

স্বামী। পঁয়ত্রিশ বছর! এতদিন! এই তো সেদিনের কথা।

স্ত্রী। সেদিনের কথা। আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ চল্লিশ বছর। তাও সেদিনের কথা। এতদিন! একদিন। চল্লিশ বছর।

স্বামী। চল্লিশ বছর। কখন কেটে গেলো?

স্ত্রী। চল্লিশ বছর। একটা পলক।

স্বামী। একটা পলক। চল্লিশ বছর। কেমন ক'রে কাটলো? তোমার কিছু মনে পড়ে?

স্ত্রী। মনে কেন পড়বে না?

স্বামী। কী ক'রে কাটলো? এই চল্লিশ বছর? আমার তো কিছু মনে পড়ে না।

স্ত্রী। হাবুল, বুলু, জামাই, বৌ, নাতি, নাৎনি। সংসার। আর এই বাড়ি করেছো।

স্বামী। শুধু এ-ই?

স্ত্রী। আর কী থাকে মানুষের।

স্বামী। আর-কিছু থাকে না। কিছু থাকে না।

[অনেকক্ষণ চুপচাপ]

স্বামী। আমি তখন ছোটো। একবার অমর দত্তর অ্যাক্টিং দেখেছিলাম। অর্জুন সেজেছিলেন অমর দত্ত। আঃ!

স্ত্রী। আমি একবার স্কুলে রেসিটেশনের প্রাইজ পেয়েছিলাম। প্রাইজ দিয়েছিলেন বাসন্তী দেবী। সি. আর. দাশের স্ত্রী। আমাদের স্বদেশী স্কুল ছিলো। আমি একবার সি. আর. দাশকেও দেখেছিলাম।

স্বামী। কৃষ্ণ সেজেছিলেন কুসুমকুমারী। 'পার্থ, তুমি মোহাচ্ছন্ন। জাগ্রত হও!' অঃ, কী গলা! গায়ে কাঁটা দেয়।

স্ত্রী। রেসিটেশন ছিলো 'মেঘনাদবধ' থেকে। 'সম্মুখসমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে—' আর মনে নেই।

স্বামী। মনে থাকে না। মনে পড়ে। আমি একবার সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা শুনেছিলাম।

স্ত্রী। আমি একবার ভেবেছিলাম স্বদেশী করবো। জেলে যাবো।

স্বামী। আমি একবার ভেবেছিলাম হেঁটে-হেঁটে তিব্বতে যাবো।

স্ত্রী। হোঃ! তুমি যাবে তিব্বতে। চা না-হ'লে চোখ খুলতে পারো না সকালে।

স্বামী। একটু-একটু তিব্বতি ভাষাও শিখেছিলাম। কিছু মনে নেই।

স্ত্রী। মনে থাকে না।

স্বামী। মনে পড়ে না। মনে পড়ে। আমি একবার টেবলটেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। আমার ছবি বেরিয়েছিলো কাগজে।

স্ত্রী। আমি একবার একটা ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলাম। বাবার সঙ্গে প্রথম যেবার দার্জিলিং যাই। সেটা ছাপা হয়েছিলো 'মাসিক বাঁশরি'তে।

স্বামী। মোহনবাগান প্রথম যেবার শীল্ড পেলো, আমি সেই খেলা দেখেছিলাম। স্কুল থেকে পালিয়ে। শার্ট ছেঁড়া, জুতো হারিয়ে গেছে, কিন্তু বাড়িতে কেউ বকলেন না।

স্ত্রী। আমি একবার রামানুজের সার্কাস দেখেছিলাম। তার আগে জ্যান্ত বাঘ দেখিনি। আর ঐ মেয়েগুলো—যারা দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটে! যেন স্বর্গের পরি। যেন পাখা মেলে উড়ে যাবে। আমি সারারাত মেয়েগুলোর স্বপ্ন দেখলাম।

স্বামী। তুমি স্টারে 'চিরকুমার সভা' দেখেছিলে?

স্ত্রী। সে তো বিয়ের পরে তোমার সঙ্গে।

স্বামী। তোমার মনে আছে? দুর্গাদাস কেমন 'বেলুন' বলেছিলো। 'বেলুন দেখেছিলেন—বেলুন?' হী-হি। আর নীহারবালার গান। 'না, না গো না—'

স্ত্রী। তুমি গান গাইবে নাকি?

স্বামী। না—ভাবছিলাম। আর শিশির ভাদুড়ীর 'সীতা'। কী কেঁদেছিলে তুমি!

স্ত্রী। তুমিও কম কাঁদোনি।

স্বামী। 'সীতা—! সীতা—!' যেন বুক-ফাটা ডাক। 'কার—কার কণ্ঠস্বর!'

স্ত্রী। তুমি অ্যাক্টিং করবে নাকি?

স্বামী। না—ভাবছিলাম। তোমার মনে আছে সেবার বিন্দিগড়ে? একদিন রাত্রে কেমন ঝড় উঠলো। গাছ প'ড়ে যাচ্ছে। চাল উড়ে যাচ্ছে। তুমি খুব ভয় পেয়েছিলে। সবাই ভয় পেয়েছিলো। আমি ভয় পাইনি। আমার মনে হচ্ছিলো—

স্ত্রী। ওরই মধ্যে দুম ক'রে জ্বর এলো বুলুর।

স্বামী। আমার খুব ভালো লাগছিলো। অনেক জানলা যেন খুলে গেলো। অনেক দরজা যেন খুলে গেলো। আমি যেন অনেক দূরে ছড়িয়ে গেলাম। তোমার মনে আছে সেই ঝড়?

স্ত্রী। আমি সারারাত বুলুকে কোলে নিয়ে ব'সে ছিলাম। তুমি একবারও কোলে নাওনি।

স্বামী। আমার ভালো লাগছিলো। আশ্চর্য লাগছিলো! বেঁচে আছি সেটা আশ্চর্য লাগছিলো। তোমাকেও অন্য রকম লাগছিলো তখন।

স্ত্রী। পরের দিন হাম বেরোলো বুলুর। তুমি ডাক্তার পর্যন্ত ডেকে আনলে না।

স্বামী। তুমি ভুলে গেছো। আমি ভোরে গিয়ে কেশব ডাক্তারকে নিয়ে এলাম।

স্ত্রী। তুমি না—সুবোধ।

স্বামী। আমি গিয়েছিলাম।

স্ত্রী। সুবোধ গিয়েছিলো।

স্বামী। আমি

স্ত্রী। সুবোধ!

স্বামী। তোমার ঠিক মনে আছে?

স্ত্রী। তোমা। ঠিক মনে আছে?

স্বামী। তোমার মনে নেই।

স্ত্রী। তোমার মনে নেই।

[অনেকক্ষণ চুপচাপ]

স্বামী। লম্বা দিন।

স্ত্রী। দিন বড়ো হচ্ছে। ফাল্গুন মাস।

স্বামী। পাড়াটা কী চুপচাপ!

স্ত্রী। ঐ স্কুলের বাস্ এলো।

স্বামী। হরেনবাবুর মেয়ে বাস্ থেকে নামলো।

স্ত্রী। স্কুলের বাস চ'লে গেলো।

স্বামী। হরেনবাবুর ছেলে স্কুটার কিনেছে।

স্ত্রী। নগেনবাবুর মেয়ে ক্যানাডায় যাচ্ছে।

স্বামী। বীরেনের ছেলেটা এবারেও পাশ করতে পারেনি।

স্ত্রী। সুপ্রভার আবার বাচ্চা হবে।

স্বামী। কোন সুপ্রভা?

স্ত্রী। তোমার ভাগনির মেয়ে সুপ্রভা।

স্বামী। সুপ্রভার শ্বশুরের নাকি অসুখ?

স্ত্রী। সে তো কবে থেকেই। বড্ড ব্লাড-প্রেশার।

স্বামী। আমার ব্লাড-প্রেশার বাড়েনি। হার্ট খারাপ হয়নি। ডায়াবেটিস হয়নি। আমি মাসে একবার ডাক্তার দেখাই। আমি ভালো আছি।

স্ত্রী। আমার মেয়ে-জামাই আমেরিকায় আছে। তারা আসবে। ছেলে-বৌ দিল্লিতে আছে। তারা আসবে। নাতি-নাৎনি আসবে। আমি নাতির জন্য কুকুর-ছানা কিনবো। নাৎনির জন্য তানপুরো। নাৎনির বিয়েতে কী-কী গয়না দেবো ভেবে রেখেছি। আমি ভালো আছি।

[একটু চুপচাপ]

স্বামী। থামলে কেন?

স্ত্রী। কী বলবো।

স্বামী। কিছু বলো।

স্ত্রী। তুমি এবার একটু ঘুমিয়ে নাও।

স্বামী। সারা রাত ঘুমোই। ঘুমোনো ছাড়া কিছু করার নেই রাত্রে।

স্ত্রী। পুরুষ এক জীব!

স্বামী। আজকাল স্বপ্নও দেখি না। স্বপ্নে যদি বৌদিকে দেখি। যদি যোগেশকে দেখি। যোগেশ পাখি ভালোবাসতো। বৌদি গান ভালোবাসতেন।

স্ত্রী। ভাবছি একটা গোরু রাখবো।

স্বামী। গোরু কেন?

স্ত্রী। টবলু এসে দুধ খাবে।

স্বামী। দুধ তো কিনতে পাওয়া যায়।

স্ত্রী। টবলু খাঁটি দুধ খাবে।

স্বামী। গোরু বিশ্রী। মশা, মাছি, নোংরা।

স্ত্রী। আমি রাখবো।

স্বামী। আমার মত নেই। বরং মুর্গি পোষো।

স্ত্রী। মুর্গি! নোংরা। রাজ্যের অসুখ। আমার সব্জিখেত খেয়ে ফেলবে।

স্বামী। ডিম পাবে। মাংস পাবে।

স্ত্রী। গোরু রাখলে দুধ পাবে। খাঁটি দুধ।

স্বামী। গোরু না—মুর্গি!

স্ত্রী। মুর্গি না—গোরু!

[একটু চুপচাপ]

স্ত্রী। তুমি কি ঘুমিয়ে পড়ছো?

স্বামী। না তো।

স্ত্রী। সিগারেট ধরিয়ে ঘুমিয়ে পোড়ো না। আবার জামা পোড়াবে।

স্বামী। ঘুমোইনি। ভাবছিলাম। তুমি কখনো কামরাঙা খেয়েছো?

স্ত্রী। কত! আমাদের রায়গঞ্জের বাড়িতে অনেক হ'তো।

স্বামী। কামরাঙার গন্ধটা ভাবছিলাম। আজকাল পাওয়া যায় না।

স্ত্রী। যায়। খুব কম। আর খাচ্ছেই বা কে? একটা গাড়ি আসছে।

স্বামী। আমাদের বাড়িতে?

স্ত্রী। সন্তোষবাবুর বাড়িতে থামলো। সন্তোষবাবুর শালীরা বেড়াতে এলো।

স্বামী। প্রায় বিকেল।

স্ত্রী। দেরি আছে এখনো। দিন বড়ো হচ্ছে।

স্বামী। লম্বা দিন। লম্বা দুপুর। আরো পরে বিকেল হবে। তারপর রাত্রি। তারপর সকাল। দিন আর রাত। রাত আর দিন। দিন আর রাত। আমরা কিন্তু মরিনি।

স্ত্রী। কী অলক্ষুনে কথা!

[একটু চুপচাপ]

স্বামী। পাড়াটা কী চুপচাপ।

স্ত্রী। তেমন আর কী। মাঝে-মাঝে বাস চলে।

স্বামী। মাঝে-মাঝে ট্যাক্সি।

স্ত্রী। মাঝে-মাঝে লরি।

স্বামী। মাঝে-মাঝে বাতাসের শব্দ।

স্ত্রী। পাতার শব্দ।

স্বামী। গাছের শব্দ।

স্ত্রী। গাছে পাখি।

স্বামী। পাখি উড়ে যায়।

স্ত্রী। গাছে পাতা।

স্বামী। পাতা ঝ'রে যায়।

স্ত্রী। কাকের ডাক।

স্বামী। কুকুরের ডাক।

স্ত্রী। মাঝে-মাঝে পায়ের শব্দ।

স্বামী। মাঝে-মাঝে টেলিফোন।

স্ত্রী। মাঝে-মাঝে রেডিও।

স্বামী। মাঝে-মাঝে একেবারে চুপ।

স্ত্রী। মনে হয় কেউ কোথাও নেই।

স্বামী। পায়ের শব্দ নেই।

স্ত্রী। হাওয়ার শব্দ নেই।

স্বামী। হাজারিবাগের ভোরের গন্ধ নেই।

স্ত্রী। হাবলু-বুলুর গায়ের গন্ধ নেই।

স্বামী। মিহিজামের জলের গন্ধ নেই।

স্ত্রী। রায়গঞ্জের ঘাসের গন্ধ নেই।

স্বামী। মনে হয় আমরা কখনো বাঁচিনি।

স্ত্রী। আমরা বেঁচে আছি।

হিতাকাঙ্ক্ষী

পা ত্র পা ত্রী

নিকুঞ্জ

রমেন

নিকুঞ্জর স্ত্রী

[রমেন রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, তার এক হাতে একখানা বই, আর এক হাতে সিগারেট। উল্টো দিক থেকে নিকুঞ্জবাবুকে আসতে দেখা গেলো। নিকুঞ্জবাবু স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক, পুরাকালে রমেন সেই স্কুলেরই ছাত্র ছিলো]।

নিকুঞ্জ। এই যে রমেন, ভালো তো?

রমেন (*সিগারেট সংযুক্ত হাতটি পিছনে লুকিয়ে এক হাতে যথাসম্ভব উপযুক্ত ভঙ্গিতে অভিবাদন করে*)। আপনি ভালো স্যর?

নিকুঞ্জ। তা—হ্যাঁ—না—তেমন আর ভালো কই। ডিস্‌পেপসিয়াটা বড্ড অবষ্টিনেট জানো তো। ডাক্তারের কথা মতো সকালে-বিকেলে একটু walk করছি, কিন্তু কোনো ফল পাচ্ছি না। তুমি কোন্ দিকে?

রমেন। এই—একটু—

নিকুঞ্জ। আড্ডা দিতে বেরিয়েছো বুঝি? তোমার লজ্জা হয় না, রমেন, এখনো আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করতে?

রমেন। আজ্ঞে?

নিকুঞ্জ। এসো আমার সঙ্গে একটু হাঁটবে—তোমাকে গোটাকয়েক কথা বলবো।

রমেন। আজ্ঞে আমি—

নিকুঞ্জ। আহা—এসোই না। আমি তোমাকে ভালো কথাই বলবো—তাতে কোনো ক্ষতি হবে না তোমার।

[অগত্যা হাতের সিগারেটটি ফেলে দিয়ে রমেন নিকুঞ্জবাবুর সঙ্গে হাঁটতে লাগলো।]

নিকুঞ্জ। আবার সিগারেটও ধরেছো। স্বাস্থ্য নষ্ট, অর্থ নষ্ট, এফিশিয়েন্সি নষ্ট! কেন, কেন এসব খারাপ অভ্যেস করো, বলতে পারো? তোমার বাবা নেই—তোমার মা, তোমার ছোটো ছোটো ভাই-বোন—সবাই তোমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আর তুমি কিনা সিগারেট খেয়ে, আড্ডা দিয়ে, আরো কী সব করে, সহরের ছোঁড়াদের বখিয়ে বেড়াচ্ছো! কী বই ওটা তোমার হাতে?

রমেন (*অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে*)! একটা ইংরিজি নভেল।

নিকুঞ্জ। অথর?

রমেন। লরেন্স।

নিকুঞ্জ। কে?

রমেন। ডি. এইচ. লরেন্স।

নিকুঞ্জ। ডি. এইচ—লরেন্স। ওয়েট-হুঁ—মনে পড়ছে—এর একখানা। বই পড়েছিলাম একবার—আরে ছ্যা, ছ্যা পাতায় পাতায় প্রিপজিশন ভুল! প্রথম চ্যাপ্টারের পরে আমার আর পেসেন্সই থাকলো না—বুঝলে হে?

রমেন। ভালো।

নিকুঞ্জ। কী বললে?

রমেন। না—বলছিলুম যে, যে বইয়ে পাতায় পাতায় ভুল, সে বই না পড়াই তো ভালো।

নিকুঞ্জ। তোমরা তো বোধ হয় এসব ছাড়া কিছু পড়োই না। আমাদের সময়—বুঝলে হে—এডুকেশনের একটা মানে ছিলো, রাসেলাখানা এখনো ঝাড়া মুখস্থ! বাসরে, সে কী ইংরেজি! তারপরে হোল লাইফ আর গ্রামারের জন্য—একটু আস্তে হাঁটো, রমেন, আমার বয়স হয়েছে, তোমাদের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে তো চলতে পারিনে—অন্যের জন্য এটুকু কনসিডরেশন তোমার থাকা উচিত।

রমেন। আজ্ঞে, আমি বরং—

নিকুঞ্জ। কী? যাবে না? কোথায় যাবে? কেন যাবে? একটা স্কুল মাষ্টারের কম্পানি আর তোমার ভালো লাগছে না—এই তো? ওল্ড ফুল তো? অথচ এই আমি যদি নেসফিল্ড নিয়ে তোমার পিছনে লেগে না থাকতাম—

রমেন (*নেসফিল্ডের স্মৃতিতে মনে মনে শিহরিত হয়ে*)। আমার একটু কাজ আছে কিনা—

নিকুঞ্জ। কাজ? কী কাজ শুনি?

রমেন। আমি একটা ট্যুশানিতে যাচ্ছিলাম—

নিকুঞ্জ। ট্যুশানি? কোথায়?

রমেন। ভবতোষবাবুর বাড়ীতে—

নিকুঞ্জ। সবজজ ভবতোষবাবু?

রমেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নিকুঞ্জ। বেশ, বেশ, শুনে সুখী হলাম। ওঁর ছেলেরা ছোটো ছোটো, তাদের জন্যে তো আর এক্সপীরিয়েন্সড টীচারের দরকার নেই—তা তোমাকে রেখেছে—বেশ, বেশ—তোমারও যা হয় দু পাঁচ টাকা পকেটে আসে—তা ছেলেগুলো বড্ড বাঁদর, না?

রমেন। তা তো ঠিক বলতে পারবো না—আমি ভবতোষবাবুর মেয়েকে পড়াই।

নিকুঞ্জ। ভবতোষবাবুর মেয়েকে! তা মেয়েটি তো বেশ বড়োসড়ো হয়েছে।

রমেন। তা হয়েছে। আসছে বারে ম্যাট্রিক দেবে কিনা—

নিকুঞ্জ (*কটমট করে রমেনের দিকে তাকিয়ে*)। আসছে বারে ম্যাট্রিক দেবে কিনা, তাই তোমার মতো একটা বিশ্ববখা ছোঁড়াকে টিউটর এনগেজ করা হয়েছে! ভবতোষবাবুর বুদ্ধিকে বলিহারি! কেন, সহরে আর কি টিউটর পাওয়া যাচ্ছিলো না। যতসব বুড়ো বুড়ো ভেটেরান—যারা বিশ বচ্ছর ধরে একটা গবর্নমেন্ট-এডেড হাইস্কুলে পড়াচ্ছে—তারা কি সব মরে গিয়েছিলো? কত দেয়?

রমেন। আজ্ঞে?

নিকুঞ্জ। বলি, মাইনে দেয় কত?

রমেন। ও-বিষয়ে তো কোনো কথা হয়নি।

নিকুঞ্জ। অ! তাই বলো! মাইনে ফাইনে কিছু নেই!

রমেন। কিছু হয়তো দেবে মাসের শেষে—

নিকুঞ্জ। না, না, না, না—কিছু না, কিছু না, ও আশাও মনে রেখো না তুমি! তাই তো ভাবছিলুম, হাড় কিপটে ভবতোষ ঘোষ হঠাৎ মেয়ের জন্য প্রাইভেট টিউটর এনগেজ করলো! একটি পয়সা গলবে না ওর হাত দিয়ে—হি-হি —একটি পয়সা না! আরে এটা বুঝছো না, সেইজন্যেই তো তোমাকে রাখা! ছেলেছোকরা না হলে তো আর পটানো যাবে না—বুড়ো হাড়ে রসটস নেই তো!

রমেন। কী বললেন স্যর?

নিকুঞ্জ (*হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গিয়ে*)। না না, সে কথা না—বলছিলুম কি, ট্যুশানি করো যা খুসী করো কিন্তু চরিত্র ঠিক রেখো! চরিত্র! ক্যারেক্টার! ক্যারেক্টার যার নেই, তার কিছু নেই! তোমাকে ছেলেবেলা থেকে এই উপদেশ দিয়ে আসছি, তুমি কানে তোলোনি! সেই জন্যেই আজ তোমার দুর্নামে সহরে কান পাতা যায় না। এই দুর্নামের বোঝা নিয়ে আবার একটি যুবতী মেয়েকে তুমি পড়াতে যাও? তোমার এটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই! ধরো, এই suppose—suppose people start talking—এসব কথা তো এ-কান ও-কান হতে সময় লাগে না—তারপর, ভাবো, মেয়েটির হয়তো আর বিয়েই হলো না, তার লাইফটা একেবারে রুইনড হয়ে গেলো—ওঃ! সেই ভয়াবহ ভবিষ্যতের ছবি দেখে তুমি কি মনে মনে আঁৎকে ওঠো না?

রমেন (*অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে*)। আপনি আমাকে কি করতে বলেন?

নিকুঞ্জ। শোনো—তোমার সঙ্গে একটু প্লেন স্পীকিং করা দরকার হয়েছে। কিছু মনে কোরো না—আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বলেই বলছি। এসব ছাড়ো, সৎপথে থাকো, কাজকর্ম্মে মন দাও, মা-র দুঃখ দূর করো, ভাই-বোনগুলিকে মানুষ করে তোলো। তুমিই এখন তাদের আশাভরসা। তোমার-ভাই-বোনদের কচি-কচি মুখগুলি যখন আমার মনে পড়ে, আমার বুক ফেটে যায়, রমেন। অকালে ওরা বাপকে হারালো, তোমার মতো অমানুষ দাদাই হলো ওদের আশ্রয়! আহা! তা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা কিছু করছো, না কি বিনি মাইনের টিউশনিতেই ম'জে আছো?

রমেন। আজ্ঞে—

নিকুঞ্জ। এদিকে কাপড়-চোপড় তো দিব্যি ফুলবাবুর মতো! দেখে কে বলবে যে, অকূল সংসার সমুদ্রে হাবুডবু খাচ্ছো! তা ভালো—যা দিনকাল পড়েছে আজকাল ও-সব ভড়ং বজায় রাখাই আসল কথা। বাড়ীতে যদি হাঁড়ি না চড়ে, সে তো আর কেউ দেখতে যাচ্ছে না—কী বলো? কিন্তু ঐ ধোপ-দুরস্ত জামাটি

কাপড়টি দিয়ে লোকের চোখে একটা ইমপ্রেশন করা যায়। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছো কি? তোমার এই—এই বাবুগিরি—হ্যাঁ, রমেন, আমি একে বাবুগিরিই বলবো—এই বাবুগিরির জন্য অন্য কেউ বঞ্চিত হচ্ছে না তো? তোমার মা? তোমার ছোটো ছোটো ভাই-বোন? তোমার একটা চাকরি নেই, কোনো সহায় সম্বল নেই—

রমেন। আজ্ঞে আমি—

নিকুঞ্জ (*বাধা দিয়ে*)। থাক্ থাক্ তুমি যা বলবে আমি জানি। চাকরির চেষ্টা তো করছো, হচ্ছে না—এই তো? লেগে থাকো, রমেন, লেগে থাকো—অত সহজে কি জীবনে কিছু হয়! হাঁটো, খাটো, ঘোরাঘুরি করো, ধরাধরি করো—রাসবিহারীবাবুর চিঠি নিয়ে তালুকদার সাহেবের কাছে যাও, তালুকদার সাহেবের চিঠি নিয়ে ম্যাকফার্সন সাহেবের কাছে, ম্যাকফার্সন সাহেবের চিঠি নিয়ে স্যর এ. পি'র কাছে—তোমার পায়ের জুতো ক্ষয় হোক্, গায়ের জামা ছিঁড়ে যাক্, চোখমুখ গর্ত্তে বসুক, ফর্সা রং ছাইয়ের মতো হোক—তবে তো চাকরি হবে! কিছু মনে কোরো না—আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, তাই এত সব বলছি। রমেন, এত অল্পে হতাশ হয়ে পড়লে কি চলে! জীবনসংগ্রাম অতি কঠিন, অতি কঠোর—সেখানে কোনো দয়া নেই, স্নেহ নেই, করুণা নেই। তাই তো তোমাকে বলি—be up and doing, don't let the grass grow under your feet। মন-প্রাণ দিয়ে সংসার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ো, রমেন, তারপর—আজ থেকে ছ'মাসের মধ্যে তোমার যদি চাকরি না হয়, তাহলে এই এখানে—আমার বাড়ীর সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে মুখের উপর যা খুসী বলে যেয়ো!

রমেন। আজ্ঞে চাকরি আমার একটি হয়েছে।

নিকুঞ্জ। অ্যাঁ? কী বললে?

রমেন। বলছিলুম যে চাকরি একটা হয়েছে।

নিকুঞ্জ। পেয়েছো? চাকরি পেয়েছো? কোথায়?

[দু'জনে নিকুঞ্জবাবুর বাড়ীর সামনে]

রমেন। পেয়েছি। সূর্য্যবাবুর সুগার মিলে।

নিকুঞ্জ। অ! সুগার মিলে! তা ওখানকার কাজ-কর্ম্মের তো কিছুই ঠিক নেই, শুনি বছরে ছ মাসই নাকি কাজ বন্ধ থাকে।

রমেন। আজকাল বারো মাসই কাজ হয়। ভালো চলছে।

নিকুঞ্জ। ভালো চলছে, না? চলবেই—চারদিকে যতসব জোচ্চোর ফেঁপে উঠছে আজকাল। ঐ সূর্য্য মিত্তিরকে কি আমি আজ থেকে চিনি! লোকটা এক নম্বরের—থাক্, থাক্ তুমি ছেলে মানুষ, ও-সব কথা আর তোমাকে বলে কী হবে। তা মাইনে ফাইনে কিছু দিচ্ছে তো?

রমেন। তা দিচ্ছে।

নিকুঞ্জ। কি রকম দ্যায়?

রমেন। তা—তা একরকম ভালোই দ্যায়।

নিকুঞ্জ। পঞ্চাশ-টঞ্চাশ দ্যায়, কী বলো?

রমেন। তার চেয়ে একটু বেশীই দিচ্ছে।

নিকুঞ্জ। বেশী দিচ্ছে? ভালো, ভালো। কিন্তু ওদের তো কোনো বিশ্বাস নেই হে—নিয়ম মতো মাইনে তুমি ওদের কাছ থেকে পাবে না! আজ দু'টাকা কাল পাঁচ টাকা—প্রাণ বেরিয়ে যায়!

রমেন। মাইনে তো নিয়ম মতই দিচ্ছে ওরা।

নিকুঞ্জ। বলো কী। সূর্য্য মিত্তিরের চিনির কলে নিয়ম মতো মাইনে দিচ্ছে! এ-ও আমাকে বিশ্বাস করতে হলো! কত দিচ্ছে ঠিক করে বলো তো!

রমেন। এখন দেড়শো দিচ্ছে—

নিকুঞ্জ। অ্যাঁ!

রমেন। এখন দেড়শো দিচ্ছে—সাড়ে তিনশো পর্য্যন্ত গ্রেড।

নিকুঞ্জ। (*জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে*) দেড়শো...সাড়ে তিনশো...ওয়েট...আমার শরীরটা হঠাৎ যেন কেমন...হার্টের কাছে সেই ব্যথাটা...রমেন, আমাকে একটু ধরো তো। হ্যাঁ—এই কাঁধের কাছটায়...দেড়শো...সাড়ে তিনশো...উঃ!

রমেন। চলুন, আপনাকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাই।

[দু'জনে বাড়ীর ভিতরে এলো]

নিকুঞ্জ। কই গো, কোথায়?

[নিকুঞ্জবাবুর স্ত্রী বাইরের ঘরে এলেন।]

নিকুঞ্জ। কোথায়? তোমার ঐ পুষ্যি বাছুরটি কোথায়—বসে বসে কেবল খাবে আর টেরি কাটবে! ডেকে আনো না তাকে একবার চেহারাটা দেখি!

স্ত্রী। কি হয়েছে?

নিকুঞ্জ। ইডিয়ট! রোগ? র‍্যাগামাফিন! সেদিন না ওকে পাঠালুম সূর্য্য মিত্তিরের কাছে—এসে বলে কিনা চাকরি খালি নেই! অকর্ম্মার ঢিপি! বের করে দাও তাড়িয়ে দাও ওটাকে বাড়ী থেকে—চারদিকে সবারই চাকরি হচ্ছে—আর ঐ গাধার বাচ্ছাটা—

রমেন। স্যর, আপনি নিজেই নিজেকে গাল দিচ্ছেন—একটু শান্ত হোন।

নিকুঞ্জ। ওঃ আমার বুকের ভিতরে কেমন করছে...ওগো শুনছো...(*ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগালেন*)।

স্ত্রী। (*ব্যস্ত ভাবে*) কী হয়েছে, রমেন?

রমেন। ওঁর শরীরটা বোধহয় হঠাৎ একটু খারাপ হয়েছে। আপনি বসে বসে ওঁর বুকে হিতাকাঙ্ক্ষানিবারক ঘৃত মালিশ করুন, আমি চলি।

একটি মেয়ের জন্য

চ রি ত্র

শিবচন্দ্র দত্ত	:	উকিল
লোকনাথ ঘোষ	:	উকিল, শিবচন্দ্রের বন্ধু ও প্রতিবেশী
উৎফুল্লপ্রকাশ বসুঠাকুর	:	এম. এ., বি. সি. এস.
অপূর্বকুমার গুহ		
সন্ধ্যা	:	শিবচন্দ্রের বিবাহযোগ্যা মেয়ে—বয়েস সতেরো
একজন চাকর		

স্থান : শিবচন্দ্রের বাড়ি   সময় : অপরাহ্ণ, গ্রীষ্মকাল

[শ্যামবাজার অঞ্চলের একটি ব্লক-বাড়ির বড়ো-রাস্তা থেকে সবচেয়ে পেছনের ব্লক। নিচের বসবার ঘরটি যেন বিশেষ কোনো উপলক্ষে সাজানো। মেঝেতে শতরঞ্চি পাতা। দরজা দিয়ে ঢুকেই একটি ছোটো সেক্রেটারিয়েট-টেবল ও একটি অফিস-চেয়ার। টেবিলের ওপর কাগজপত্র ইত্যাদি অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। দেয়ালের কাছে একটি বড়ো আলমারি আইনের বইয়ে ঠাসা। ঘরের মাঝামাঝি একটি নিচু চায়ের টেবিল সদ্য ধোপাবাড়ি ফেরৎ এমব্রয়ডারি-করা কাপড়ে ঢাকা। দু-দিকে দু-খানা চেয়ার। ঘরের অন্যদিকে অন্দরে যাবার দরজার কাছে ধবধবে ফরাশ-বিছানো একটি তক্তপোশ। গোটা তিনেক তাকিয়া। তক্তপোশ ও চায়ের টেবিলের মাঝামাঝি একটি টিপাই ও একটি ছোটো, পাৎলা চেয়ার। দেয়ালে গোটা কয়েক ছবি—দিল্লিদরবারের একটা, সমুদ্রের ওপর একটা সূর্যাস্ত, কাপড়ের ওপর তুলো দিয়ে করা একটা মেমসাহেব—এই সব। তক্তপোশের ওপরে—দর্শকদের মুখোমুখি একটা বড়ো ক্লক—ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি।

যবনিকা ওঠার আধ-মিনিট পর ভেতরের দরজার পর্দা সরিয়ে ফুলসাজানো একটা চিনা ভাস হাতে ক'রে চাকরের প্রবেশ। সে মাঝখানকার চায়ের টেবিলের ওপর ফুলদানিটা রেখে, চারদিকে ভালোমতো তাকিয়ে দেখতে লাগলো, সব ঠিক আছে কিনা। তক্তপোশের ফরাশটা যথেষ্ট টান থাকা সত্ত্বেও আর-একটু টেনে-টুনে তাকিয়াগুলোকে অকারণে ঝাড়ছে, এমন সময় লোকনাথের প্রবেশ।]

চাকর (*সসম্ভ্রমে*)। বসুন। বাবুকে খবর দিচ্ছি।

লোকনাথ। বাঃ, বেশ, হয়েছে ঘরের চেহারা, কিন্তু (*তক্তপোশে ব'সে*)—আচ্ছা যা তুই, বাবুকে খবর দে গে।

চাকর। আজ্ঞে যাচ্ছি।

[প্রস্থান। লোকনাথ জুতোর ফিতে খুলে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে তক্তপোশের ওপর বেশ গ্যাঁট হ'য়ে বসতেই শিবচন্দ্রের প্রবেশ। তার হাতে সেফটি রেজার, মুখের অর্ধেক কামানো হয়েছে। অন্যদিকে সাবানে ঢাকা থাকলেও ঠোঁটের ওপর বেশ চওড়া গোঁফ দেখা যাচ্ছে।]

লোকনাথ। (*চট ক'রে খাড়া হ'য়ে ব'সে*)। এ কী হে?

শিবচন্দ্র। তোমার কাছে এক্ষুনি লোক পাঠাবো ভাবছিলাম—তুমি এলে, ভালোই হ'লো। নিশ্চিন্ত হলাম। ঝামেলা, লোকনাথ, ঝামেলা। সেই সকাল থেকে —কিন্তু তুমি একটু বোসো, লোকনাথ, দাড়িটা কামিয়ে আসি।

[গমনোদ্যত]

লোকনাথ। কিন্তু শুধু কি দাড়ি? গোঁফও যে! এই বুড়ো বয়সে বৃন্দাবনী ঢঙের শখ কেন?

শিবনাথ (*ঠোঁটের কামানো অংশে হাত বুলোতে-বুলোতে*)। বোলো না আর সে-দুঃখের কথা—এই আধ-ঘণ্টা গোঁফের সঙ্গে লড়ছি। এদিকটা ছোটো করি

তো ওদিকটা বড়ো হ'য়ে যায়, আবার ওদিকটা ছাঁটি তো এদিকে যায় বেড়ে। শেষকালটায় রাগ ক'রে ঠিক করলাম, কামিয়েই ফেলবো। কামিয়ে ফেলতে বাধ্য হলাম একরকম। আর বোলো না দুঃখের কথা। সেই সক্কাল থেকে ঝকমারি, লোকনাথ, ঝকমারি। এতে মাথা ঠিক রাখতে পারে মানুষ? শেভ করতে গিয়েও কেলেঙ্কারি!...যাক, ভালোই হ'লো। আজকালকার ছেলেরা ক্লীন শেভ পছন্দ করে।

লোকনাথ। করে করুক : ছেলে তো আর তোমাকে বিয়ে করছে না।

শিবচন্দ্র। আরে, এটা বুঝতে পারছো না কেন? General impression—বুঝলে লোকনাথ? General impression! বিস্তর নির্ভর করে ঐ ইম্প্রেশনের ওপর! তা-ই যদি না হবে, তাহ'লে এত ক'রে ঘর-দোর সাজাবারই বা দরকার কী ছিলো? আমার যথাসাধ্য তো করেছি, এখন যার পছন্দ হওয়া নিয়ে কথা, তাঁর পছন্দ হ'লেই হ'লো। বোলো না আর দুঃখের কথা, এই দু-বছর ধ'রে চেষ্টা করছি মেয়েটাকে পার করতে—এই দু-বচ্ছরে আমাদের জানাশোনার মধ্যে কমসে-কম পঞ্চাশটি মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে—

লোকনাথ। আহা—এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? এমন তো নয় যে বাংলাদেশে আর পুরুষ নেই।

শিবচন্দ্র (*সে আগাগোড়া দাঁড়িয়েই আছে*)। তুমিও যেমন! পুরুষ হ'লেই হ'লো? একটা পাগল কি মাতাল, মূর্খ কি কবি ধ'রে এনে বিয়ে দিলেই হ'লো? বিষম ল্যাঠা, লোকনাথ, বিষম ল্যাঠা। তা-ও আবার আমার পছন্দ হ'লেই তো হয় না! খুঁজে-পেতে যা এক-আধটা পাত্র জোগাড় করি, গিন্নি শিটকোন নাক। হয় বংশ উঁচু নয়, নয় দাঁত উঁচু। আমি তো ভেবে পাইনে, লোকনাথ, বংশও উঁচু, অথচ দাঁতও উঁচু নয়, এমন ছেলে কোথায় পাওয়া যাবে।

লোকনাথ (*হেসে*)। তোমার মাথা গরম হ'য়ে গেছে শিবু, তোমার গালে যে সাবান শুকিয়ে শক্ত হ'য়ে গেছে, সে-খেয়ালও তোমার নেই। তোমার এখন দাড়ি-টাড়ি কামানো সেরে তৈরি হওয়া উচিত ; ওদের আসবার সময় হ'লো বুঝি।

শিবচন্দ্র। সময় হয়েছে? (*ঘড়ির দিকে তাকিয়ে*)। তাই তো, খুব বেশি দেরিও তো নেই। কথা বলতে-বলতে দাড়ির কথা ভুলেই গেছলাম। এখানে ব'সেই সেরে ফেলি—গল্পও করা যাবে?

লোকনাথ। গল্প তুমি আজ যা করবে, বুঝতে পেরেছি।

শিবচন্দ্র। বোলো না লোকনাথ, বোলো না। সেই সক্কাল থেকে মাথাটা হট হ'য়ে আছে। ওরে মহেশ—

[চাকরের প্রবেশ।]

আমার দাড়ি কামাবার সাবান-টাবানগুলো নিয়ে আয় তো।

[সেক্রেটারিয়েট-টেবিলে গিয়ে বসলো।]

লোকনাথ। একটু ঠাণ্ডা হও, শিবু। তোমার এ-ছটফটানি কিন্তু general impression-এর পক্ষে মারাত্মক।

[চাকর দাড়ি কামাবার সব উপকরণ এনে টেবিলের ওপর রাখলো। এর পর থেকে শিবচন্দ্র শেভও করছে, কথাও বলছে।]

শিবচন্দ্র। উপায় নেই। মেয়ের বাপ তো আর হওনি—

লোকনাথ। তা যদিও হয়েছি—

শিবচন্দ্র। বুঝবে বছর দশেক পরে। যত দিন যাবে, এ-দেশে বিয়ে ব্যাপারটা ততই কঠিন হ'য়ে উঠবে।

লোকনাথ। কেন বলো তো?

শিবচন্দ্র। আজকালকার ছেলেগুলোর দেখছো তো ডেঁপোমি? নিজে এসে মেয়ে দেখা চাই। তা-ও আবার একা নয়, সঙ্গে একজন বন্ধু। কেন রে বাপু, আমরা যে সব মা-বাপের চোখে দেখেই বিয়ে করেছি, আমাদের বিয়ে কি বিয়ে হয়নি? একবার একটু চোখে দেখে ভালোই বা কী লাগবে, মন্দই বা কী লাগবে! অনর্থক botheration! জানোই তো লোকনাথ—এমন অনেকবার হয়েছে—পাত্র মোটের ওপর বেশ ভালো, ওঁরও অমত নেই—মাঝখান থেকে দিগ্বিজয়ী মহাবীর এসে সব দিলেন ভেঙে। মেয়ে তাঁর পছন্দ হয়নি—মেয়ে কালো। যেন কালো মেয়ে ভালোবাসতে জানে না। জন্মেছিস বাপু গরম দেশে, নিজেদের রংও তেমন-কিছু উজ্জ্বল গৌর নয়, কালো-কালো ব'লে চ্যাঁচালে তো আর ট্রপিক অব ক্যান্সার স'রে যাবে না! পাচ্ছিস নগদ টাকা, ঢের জিনিশপত্তর—ক'রেই ফ্যাল না বিয়েটা! মেয়ে তেমন কালোও তো নয়! বোলো না আর, লোকনাথ—ফাঁপরে পড়েছি, মহাফাঁপরে।

লোকনাথ। তাহ'লে দশ বছর পরে ব্যাপারটা অনেক সোজা হ'য়ে যাবে মনে হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা নিজেরাই পছন্দ ক'রে-ক'রে বিয়ে করবে। মা-বাপ ফ্রী।

শিবচন্দ্র। ঘোড়ার ডিম ফ্রী! ফ্যাশাদ, লোকনাথ, ফ্যাশাদ! বেজায় ফ্যাশাদ! ঘরে বড়ো মেয়ে থাকলে মা-বাপের আর সুনিদ্রা হবার জো নেই। চব্বিশ ঘণ্টা সন্ত্রস্ত হ'য়ে থাকতে হয়। কখন কোথা দিয়ে কেমন ক'রে কী হ'য়ে যায়, কিছু বলা যায় না, কিছু বলা যায় না। মেয়েকে কি আমি কম কড়াক্কড়ে রাখি, মনে করো! বাড়ির দরজা সর্বদা বন্ধ থাকে। যে-ই আসুক—স্বয়ং আমি হ'লেও —কড়া নাড়লে, তারপর নাম বললে তবে দরজা খোলা হয়। বাড়িতে যত চিঠি আসে, সব আমার হাত দিয়ে যায়। সন্ধ্যার বাইরে যাওয়া বারণ, ছাতে ওঠা বারণ, জানলার কাছে দাঁড়ানো বারণ। আমার ভাইপো, ভাগনে, শালা, ছেলে ইত্যাদি বাড়ির ভেতর খুব ঘেঁষাঘেঁষি না-করতে পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখি। ওর মা যখন কোথাও বেরোন, কক্ষনো ওকে সঙ্গে নিয়ে যান না। আবার একা বাড়িতে রাখাও অসম্ভব, সেইজন্য ওকে তোমাদের

বাড়িতে রেখে যাওয়া হয়। আজকালকার কলেজগুলোতেও যা-তা সব কাণ্ড হচ্ছে, সেইজন্য ওকে আই. এ. পড়তে আর দিলুম না ; অন্তত ম্যাট্রিক পাশ না-হ'লে আবার ভালো পাত্র পাওয়া অসম্ভব।

লোকনাথ। আচ্ছা বাপ হে তুমি—

শিবচন্দ্র। কেন, খারাপটা কী দেখলে তুমি? মেয়ে কি আমার খেতে-পরতে পায় না? না, আজকালকার ফ্যাশানমতো কোনো অ্যাকমপ্লিশমেণ্ট ওর হ'তে দিইনি? লেখাপড়াও ওকে শিখিয়েছি, গান-বাজনা, শেলাই-টেলাই সবই বেশ জানে। বেশই জানে। বেহালা শেখবার জন্যে একটা কানা মাষ্টার রেখে দিয়েছিলাম পর্যন্ত। একটু-একটু পেণ্টিংও জানে। এমব্রয়ডারি যা করে—চমৎকার! উল বুনতে জানে। এ-সবের পেছনে কি কম টাকা গেছে আমার? তবু তো দ্যাখো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না।

লোকনাথ। আমি তোমার মেয়ে হ'লে কিন্তু এতটা শাসনে আপত্তি করতাম।

শিবচন্দ্র। শাসনে? এটুকু শাসন না-রাখলে কি আর—খবরের কাগজগুলো রোজ পড়ো তো? তা-ও দ্যাখো, এতটা আগে ছিলো না। ভবানীপুর ছিলুম যখন, পাশের বাড়িতে থাকতো এক বখা ছোকরা, একেবারে বখা, বয়াটে, উচ্ছন্নে-যাওয়া। দিনরাত চুরুট টানতো, আর জানলা দিয়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকতো। অসহ্য! অথচ কিছু করাও যায় না—

লোকনাথ। কেন? তোমার পায়ে চটি ছিলো না?

শিবচন্দ্র। চটি না-থাকলেও স্যাণ্ডেল ছিলো, কিন্তু সেটার অপপ্রয়োগ করবার বাধা এই যে, ছোঁড়া যে আমার বাড়ির দিকেই তাকায়, তার কোনো প্রমাণ নেই। ওর জানলা দিয়ে ও যেদিকে খুশি এবং যত খুশি তাকাবে—ওকে বাধা দেবার অধিকার কারুর নেই। (কামানো শেষ ক'রে) মহেশ—

লোকনাথ। বেশ দেখাচ্ছে হে তোমাকে গোঁফ কামিয়ে। Quite young.

শিবচন্দ্র। (*গালে হাত বুলিয়ে*)। ভালোই হয়েছে, না? (আয়নায় মুখ দেখে) বাস্তবিক, গোঁফটা কামালে (*চাকরের প্রবেশ*) চেহারাটা খুলে যায়।...এগুলো নিয়ে যা তো।

[দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নিয়ে চাকরের প্রস্থান।]

লোকনাথ। সে-ছোকরার জন্যেই কি তুমি ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার পাড়ি দিলে?

শিবচন্দ্র। যা বলেছো! সন্ধ্যাও একদিন ধরা প'ড়ে গেলো।

লোকনাথ। মানে?

শিবচন্দ্র। আর বোলো না সে-কথাও! ও-ও তাকাচ্ছিলো আর কি—জানলা দুটো একেবারে কাছাকাছি। আমার এমন রাগ হয়েছিলো যে ওকে মেরেছিলাম—

লোকনাথ। মেরেছিলে? এত বড়ো মেয়ের গায়ে—

শিবচন্দ্র। আরে শোনোই না! এটাও Climax নয়। ব্যাপারটা সঙ্গিন হ'লো তখন, যখন সে-ছোকরা এক পদ্য লিখলে!

লোকনাথ। পদ্য লিখলে!

শিবচন্দ্র। শুধু লিখলে! লিখে ছাপলে এক মাসিকপত্রে, এবং সে-পত্রিকার এক কপি কী ক'রে যেন পাঠিয়ে দিলে আমাদের বাড়ি।

লোকনাথ। সাহস বটে!

শিবচন্দ্র। দুঃসাহস, অত্যন্ত দুঃসাহস! আমি ইচ্ছে করলেই মানহানি আনতে পারতাম। যা-তা সব লিখেছে—পদ্যের নামই 'একটি মেয়ের প্রতি'। জানলা দিয়ে তোমাকে দেখি, তোমর শাড়ি, চুল—তোমার ঠাণ্ডা ঘর—সেখানে গিয়ে আমি একটু বসতে চাই—তোমার ছোটো দুটি পা—আরো কত সব! এখনো মনে রয়েছে। অসহ্য, লোকনাথ, অসহ্য!

লোকনাথ। কিন্তু মানহানি আনলে না কেন?

শিবচন্দ্র। শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম, মামলা টেকে না। একটি মেয়ে মানে তো কত মেয়েই হ'তে পারে। তাছাড়া, আদালত মানেই কেলেঙ্কারি।

লোকনাথ। তা-ও তো বটে।

শিবচন্দ্র। কিন্তু বড়ো মেয়ে ঘরে থাকা যে কী দায়, তা বুঝতে পারলাম সেদিন। লাইফ মিজরেবল ক'রে ছাড়ে। ঐ জন্যেই তো বাড়িবদল করতে হ'লো। ইচ্ছে ক'রেই বড়ো রাস্তা থেকে একেবারে শেষের ব্লকটা নিলাম—এবং সেই থেকেই তুমি যাকে কড়া শাসন বলো, তা চলছে। কড়া শাসন ওটা মোটেই নয়। ওটুকু সাবধান না-হ'লে--বুঝবে, লোকনাথ, বুঝবে—দশটা বছর যাক না।

লোকনাথ। কিন্তু তোমারও বাড়াবাড়ি আছে—ছোকরা না-হয় লিখেইছিলো এক পদ্য, পদ্যই তো ব্যাপার।

শিবচন্দ্র। না, লোকনাথ, ও-সব বিলিতি চাল-চলন আমার চক্ষের বিষ। মোটের ওপর, বাল্যবিবাহই বেস্ট ; কোনো ফ্যাশাদ নেই, লোকনাথ, কোনো ফ্যাশাদ নেই। অ্যাদ্দিন ধ'রে চেষ্টা করছি—তবু যদি মেয়েটার বিয়ে হ'তো!

লোকনাথ। দ্যাখো, এ যাত্রায় যদি বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে।

শিবচন্দ্র। আর বোলো না সে-কথা! এটা যদি হ'য়ে যায়, সে আমার সাত জন্মের পুণ্যফল হবে। খাশা ছেলে। মস্ত ঘর—বিক্রমপুরের শ্রেষ্ঠ কুলীন ওরা। এম. এ.-তে বি. সি. এস.-এ ফার্স্ট। একবারেই ডেপুটি হয়েছে। আর কী চাই? গিন্নি তো এ-ছেলের জন্যে যাকে বলে বায়না জুড়ে দিয়েছেন—ছোটো ছেলেরা যেমন ক'রে লজঞ্চুষের জন্যে কাঁদে। ছেলে অবিশ্যি টাকা চায় —চাইবে না? একে ডেপুটি, তায় আবার কুলীন! আর বসুঠাকুররা তো বিয়ে করে না, ওরা করে বিবাহ ; বিশেষরূপে এমন সব জিনিশ বহন ক'রে নিয়ে

যায় যে তা হজম করতে-করতে কেটে যায় তিন পুরুষ। শ্বশুরকে শুষে নেয়, লোকনাথ, শুষে নেয়।

লোকনাথ। আমি হ'লে তো এমন ছোটোলোকদের মুখও দেখতাম না!

শিবচন্দ্র। উপায় নেই। বংশের ওপর গিন্নির বেজায় রোখ। নইলে বলো, আমার অবস্থার লোক কি নগদ পাঁচ হাজার দিতে পারে?

লোকনাথ। পাঁচ হাজার! পাঁচ হাজার দিচ্ছো নাকি!

শিবচন্দ্র। উপায় নেই। মেয়ের রং তো আবার আমাকে পথে বসিয়েছে! তবু যদি (*ঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে পাঁচটা বাজলো*)—পাঁচটা! ওদের তো পাঁচটায় আসবার কথা।

লোকনাথ। যাও শিগগির—সেজেগুজে এসো। General impression—(*বাইরে ট্যাক্সির হর্নের আওয়াজ*) ওরা এসে গেছে! কী punctual! যাও—যাও তুমি শিবু (*শিবচন্দ্র উঠে দাঁড়ালো*), আমি তোমার হ'য়ে আদর-আপ্যায়ন করবো'খন।

শিবচন্দ্র। (*যেতে-যেতে*)। কী punctual! বি.সি.এস.-এ ফার্স্ট তো!

[প্রস্থান]

লোকনাথ। (*দরজার কাছে গিয়ে*)। আসুন, আসুন।

[উৎফুল্ল ও তার পেছনে অপূর্বর প্রবেশ। উৎফুল্লর বেশ সুন্দর চেহারা—ফর্শা রং, চোখে চশমা, গোঁফ আছে। সিল্কের পাঞ্জাবি-চাদর। অপূর্বর চেহারা সাধারণ, পরনে থান কাপড়, কোমরে বাঁধ-দেয়া। পাঞ্জাবি; চাদর নেই; কাবুলি স্যাণ্ডেল। ঝাঁকড়া চুল উশকোখুশকো।]

লোকনাথ। (*চায়ের টেবিলের ধারে*)। বসুন উৎফুল্লবাবু, শিবচন্দ্র এই এক্ষুনি আসছে। বসুন—

উৎফুল্ল। ইনি আমার বন্ধু শ্রী অপূর্বকুমার গুহ।

লোকনাথ। বসুন অপূর্ববাবু।

[চায়ের টেবিলের দু-ধারে উৎফুল্ল ও অপূর্ব বসলে; লোকনাথ তক্তপোশে।]

লোকনাথ। মহেশ!

[চাকরের প্রবেশ।]

লোকনাথ। বাবুদের জন্যে সিগারেট নিয়ে আয়।

উৎফুল্ল। আমি সিগারেট খাইনে।

অপূর্ব। আমি খাই।

লোকনাথ। যা, নিয়ে আয়। আর পান।

অপূর্ব। এখন পানের দরকার নেই। তাহ'লে চায়ের স্বাদ পাওয়া যাবে না।

লোকনাথ। (*অপূর্বর কথা একটুও গায়ে না-মেখে*)। আপনার পান চাই, উৎফুল্লবাবু?

উৎফুল্ল। যদি দিতে পারেন, ভালোই হয়।

অপূর্ব। এখন পান খেয়ো না, উৎফুল্ল। এসেছো মেয়ে দেখতে—কত ভালোভালো

জিনিশ খাবে, আগে থেকে মুখটা পুড়িয়ে রাখো কেন? (*চাকরের প্রতি*) না, পানের দরকার নেই।

লোকনাথ। (*অপূর্বর দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে, নিরুপায়ভাবে চাকরকে*)। যা, সিগারেট নিয়ে আয়।

[চাকরের প্রস্থান।]

(*আলাপ করবার জন্যে*) তা উৎফুল্লবাবু, আপনার প্রথম appointment কোথায় হ'লো?

অপূর্ব। (*উৎফুল্লকে কথা বলতে না-দিয়ে*)। আপনি মেয়ের বাপ না-হ'লেও কন্যাপক্ষের একজন। কেন এ-প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলেন, যার উত্তর আপনারা একমাস যাবৎ জেনে আসছেন?

লোকনাথ। একমাস যাবৎ জেনে আসছি? আপনি জানলেন কী ক'রে!

অপূর্ব। (*চেয়ারে ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে*)। অবিশ্যি হিশেব যে আমার একেবারে নির্ভুল হয়েছে, তা বলছিনে। একমাসও হ'তে পারে, বারোদিনও হ'তে পারে, কিন্তু তাতে আপনার প্রশ্নের অর্থহীনতার যে কিছুমাত্র (*উৎফুল্ল টেবিলের নিচে অপূর্বর পা মাড়িয়ে দিলে ; অপূর্ব ভ্রূক্ষেপ না-ক'রে ব'লে যেতে লাগলো*) যে কিছুমাত্র লাঘব হলো তা মনে করবেন না।

লোকনাথ (*গম্ভীর*)। দেখুন উৎফুল্লবাবু, আপনার বন্ধুর—

[*হঠাৎ থেমে গেলো। বিশ্রী নীরবতা। একটু পরে সিগারেট নিয়ে চাকরের প্রবেশ। সিগারেটের টিন, দেশলাই ও ছাইদান উৎফুল্লদের টেবিলে রেখে চাকর চ'লে গেলো। একটুও দেরি না-ক'রে অপূর্ব ধরালে সিগারেট।*]

অপূর্ব। আমার কথাটা শুনে আপনি কি চটলেন?

লোকনাথ (*কাষ্ঠকণ্ঠে*)। সে-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই।

অপূর্ব। কারণ আর কিছুই ছিলো না, তবে কিনা, উৎফুল্ল যখন টেবিলের নিচে আমার পা মাড়িয়ে দিলে, বুঝলাম, একটা কিছু অন্যায় ক'রে থাকবো। (*উৎফুল্ল খকখক ক'রে কেশে উঠলো*) তোমার ঐ লোক-শোনানো কাশি থামাও, উৎফুল্ল! আমার কথা বলতে দাও। এমন করলে তোমার সঙ্গে আর কক্ষনো মেয়ে দেখতে আসবো না।

লোকনাথ। আপনি বুঝি সব সময়েই বন্ধুর সঙ্গে মেয়ে দেখতে যান?

অপূর্ব। শুধু যদি মেয়ে দেখতে হ'তো, তাহ'লে আপত্তি ছিলো না ; কিন্তু সেই সঙ্গে আরো অনেককে দেখতে হয়। এবং সেইজন্যেই তো ম্যানার্সও এত খারাপ হয়। উৎফুল্ল মনে-মনে কী ভাবছে, আমি আপনাকে বলতে পারি। ভাবছে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয়তো কন্যাপক্ষই ওকে প্রত্যাখ্যান করবে।

লোকনাথ। সে-ভয় নেই।

অপূর্ব। নেই তো? আমারও ঠিক তা-ই মনে হয়েছিলো। আর যদিও বা থাকতো,

তবু উৎফুল্ল আমাকে সঙ্গে না-নিয়ে পারতো না। আমার রুচি ও মতামতের ওপর ওর অগাধ বিশ্বাস। ও এতগুলো পরীক্ষা পাশ করলো, কিন্তু চোখ ও কানের ব্যবহার এখনো শিখলে না। তাই দেখাশোনার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে ও হয়েছে ডেপুটি। কেমন, তা-ই নয়, উৎফুল্ল?

[অত্যন্ত সুসজ্জিত, সুদর্শন হ'য়ে শিবচন্দ্রের প্রবেশ। অমায়িক হাসিতে মুখ তার উজ্জ্বল।]

শিবচন্দ্র। (*এগিয়ে এসে*)। আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম, উৎফুল্লবাবু, আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম। (*উৎফুল্লর হাত ধ'রে বিলিতি কায়দায় ঝাঁকুনি দিলে। তারপর অপূর্বর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে।*)

অপূর্ব। (*হাত দুটো পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে*)। ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে আমি হ্যাণ্ডশেক করিনে।

উৎফুল্ল। (*তাড়াতাড়ি*)। আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমার বন্ধু অপূর্বকুমার গুহ।

শিবচন্দ্র। নমস্কার অপূর্ববাবু, আপনার নাম শুনেছি ব'লে মনে হচ্ছে।

অপূর্ব। (*প্রতি-নমস্কার ক'রে*)। বিচিত্র নয়। আমি একজন লেখক।

শিবচন্দ্র। লেখক? তা বেশ, তা বেশ। আপনি নরেন দেবের ওমর খৈয়াম পড়েছেন?

অপূর্ব। আমি যার-তার সঙ্গে সাহিত্যচর্চা করিনে।

উৎফুল্ল। ওঃ!

অপূর্ব। চটলেন, শিবচন্দ্রবাবু? কথাটা কিন্তু খুব নিরীহ। বুঝলেন না—যার যে ব্যবসা। ধরুন, আমি যদি আপনার সঙ্গে আইন-আলাপ করতে আসি—অবিশ্যি মক্কেলভাবে নয়—তাহ'লে আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন, 'আমি যার-তার সঙ্গে আইনচর্চা করিনে।'

শিবচন্দ্র (*হাসিমুখে*)। তা তো বটেই, তা তো বটেই, তা তো বটেই।

উৎফুল্ল। (*হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে*)। খুব কি দেরি হবে, শিববাবু? আমার আবার এক আত্মীয়ের বাড়ি যেতে হবে। কালকেই কলকাতা ছাড়ছি কিনা।

শিবচন্দ্র। দেরি? না, দেরি মোটেও নেই। প্রায় হ'য়ে এসেছে।

অপূর্ব। কী? মেয়ের সজ্জা?

শিবচন্দ্র। আজ্ঞে যেমন-তেমনভাবে তো আর মেয়েকে ভদ্রলোকদের সামনে আনা যায় না।

অপূর্ব। তা তো বটেই, তা তো বটেই, তা তো বটেই। কিন্তু দয়া ক'রে মেয়ের মুখে রংটং মাখাবেন না; আপনার মেয়ে যে কালো, তা আমরা সবাই জানি।

উৎফুল্ল (*নিম্নস্বরে*)। উহ! (*শিবচন্দ্র ও লোকনাথ গম্ভীর।*)

অপূর্ব (*একবার শিবচন্দ্রের, একবার লোকনাথের মুখে তাকিয়ে*)। অপরাধ নেবেন না আপনারা, আপনাদের ভালোর জন্যেই বলেছিলাম। শুনেছি, অনেক

জায়গায় নাকি আজকাল তা-ই করে। মানুষের মুখের স্বাভাবিক রংটাই যে সবচেয়ে সুন্দর, তা অনেকেই জানে না কিনা! আপনারাও পাছে সে-ভুল করেন, সেই ভয়ে সময় থাকতে সাবধান ক'রে দিলাম মাত্র। খুব কি অন্যায় হয়েছে আমার?

শিবচন্দ্র। (*আবার হাসিমুখ*) কিছুমাত্র নয়, কিছুমাত্র নয়, কিছুমাত্র নয়।

[চাকরের প্রবেশ।]

চাকর (*শিবচন্দ্রকে*)। মা ঠাকরুন ডাকছেন।

শিবচন্দ্র। তৈরি হয়েছে বুঝি। বসুন আপনারা, আমি মেয়েকে নিয়ে আসছি।

[চাকর ও শিবচন্দ্রের প্রস্থান।]

অপূর্ব। আপনি না-বললেও দাঁড়িয়ে থাকতাম না।

[এইখানে একবার যবনিকা প'ড়েই আবার উঠে গেলো। বড়ো ঘড়িতে সওয়া ছ-টা বেজেছে। উৎফুল্ল ও অপূর্ব তেমনি ব'সে আছে, তাদের সামনের টেবিলের ওপর শূন্য চায়ের পেয়ালা ও ভুক্তাবশিষ্ট সমেত খাবারের প্লেট। চাকর টিপাই থেকে একটা হার্মোনিয়াম তুলে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। তক্তপোশে লোকনাথ। শিবচন্দ্র বন্ধুদ্বয়ের সামনে দাঁড়িয়ে।]

শিবচন্দ্র (*উৎফুল্লকে*)। গানটা কেমন লাগলো?

অপূর্ব। It isn't literary enough to be musical.

লোকনাথ (*রাগ সামলাতে না-পেরে*)। আপনার মত তো জিজ্ঞেস করা হয়নি, অপূর্ববাবু।

অপূর্ব। আমিও কথাটা আপনাদের বলিনি। মনে-মনে বলেছি।

লোকনাথ। মনে-মনে বলেছেন? ঐ-রকম মনে-মনে কথা বলার অভ্যেস আছে নাকি আপনার?

[চাকর এসে চায়ের পেয়ালা ইত্যাদি নিয়ে গেলো।]

অপূর্ব। শুধু আমার নয়, সব কবিরই আছে। বার্নার্ড শ বলেন, 'All poets speak to themselves, the world only overhears.'

লোকনাথ। আপনি না যার-তার সঙ্গে সাহিত্যচর্চা করেন না?

অপূর্ব। সাহিত্যচর্চা কাকে বলে, তা আপনি জানেন না।

[চাকর এসে পান দিয়ে গেলো।]

লোকনাথ (*ক্ষিপ্ত হ'য়ে*)। ভদ্রতা কাকে বলে, তা আপনি জানেন না।

অপূর্ব। জানবার কথাও নয়। বর্নার্ড শ বলেন, 'No artist is a gentleman.'

শিবচন্দ্র (*মধ্যস্থ হ'য়ে নম্রকণ্ঠে*)। এই যে, পান খান, অপূর্ববাবু।

লোকনাথ (*ব্যঙ্গস্বরে*)। আপনিই যদি আর্টিস্টের নমুনা হন, তাহ'লে বলতে হবে, বর্নার্ড শ' ঠিকই বলেছেন।

অপূর্ব (*উদাসভাবে*)। বলাই বাহুল্য বর্নার্ড শ কখনো ভুল কথা বলেন না।

শিবচন্দ্র (*ব্যস্তভাবে*)। পান খান, অপূর্ববাবু।

অপূর্ব। পান আমি খাইনে। পান খাওয়ার অভ্যেসটাকে আমি ঘৃণা করি। আমার সামনে কেউ পান খেলে আমার গা বমি-বমি করে।

শিবচন্দ্র (*ব্যাকুলস্বরে*)। আপনি কি offence নিয়েছেন, অপূর্ববাবু?

অপূর্ব। কিছুমাত্র নয়, কিছুমাত্র নয়, কিছুমাত্র নয়।

উৎফুল্ল (*পান খেয়ে*)। আমাকে এখন উঠতে হবে।

অপূর্ব। তুমি তো যাচ্ছো আত্মীয়র বাড়ি, আমাকে সঙ্গে যেতে বোলো না। আমি বরঞ্চ এইখানে অপেক্ষা করি, তুমি ফেরবার পথে আমাকে নিয়ে যেয়ো।

উৎফুল্ল। তা বেশ।

অপূর্ব। আমি এখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলে আপনার আপত্তি আছে, শিববাবু?

শিবচন্দ্র। আপত্তি? বিলক্ষণ! আপনি থাকবেন তাতে আপত্তি!

অপূর্ব। আপনার বলা উচিত ছিলো, 'উৎফুল্লবাবুর বন্ধু থাকবেন, তাতে আপত্তি!'

শিবচন্দ্র। না—না—সে-কথা নয়। ছি-ছি, সে কি একটা কথা!

অপূর্ব। সে যা-ই হোক, আপত্তি আপনার নেই জেনে খুশি হলাম। আপনার ঘরটি বেশ লাগছে।

উৎফুল্ল। তাহ'লে তুমি এখানে অপেক্ষা করো, অপূর্ব। (*উঠে দাঁড়ালো*)।

শিবচন্দ্র (*অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে উৎফুল্লর দিকে তাকিয়ে*)। তাহ'লে—

উৎফুল্ল। আমি নারানগঞ্জ গিয়েই আপনাকে চিঠিতে খবর দেবো।

শিবচন্দ্র। গানটা তেমন সুবিধের হ'লো না—

অপূর্ব। উৎফুল্ল তো তা বলেনি।

শিবচন্দ্র: না, বলেননি ; বলবেনই বা কেন? তবু—বুঝতেই তো পারছেন! হাজার হোক, অচেনা লোকেরা সামনে মেয়েরা একটু nervous হ'য়ে পড়েই। আর বেহালাটা—

অপূর্ব। না-বাজালেই ভালো হ'তো।

শিবচন্দ্র। ঠিক, ঠিক বলেছেন ; না-বাজালেই ভালো হ'তো। তা নতুন শিখছে—অভ্যেস রাখলে কালে ভালো হবে।

অপূর্ব। কোনোকালেই হবে না।

লোকনাথ (*হঠাৎ*)। আপনি সব বিষয়েই অযাচিত মতামত দেন কেন?

অপূর্ব। অযাচিত? অপ্রিয়, বলুন। অপ্রিয় না হ'লে কোনো মতামতই অযাচিত হয় না। দেখুন, একটা জিনিশ ভেবে আমার প্রায়ই অবাক লাগে, সব মেয়েরাই কেন গান-বাজনার চেষ্টা করে? মেয়ে হ'লেই কি গান গাইতে হবে?

লোকনাথ। আমারও একটা কথা ভেবে প্রায়ই অবাক লাগে, সব ছেলেই কেন লিখতে চেষ্টা করে? পুরুষ হ'লেই কি কবিতা লিখতে হবে?

অপূর্ব (*সোৎসাহে*)। এতক্ষণে একটা খাঁটি কথা বলেছেন। ছেলেদের মধ্যে যারা লিখতে চেষ্টা করে, তারা বেশির ভাগই লিখতে জানে না, আর মেয়েদের

মধ্যে যারা গান গাইতে চেষ্টা করে, তারা বেশির ভাগই গান গাইতে জানে না। অথচ মেয়েদের ইস্কুলগুলিতে সব মেয়েকেই গান গাইতে হয়, যেন ভূগোল বা অঙ্কের মতো চেষ্টাচরিত্র করলে গানও শেখা যায়। ভাগ্যিশ এখনো ছেলেদের ইস্কুলে কবিতা-লেখার ক্লাস হয়নি।

লোকনাথ। হ'লে এক হিশেবে ভালোই হ'তো। অনেক গরিব কবি ইস্কুলমাষ্টারি পেয়ে বেঁচে-ব'র্তে যেতো।

অপূর্ব। যেতো না ; কারণ সেই ইস্কুলমাষ্টারিতে বেছে-বেছে তাদেরকেই নেয়া হ'তো যারা মোটেও কবি নয়, অথচ বাজারে যাদের কবি ব'লে নাম আছে।

লোকনাথ। কবি না-হ'লে বাজারে নাম হয় কী ক'রে?

অপূর্ব। তর্জমা ক'রে বা চুরি ক'রে।

[ইতিমধ্যে শিবচন্দ্র ও উৎফুল্ল বাইরের দরজার কাছে এসেছে।]

শিবচন্দ্র। কালই যাচ্ছেন। উৎফুল্লবাবু?

উৎফুল্ল। হ্যাঁ, ছুটি আর নেই।

শিবচন্দ্র। গিয়ে চিঠিপত্র লিখবেন কিন্তু।

উৎফুল্ল। তা লিখবো।

শিবচন্দ্র। আর...দেখুন, সন্ধ্যা সংসারের কাজেও খুব নিপুণ। রান্না বলুন, ঘরগুছোনো বলুন—

উৎফুল্ল। তা জানি।

শিবচন্দ্র। এমনকি, দরকার হ'লে ঘর-ঝাঁট দেয়া, মশলা পেষা—সবই পারে। মেয়েকে লেখাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সবই শিখিয়েছি। আজকালকার মেয়েরা যেমন বায়োস্কোপ-থিয়েটার-বন্ধুবান্ধব নিয়েই দিন কাটায়—ও-সব বিলিতি কায়দা আমার দু-চক্ষের বিষ—

অপূর্ব। যদিও আপনি বিলিতি কায়দায় হ্যাণ্ডশেক করেন।

শিবচন্দ্র। তা সেটা—সেটা—সেটা একরকম। কিন্তু মেয়েদের বেলায়—(*থেমে গিয়ে*) তাছাড়া, শেলাই জানে চমৎকার—আমাদের বাড়িতে তো কদাচিৎ দর্জি ডাকতে হয়। আর এমব্রয়ডারি যা করে—চমৎকার। এই টেবল-ক্লথটা ওর করা—

অপূর্ব। এ-কথা এর আগে তিনবার শুনেছি।

শিবচন্দ্র। নানারকম শৌখিন কাজকর্ম জানে। *ঐ যে* (*দেওয়ালে আঙুল দেখিয়ে*) তুলোর মেমসাহেবটা—

অপূর্ব। সেটা আপনার মেয়ের করা! এই নিয়ে তিনবার শুনলাম।

উৎফুল্ল। আচ্ছা, এখন তাহ'লে আসি। ফেরবার পথে আবার দেখা হবে।

শিবচন্দ্র। হবে বইকি, নিশ্চয় হবে।

উৎফুল্ল। নমস্কার। (*লোকনাথকে*) নমস্কার।

লোকনাথ (*দাঁড়িয়ে*)। নমস্কার।

[উৎফুল্লর প্রস্থান।]

আমিও যাই এবার।

শিবচন্দ্র। কেন, বোসো না!

অপূর্ব। ওঁকে যেতে দিন। বুঝতে পারছি, আমার চেহারা ওঁর ভালো লাগছে না। পুরুষদের চোখে আমার চেহারা ভালো লাগেই না।

লোকনাথ (*বিড়বিড় ক'রে*)। যত সব—। (*স্পষ্ট*) চললুম, শিবু। কাল দেখা হবে।

[প্রস্থান।]

শিবচন্দ্র। (*সেক্রেটারিয়েট-টেবলের ধারে চেয়ারে ব'সে*)। আপনার সঙ্গে উৎফুল্লবাবুর কদ্দিনকার আলাপ?

অপূর্ব। আলাপ বলতে গেলে অনেকদিনেরই। সূত্রপাত কলেজে, কিন্তু কলেজি সম্পর্ক চুকে যাওয়ার পর অনেকদিন দেখাশোনা ছিলো না।

শিবচন্দ্র। কিন্তু উৎফুল্লবাবু তো বেশিদিন কলেজ থেকে বেরোননি।

অপূর্ব। আসে যায় না। আমি বেরিয়েছিলাম।

শিবচন্দ্র। ও। তারপর সম্প্রতি আবার বুঝি দেখা হয়েছে?

অপূর্ব। হ্যাঁ, হঠাৎ একদিন পুরোদস্তুর ডিপ্‌টিসাহেবের সঙ্গে দেখা! খবর জিজ্ঞেস করাতে বললে, বিয়ে করবে। সে-উদ্দেশ্যে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে এসেছে কলকাতায়। আমাকে ওর সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ে দেখতে যেতে বললে। ওর বিশ্বাস, আমি চেহারা দেখেই লোক চিনতে পারি।

শিবচন্দ্র। এর আগেও আপনারা কোনো মেয়ে দেখেছেন নাকি?

অপূর্ব। এই দশ দিনে আমরা ন-টি মেয়ে দেখেছি, আপনার মেয়ে শেষ। দশটিই হ'তো—একজনের হঠাৎ কপালে ফোড়া উঠলো ব'লে দেখা হ'লো না। ভারি বিশ্রী কাজ মশাই—মেয়ের বাপগুলো প্রায়ই ইডিয়ট হয়, এবং প্রায় বাড়িতেই চা ভালো তৈরি হয় না।

শিবচন্দ্র (*অপূর্বর মুখ খুব ভালোভাবে নিরীক্ষণ ক'রে*)। মেয়ের বাপেরা প্রায়ই ইডিয়ট হয় নাকি?

অপূর্ব। আমার সে-বিশ্বাস আরো দৃঢ় হ'লো, যখন দেখলাম, আপনিই হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

শিবচন্দ্র (*উঠে দাঁড়িয়ে*)। আপনি আর কতক্ষণ থাকবেন?

অপূর্ব। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন তাহ'লে? নাঃ, মানছি, আপনার সত্যি বুদ্ধি আছে। কেমন, হ'লো তো এবার? রাগ করবেন না, বসুন।

[শিবচন্দ্র এগিয়ে এসে অপূর্বর খুব কাছে থেকে তার মুখ দেখতে লাগলো।]

অপূর্ব। আমার মুখের দিকে অমন ক'রে তাকিয়ে কী দেখছেন? কোনো পুরুষ আমার মুখের অত কাছে মুখ আনলে ভারি খারাপ লাগে আমার।

শিবচন্দ্র। (*স'রে গিয়ে*)। আপনি কখনো ভবানীপুরে ছিলেন?

অপূর্ব। এখনো আছি।

শিবচন্দ্র। চন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিটে?

অপূর্ব। চন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিটে।

শিবচন্দ্র। ও, তুমি সেই ছেলে!

অপূর্ব। তুমি নয়, আপনি।

শিবচন্দ্র (*অপ্রস্তুত হ'য়ে*)। বেশ তা-ই। তাই চেহারাটা এতক্ষণ চেনা-চেনা মনে হচ্ছিলো।

অপূর্ব। কার চেহারা?

শিবচন্দ্র। আপনার।

অপূর্ব। হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। বসুন না, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

শিবচন্দ্র। এ-বাড়ি আপনার না আমার?

অপূর্ব। আপনার।

শিবচন্দ্র। তবে?

অপূর্ব। তবে আপনি দুটি কাজ করতে পারেন। হয় আমাকে আপ্যায়ন ক'রে আপনার ভাবী জামাতার সন্তোষসাধন করতে পারেন, নয় আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে উৎফুল্লকে জামাতারূপে লাভ করবার আশা চিরতরে ত্যাগ করতে পারেন। বলুন, আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি।

শিবচন্দ্র (*চেয়ারে ফিরে গিয়ে*)। যেতে হবে না আপনাকে। বসুন।

অপূর্ব। আপনার সুবুদ্ধিকে ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাকে জানানো ভালো যে উৎফুল্লর সঙ্গে এতখানি বন্ধুতা আমার নেই যে আপনার সঙ্গে বনিবনা হলো না ব'লেই ও আপনার মেয়েকে বিয়ে করবে না! অবিশ্যি যদি মেয়ে ওর পছন্দ হ'য়ে থাকে।

শিবচন্দ্র। তাহ'লে আপনি ও কথা বললেন কেন?

অপূর্ব। আপনি যদি আমাকে এখন বাড়ি থেকে বার ক'রে দেন, তাহ'লে প্রতিহিংসা নেবার জন্যে আমি ওকে গিয়ে বলবো যে এ-মেয়েকে ওর কিছুতেই বিয়ে করা উচিত নয়। এবং আগেই বলেছি আমার মতামতের ওপর ওর অগাধ শ্রদ্ধা। কী বলেন, যাবো?

শিবচন্দ্র। যেতে হবে না বলছি। বসুন, বসুন।

অপূর্ব। ব'সেই তো আছি।

শিবচন্দ্র। তাহ'লে আরো ভালো হ'য়ে বসুন। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, উৎফুল্লবাবুর—

অপূর্ব। আপনার মেয়ে দেখে পছন্দ হয়েছে কিনা? কী ক'রে বলি, বলুন। তবে এটা ঠিক যে এর চেয়ে অনেক সুন্দর মেয়ে ও ফিরিয়ে দিয়েছে। বলা ভালো

যে তাদের বাপেরাও অনেক টাকা দিতে রাজি ছিলেন।

শিবচন্দ্র। তবু ফিরিয়ে দিলেন কেন?

অপূর্ব। কারণ ও-মেয়েদের চেহারা আমার পছন্দ হয়নি।

শিবচন্দ্র। ভদ্রলোকের নিজের চোখ নেই নাকি?

অপূর্ব। তা আছে, কিন্তু সে-চোখের সৌন্দর্য দেখে চিনতে পারার ক্ষমতা নেই। তাই হঠাৎ-সুন্দরীদের চেহারার অনেক ছোটোখাটো খুঁত আমার ওকে দেখিয়ে দিতে হয়েছে।

শিবচন্দ্র। আমার মেয়ের নিশ্চয়ই এত খুঁত পেয়েছেন যে দু-হাতে গুনে শেষ করা যায় না?

অপূর্ব। আপনি নিরাশ হবেন না। আমার কাছে আপনার মেয়ের কোনো খুঁতই নেই।

শিবচন্দ্র (*সহর্ষে*)। কোনো খুঁতই নেই। বলেন কী? তাহ'লে আপনি বললে উৎফুল্লবাবু রাজি হ'তে পারেন?

অপূর্ব। আমি বললে হয়তো রাজি হ'তো, কিন্তু আমি বলবো না।

শিবচন্দ্র। বলবেন না? কেন?

অপূর্ব। কারণ আপনার মেয়ের চেহারা আমার এত বেশি ভালো লাগে যে আর-কাউকে তাকে বিয়ে করবার জন্যে অনুরোধ করতে আমি পারবো না। মনে করবেন না, আপনার মেয়ে পরমাসুন্দরী। আমি ওকে ভালোবাসি (*শিবচন্দ্র চমকে উঠলো*)। আমি ওকে ভালোবাসি ব'লেই আমার চোখে ওকে এত সুন্দর লাগে।

শিবচন্দ্র (*দাঁড়িয়ে*)। এ অত্যন্ত দুঃসাহস, অত্যন্ত দুঃসাহস।

অপূর্ব। আপনি চটছেন, কিন্তু ভেবে দেখুন, কথাটা খুব যুক্তিসংগত। আপনি নিজেও মানবেন যে আপনার মেয়ের চেহারায় ভয়ানক ভালো লাগবার মতো কিছু নেই। আমি আপনাকে বলতে পারি যে উৎফুল্লও এটুকু বুঝে গেছে যে এ-মেয়ে সুন্দর নয়। অথচ আমার চোখে ওকে ভালো লাগে কেন?

শিবচন্দ্র। Scoundrel!

অপূর্ব। কেন আমার চোখে ওকে এত ভালো লাগে?

শিবচন্দ্র। দুঃসাহস, অত্যন্ত দুঃসাহস!

অপূর্ব। জানলায়-জানলায় ভালো লাগাটা একরকম, সেটাকে বিশ্বাস করা উচিত নয় ; কিন্তু আপনার মেয়ে আজ আসল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ; কাছ থেকে দেখে খারাপ লাগা দূরে থাক, বরং বেশি ভালো লেগেছে। অবিশ্যি শুধু চেহারার কথা হচ্ছে, গান বা বেহালার নয়। বাস্তবিক, আপনার মেয়ে আমার চোখে সুন্দর, বাস্তবিক!

শিবচন্দ্র (*এগিয়ে এসে পেছন থেকে অপূর্বর কাঁধে হাত রেখে*)। এ-সব কবিত্ব করবার জায়গা এ নয়।

অপূর্ব। কবিত্ব? কই, কবিত্ব তো করছিনে। সত্যিকারের কবিরা কখনো মুখে কবিত্ব করে না। (মুখ ফিরিয়ে) কিন্তু আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন চ'টে গেছেন। আমি কি চটবার মতো কিছু বলেছি? বাবা কি মেয়ের প্রশংসা শুনলে চটেন? আমার তো মনে হচ্ছে আপনার আনন্দ বোধ করা উচিত।

শিবচন্দ্র (*অপূর্বর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে না-নিয়ে*)। আমার এত বেশি আনন্দ হচ্ছে যে আপনাকে ঘাড়ে ধ'রে—

অপূর্ব উঃ! (*শিবচন্দ্র হাত সরিয়ে নিলে*)।

শিবচন্দ্র। বাড়ির বার ক'রে দিতে ইচ্ছে করছে।

অপূর্ব (*ঘাড়ে হাত বুলিয়ে*)। সে-কথা এখন আর কেন? আগেই তো মীমাংসা হ'য়ে গেছে। আপনি আমাকে তিনবার বসতে বলেছিলেন। বলেননি? সুতরাং এখন আর আপনি আমাকে চ'লে যেতে বলতে পারেন না।

শিবচন্দ্র। বলতে পারিনে? এ-বাড়ির আপনার না আমার?

অপূর্ব। আপনার। এবং গৃহকর্তা হিশেবে আপনি এখনো একটা কাজ করতে পারেন। আপনি আমাকে মারতে পারেন, এবং (*শিবচন্দ্রের ওপর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে*) এ-কথা ঠিক যে আপনাতে-আমাতে মারামারি হলে জিতবেন আপনিই।

শিবচন্দ্র। ভয় নেই, মারবো না। মারবার হ'লে দু-বছর আগে ঐ পদ্যের জন্যেই মারতাম।

অপূর্ব। পদ্য নয়, কবিতা। কিন্তু সে-কবিতার জন্যে আপনি আমাকে মারতে যাবেন কেন?

শিবচন্দ্র। আপনি আমার মেয়েকে উদ্দেশ্য ক'রে পদ্য—কবিতা লিখতে যাবেন কেন?

অপূর্ব। আপনি অবিশ্যি প্রমাণ করতে পারেন না যে ও-কবিতা আপনার মেয়েকে উদ্দেশ্য ক'রেই লেখা। আমি ইচ্ছে করলেই তা অস্বীকার করতে পারি। কিন্তু আমি তা অস্বীকার করবো না, কারণ মিথ্যে কথা আমি বলতে পারিনে।

শিবচন্দ্র। এত বেশি সত্যি কথা না-বললেই বাঁচতুম।

অপূর্ব। হ্যাঁ, স্বীকার করছি যে একবার আপনার মেয়ের জীবনে এতখানি সৌভাগ্য হয়েছিলো যে আমি তার কথা ভেবে একটা কবিতা লিখেছিলাম। হ্যাঁ, লিখেছিলাম। আপনি জানেন না, কিন্তু আপনার মেয়ে জানে যে এ-ই তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো গৌরব।

শিবচন্দ্র। আমার মেয়ে জানে?

অপূর্ব। না-জানলেও জানা উচিত। ব'লে দেবেন ওকে।

শিবচন্দ্র। মেয়ের মনের কথা জানিনে, কিন্তু মেয়ের বাপের চোখে এটা বড়োই বিসদৃশ ঠেকে।

অপূর্ব। সেইজন্যেই তো মেয়ের বাপদের ইডিয়ট বলি। আমি কোথায় আশা করেছিলাম যে কবিতাটি প'ড়ে আপনি খুশি হ'য়ে আমাকে চায়ে নেমন্তন্ন ক'রে মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন—তা তো নয়, এখন শুনছি আপনি চ'টে গিয়ে আমাকে মারবেন, ভেবেছিলেন। আপনার মতো বাপও আর দেখিনি, মশাই। লিখেছি তো আমি কত মেয়ের ওপরই কবিতা—তাদের সবারই বাপ ছিলো—কারো-কারো কাকা—কিন্তু আপনার মতো এমন চ'টে যেতে আমি এই প্রথম দেখলাম। আর, after all, একটা কবিতা লিখলে কী হয়? আপনি বুঝি কবিতা প'ড়ে ভেবেছিলেন যে আমি আপনার মেয়ের সঙ্গে ভীষণভাবে প্রেমে প'ড়ে গিয়েছি? আপনার দোষ দিইনে; আপনি তো আর জানেন না কী ক'রে একটা কবিতা তৈরি হয়। শুনুন তাহ'লে। 'Alpha of the Plough' বলেন, "Any Peg will do to hang the hat on."

[শিবচন্দ্র একটা বিশ্রী মুখভঙ্গি করলে।]

আহা—চটছেন কেন? ভালো ক'রে বলতেই দিন না কথাটা! মানে, কবিতা লেখবার মতো মানসিক অবস্থা যখন হয়, তখন যে-কোনো মেয়েকে ভাবলেই চলে। তবে মেয়ে একটি ভাবা চাই, peg একটা দরকার। কিন্তু ঐ পেগ পর্যন্তই। আসলের সঙ্গে আর-কোনো যে মিল থাকে, তা স্বপ্নেও ভাববেন না।

শিবচন্দ্র। আর-কোনো মিল নেই? শাড়ি, চুল, ছোটো দুটি পা—

অপূর্ব। বাংলাদেশে এক আপনার মেয়েরই চুল আছে, আর শুধু আপনার মেয়েই শাড়ি পরে তা তো জানতাম না। আর—সত্যি বলতে কি, ওর পা আমি আজ প্রথম দেখলাম। যতটা ছোটো মনে করেছিলাম, ততটা ছোটো তো নয়।

শিবচন্দ্র। কিন্তু 'মাঝখানে রাস্তাটুকু শুধু।'

অপূর্ব। আপনার মুখস্থ আছে, দেখছি। অ্যাদ্দিনেও ভোলেননি?

শিবচন্দ্র। লোকে কি অপমান ভোলে?

অপূর্ব। গৌরবও ভোলে না।

শিবচন্দ্র। কিন্তু, 'মাঝখানে রাস্তাটুকু শুধু।'

অপূর্ব। আর কেন? আমি তো অনেক আগেই যা স্বীকার করবার করেছি। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলুন, আমার কবিতায় ওকে যত সুন্দর মনে হয়, আসলেও কি ও অত সুন্দর? ওর চুল অত ঘন? ওর শেমিজ অত সাদা? ওর শাড়ির পাড় অত কালো? ওর ঘর অত ঠাণ্ডা? ওর হাসি অত মিষ্টি? এবং ওর পা যে অত ছোটো নয়, তা তো একটু আগে প্রত্যক্ষই করলাম।

শিবচন্দ্র। তা পদ্য—

অপূর্ব। ফের পদ্য!

শিবচন্দ্র। তা কবিতা লিখতে গেলে ঐটুকু বাড়াবাড়ি না-করলে কি চলে?

অপূর্ব। ঐ বাড়াবাড়িটুকুই তো আর্ট! জানেন, অন্যান্য মেয়েদের ওপর যখন কবিতা লিখেছি, বাড়াবাড়ি কম করতে হয়েছে, ওরা আসলে যেমন, ঠিক সেটুকু লিখলেই প্রায় উৎরেছে, কিন্তু আপনার মেয়ের বেলায়—ঈশ, সে কী কষ্ট আমার! কত বাড়িয়ে-কমিয়ে, কেটে-ছেঁটে, জোড়া-তালি দিয়ে, কত সাজিয়ে-গুছিয়ে তবে তৈরি হ'লো কবিতা। প্রাণান্তকর ব্যাপার! ঐ তো আপনার মেয়ে—তা-ই নিয়ে আপনি আবার আমাকে মারতে আসেন! (শিবচন্দ্র অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিলো, অপূর্ব তাকে বাধা দিয়ে জোর ক'রে ব'লে যেতে লাগলো) ঐ তো মেয়ে আপনার, তা-ই নিয়ে আবার এত। আপনার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন আপনার মেয়ে রাস্তা দিয়ে একবার হেঁটে গেলে দু-পাশের লোকগুলো দেখবে আর পড়বে, পড়বে আর মূর্ছা যাবে। অথচ ওকে নিয়ে সামান্য একটা কবিতা লিখতে গিয়ে আমাকে কী পরিমাণ কল্পনাই না করতে হয়েছিলো! তবু ভাগ্যিশ দূর থেকেই দেখেছিলাম, কাছে আলাপ করলে হয়তো মুখে আঁশটে গন্ধ পেতাম। ...ভালো কথা, আপনার মেয়ে দাঁত মাজে তো?

শিবচন্দ্র। না, দাঁতে দোয়াতের কালি মেখে কম্বলে মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে।

অপূর্ব (*হেসে*)। বেশ বলেছেন কথাটা। চ'টে গেলে কন্যাদায়গ্রস্ত লোকের মুখ দিয়েও wit বেরোয়, দেখছি। ...ঠাট্টা নয়, বেশ ভেবে-চিন্তে টুথপেস্ট নির্বাচন করবেন। জানেন তো এক-একজনের দাঁতে এক-একটা মানায়। আচ্ছা, dentifrice-গুলো সব আমেরিকায় তৈরি, এর কারণ কী বলতে পারেন?

শিবচন্দ্র। দাঁত প্রথম আমেরিকায় তৈরি হয়।

অপূর্ব। (*অনেকক্ষণ ধ'রে হাসতে-হাসতে ক্লান্ত হ'য়ে*)। উঃ!

শিবচন্দ্র। হ'লো হাসা? যদিও আপনি ভদ্রলোক নন, তবু আপনার সঙ্গে ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করবো। আপনি দয়া ক'রে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

অপূর্ব। কেন বলুন তো?

শিবচন্দ্র। কারণও দেখাতে হবে? বেশ। আপনি আমার মেয়েকে অপমান করেছেন।

অপূর্ব। আপনাকে নিয়ে আচ্ছা মুশকিলেই পড়া গেছে! আপনার মেয়ের প্রশংসা করলেও অপমান হয়—তাহ'লে কী করতে হবে?

শিবচন্দ্র। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

[দিনের আলো ক'মে এলো।]

অপূর্ব। অবিশ্যি আপনার যদি নিতান্তই ইচ্ছে না থাকে, তাহ'লে আমি আর এখানে থাকবো না। কিন্তু পাছে আপনি আমাকে ভুল বোঝেন, সেইজন্য শুধু একটা কথা ব'লে যাবো।

শিবচন্দ্র। না-বললেও পারেন।

অপূর্ব। না-বললেও পারি, কিন্তু বলবো। একটু আগে আপনার মেয়ের যে-বর্ণনা দিয়েছিলাম, পৃথিবীর চোখে ওকে তেমনি দেখায়। কিন্তু আমি ওকে আজ বিকেল থেকে ভালোবাসছি। আমি ওকে ভালোবাসি, তাই এখন আমার চোখে ওর মতো সুন্দর এত বড়ো পৃথিবীতে আর কেউ নয়। আপনি দুঃখিত হবেন না, ওর নিন্দে করার অভিপ্রায় আমার আদৌ ছিলো না। আমি আপনাকে শুধু এটুকু বোঝাতে চাই যে আসলে ও কত সাধারণ, এবং আমি ওকে কত দামি ক'রে তুলেছি। আপনার কি উচিত নয় আমাকে ধন্যবাদ দেয়া?

শিবচন্দ্র। (*এতক্ষণ সেক্রেটারিয়েট-টেবলে হেলান দিয়ে অপূর্বর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো। এগিয়ে এসে অপূর্বর চুলের ঝুঁটি ধ'রে*)। দিচ্ছি ধন্যবাদ।

অপূর্ব। উঃ, লাগছে যে। ছাড়ুন।

শিবচন্দ্র (*চুল ছেড়ে দিয়ে*)। রাস্কেল, বেরোও আমার বাড়ি থেকে।

অপূর্ব। বেরোও নয়, বেরোন।

শিবচন্দ্র। আমি একটা Scene করতে চাইনে, কিন্তু আপনি ভালোয়-ভালোয় না-বেরোলে আমি অন্য লোকের সাহায্য নিতে বাধ্য হবো।

অপূর্ব। দরকার হবে না। আপনি ইচ্ছে করলে একাই আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবেন। আমার গায়ে বেশি জোর নেই।

শিবচন্দ্র (*হাত বাড়িয়ে*)। তা-ই দেবো নাকি?

অপূর্ব। থাক। আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর কষ্ট দিতে চাইনে। যাচ্ছি।

[চেয়ার ছেড়ে উঠলো।]

শিবচন্দ্র। এই যে।

[দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে টান হ'য়ে দাঁড়ালো।]

অপূর্ব (*আস্তে আস্তে বাইরের দরজার কাছে এসে*)। যাবার সময় আমাকে আর-কোনো কথা বলবেন না?

শিবচন্দ্র। বেরিয়ে যান।

[দিনের আলো আরো ক'মে গেলো।]

অপূর্ব। উৎফুল্লকে কোনো অনুরোধ করতেও বলবেন না?

শিবচন্দ্র। বেরিয়ে যান।

অপূর্ব। আপনি কোনো কথাই বলবেন না দেখছি। তাহ'লে আমিও শেষ কথা ব'লে যাবো। উৎফুল্লর বিয়ে হ'য়ে গেছে।

[গমনোদ্যত]

শিবচন্দ্র। (*ছুটে গিয়ে অপূর্বর পাঞ্জাবির গলা ধরে তাকে হিড়হিড় ক'রে ঘরের ভেতর টেনে এনে*)। কী বললেন?

অপূর্ব (*তক্তপোশের ওপর ছিটকে প'ড়ে ; হাঁপাতে-হাঁপাতে*)। উঃ, আর-একটু

হ'লেই দম আটকে মরেছিলাম আরকি!

শিবচন্দ্র। কী বললেন?

অপূর্ব। উৎফুল্লর বিয়ে হ'য়ে গেছে।

শিবচন্দ্র। আবার বলুন।

অপূর্ব। (*দম পেয়ে*)। উৎফুল্লর বিয়ে হ'য়ে গেছে। আপনারা ওর সম্বন্ধে যা শুনেছেন, সব ভুল। ওর বিয়ে হয়েছে দু-বছর, একটি ছেলেও হয়েছে এবং আমি দু-বছর ধ'রে আপনার মেয়েকে ভালোবেসে আসছি। আপনি যে ভবানীপুর ছেড়ে এইখানে বাড়ি করেছেন, তা আমি দু-বছর ধ'রে জানি। কিন্তু আপনি মেয়েকে যে-রকম সিন্দুকে ভ'রে রাখেন, তাতে একটু চোখে দেখবারও উপায় নেই। উৎফুল্লর সাহায্যে শেষে এক ফন্দি আঁটলাম; এবং আজ —বুঝতে পারছেন তো? এত কষ্ট ক'রে আজ ওকে দেখলাম।

শিবচন্দ্র (*ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে-করতে*)। অসম্ভব! অসম্ভব! এ হ'তেই পারে না! মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা!

অপূর্ব (*দাঁড়িয়ে*)। ধরা প'ড়ে গেলাম। আমার মা বলেন, আমি নাকি কিছুতেই মিথ্যে কথা বলতে পারিনে; আমার মুখের দিকে তাকালেই নাকি বোঝা যায়। আইরিনিও তার ছেলেকে ঠিক এ-কথা বলতো।...কিন্তু আপনি তো গল্‌সওয়ার্দি পড়েননি!

শিবচন্দ্র। গোল্লায় যাক গল্‌কিজানিকী। ব্যাপারখানা কী বলুন তো। এ সব কথাই কি মিথ্যে?

অপূর্ব। বাদে একটা। আপনার মেয়েকে সত্যিই ভালোবাসি। তবে দু-বছর ধ'রে নয়, আজ বিকেল থেকে।...আপনাকে আর বলতে হবে না, আমি যাচ্ছি। (*দরজার কাছে এসে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে*) আচ্ছা, এতবার বললাম, তবু কি আপনার বিশ্বেস হচ্ছে না আমি ওকে ভালোবাসি?

[আলো আরো ক'মে এলো।]

শিবচন্দ্র। আমি ভালোবাসায় বিশ্বাস করিনে।

অপূর্ব। আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসেন না?

শিবচন্দ্র। আমি স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসায় বিশ্বেস করি।

অপূর্ব। তাহ'লে আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিন না।

শিবচন্দ্র। দরজাটা খোলা রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন না?

অপূর্ব (*দরজার দিকে আর-এক পা এগিয়ে*)। আপনার উত্তর যে কী হবে তা আমি আগে থেকেই জানতাম, কিন্তু...কেন আপনি একে এত অসম্ভব মনে করছেন? আপনাকে বলা ভালো যে আমি গরিব নই। উৎফুল্লের জন্যে যে-পাঁচ হাজার টাকা রেখেছিলেন, আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তা আপনার বেঁচে যাবে। এটা কি কম কথা? উৎফুল্লকে নিয়ে পায়ে ধ'রে সাধাসাধি, অথচ

আমি যেচে বিয়ে করতে চাইলেও দরজা দেখিয়ে দেন, এর যে কী মানে হ'তে পারে, আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিনে। আমাকে এইটে শুধু বুঝিয়ে দিন যে কোন অংশে আমি উৎফুল্লর চাইতে এতই খারাপ যে পাঁচ হাজার টাকাতেও তার ক্ষতিপূরণ হয় না।

শিবচন্দ্র। অত বোঝাবার সময় এখন আমার নেই। আপনি বেরিয়ে যান।

অপূর্ব। তাছাড়া, এটাও ঠিক জানবেন যে আজ আপনার মেয়ে মনে-মনে আমাকেই পছন্দ করেছে। তখন থেকেই করতো, এবং এই দু-বছর আর-কিছু না-পেয়ে আমার কথাই ভেবেছে, লুকিয়ে-লুকিয়ে আমার লেখা পড়েছে। কোনো নতুন প্রেম করবার তো আর সুযোগ পায়নি! আপনি তো বাপ নন, বাঘ!

শিবচন্দ্র। এক কথা আর কতবার বলবো!

অপূর্ব। আপনাকে কেউ বলবার জন্যে মাথার দিব্যি দেয়নি তো! আপনি আমার কথার জবাব দিন, তারপর দেখবেন, চক্ষের পলক ফেলতে-না-ফেলতে আমি অদৃশ্য হ'য়ে যাবো।

শিবচন্দ্র। কোন কথার জবাব দিতে হবে?

অপূর্ব। আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছি, আপনি কেন বিয়ে দেবেন না, তা-ই জানতে চাই। আমি আপনার কাছে টাকা ধার চাইলে আপনি মিথ্যে কথা বলতে পারতেন, 'টাকা নেই।' কিন্তু 'মেয়ে নেই' এখন এ-কথা আপনি কিছুতেই বলতে পারেন না। এ-সময়ে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছে নেই, এ-ওজরও অচল। আমি গরিব নই, রুগ্ন নই, মূর্খ নই, বোকা নই, নিতান্ত কুশ্রী নই—এবং সবচেয়ে বড়ো সুপারিশ আমার আছে ; আমি ওকে ভালোবাসি। তবু আপনার আপত্তি কেন?

শিবচন্দ্র। আমি আপনাকে ঘৃণা করি।

অপূর্ব। কিন্তু আপনার মেয়েও কি আমাকে ঘৃণা করে? ওর মতটা জেনে আসুন।

শিবচন্দ্র। মেয়ের মত আমরা নিইনে।

অপূর্ব। আমার প্রতি ঘৃণা আপনি কখনো দূর করতে পারবেন না?

শিবচন্দ্র। অসম্ভব।

অপূর্ব। এটা তো জানেন যে উৎফুল্ল আপনার মেয়েকে বিয়ে করবে না?

শিবচন্দ্র। কারণ আপনি ভাঙানি দেবেন।

অপূর্ব। ভাঙানি আমি দেবো না ; আপনার প্রতি দয়া ক'রে নয়, কাজটা অত্যন্ত নোংরা ব'লে। তবু আপনাকে আমি ব'লে যাচ্ছি যে উৎফুল্লর সঙ্গে ওর বিয়ে হবে না। উৎফুল্ল সৌন্দর্য না-বুঝলেও সুন্দরী চায়। লোকে ওর বৌকে সুন্দর বলবে, এই ওর সুখ। কালো মেয়ে—জানেন তো উৎফুল্লদের ভাষায় কালো মানেই কুচ্ছিৎ—কালো মেয়ে ও কিছুতেই বিয়ে করবে না।

শিবচন্দ্র। না করুক।

অপূর্ব। এখনো আপনি আর-একবার ভেবে দেখবেন না?

শিবচন্দ্র। ভেবে দেখবার কিছু নেই।

অপূর্ব। আচ্ছা।

[হঠাৎ বাইরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।]

শিবচন্দ্র (*চীৎকার করে*)। পাগল ক'রে ছাড়লে! পাগল ক'রে ছাড়লে! পাগল ক'রে ছাড়লে!

[ছুটে অন্দরে চ'লে গেলো।]

[প্রায় অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। মিনিটখানেক স্টেজ খালি। তারপর অন্দরের পর্দা সরিয়ে পা টিপে-টিপে সন্ধ্যার প্রবেশ। চোরের মতো চুপে-চুপে সন্ধ্যা মাঝখানকার চায়ের টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। তার পেছন বাইরের দরজার দিকে। সন্ধ্যার পরনে শাদা দিশি শাড়ি—চওড়া কালো পাড়। গায়ে শাদা শেমিজ—ব্লাউজ নেই। শাড়ির আঁচল চাদরের মতো ক'রে বুকের ওপর জড়ানো। খোলা চুল পিঠের ওপর পড়েছে। খালি পা। হঠাৎ তার পেছনে পায়ের শব্দ শুনে সন্ধ্যা চমকে মুখ ফিরিয়ে একজন পুরুষকে দেখতে পেয়েই তার অভ্যেসমতো ছুটে পালাচ্ছিলো।]

অপূর্ব (*তাড়াতাড়ি*)। যেয়ো না সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা (*তক্তপোশের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে*)। আপনি যাননি?

অপূর্ব। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, উৎফুল্লর জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবো কিনা ; তোমাকে দেখে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যা (*এগিয়ে এসে*)। তুমি নয়, আপনি।

অপূর্ব (*সহর্ষে*)। তুমি আমাদের সব কথাবার্তা শুনেছো তাহ'লে!

সন্ধ্যা। তুমি নয়, আপনি।

অপূর্ব। আমার অন্যায় স্বীকার করছি, সন্ধ্যা ; কিন্তু যার অত্যন্ত কাছাকাছি কিছুকাল থেকেছি, জানলা দিয়ে যাকে রোজ দেখতাম, যাকে অত্যন্ত আপন মনে ক'রে একবার কবিতা লিখেছি, তার সঙ্গে এটুকু অন্তরঙ্গতা কি ক্ষমার যোগ্য নয়?

সন্ধ্যা। কিন্তু আপনার সঙ্গে এই আমার প্রথম আলাপ।

অপূর্ব। মৌখিক আলাপ এই প্রথম বটে ; কিন্তু মনে-মনে যে তোমার সঙ্গে কত আলাপ করেছি, তার কূল-কিনারা নেই। এবং সে-সব আলাপে শুধু যে পারস্পরিক তুমি চলেছে তা নয়, পারস্পরিক আরো যে-সব আদান-প্রদান হয়েছে, তা শুনলে তোমার মুখে রক্ত উঠে আসবে।

সন্ধ্যা (*ঠোঁট কামড়ে*)। না-শুনেই উঠে আসছে। সত্যি, no artist is a gentleman.

অপূর্ব। এই সহজ কথাটা কেন বুঝতে পারছো না, সন্ধ্যা, যে আমি তোমাকে ভালোবাসি? তাই তো তোমাকে তুমি ছাড়া অন্য-কিছু বলা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এজন্য তুমি আমাকে বকতে পারো ; বড়োজোর মারতে

পারো। মেয়েদের বাঁ হাতের চড় খাওয়া নাকি পুরুষের চরম অপমান। কিন্তু সে-অপমানজ্ঞান আমার নেই। তোমার বাবা যখন আমার চুল ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন, তখন সত্যি ব্যথা পেয়েছিলাম ; কিন্তু তুমি যদি তোমার ঐ ছোটো নরম বাঁ হাত দিয়ে আমার গালে চড় মারো, তাহ'লে একটুও লাগবে তো না-ই, বরং ভালো লাগবে। (*সন্ধ্যার খুব কাছে এসে*) মারবে? মারো না!

সন্ধ্যা। না, মারবো না ; যাকে-তাকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করে।

অপূর্ব। কিন্তু আমি যদি তোমাকে ছুঁয়ে দিই? আমি হাতটা একটু বাড়ালেই তো তোমার গায়ে গিয়ে লাগে।

সন্ধ্যা। তাহ'লে আমি চীৎকার ক'রে উঠবো ; সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িসুদ্ধ লোক ছুটে আসবে ; আমি বলবো, ঐ লোকটা আমার ওপর—(*হেসে ফেলে*) কী না লেখে বাংলা খবরের কাগজে—তা-ই! তারপর সে-দুর্বৃত্তের চাই কি জেল পর্যন্ত হ'য়ে যেতে পারে।

অপূর্ব। ছাই! আমি তোমাকে ছুঁয়ে দিলে তুমি খুশিই হও। তবু তোমাকে না-ছুঁয়েই এখন বেশি ভালো লাগছে। আপাতত তোমাকে দেখেই আমি খুশি। কিন্তু অন্ধকারে তোমার মুখ ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না। আলোটা জ্বালিয়ে দাও না!

সন্ধ্যা। কী বুদ্ধি! ঘর অন্ধকার থাকার মানেই কি এ নয় যে সেখানে কোনো লোকজন নেই?

অপূর্ব। ও, তুমি যে লুকিয়ে এখানে এসেছো, সে-খেয়াল আমার ছিলো না। থাক তবে অন্ধকার। কিন্তু ভারি সাহস তো তোমার! যদি কেউ দেখে ফ্যালে—

সন্ধ্যা। সে আশঙ্কা তো আছেই! কিন্তু আপনার কথাবার্তা শুনে এমন রাগ হয়েছে যে মনের ঝাল মেটাবার জন্যে এটুকু risk না-নিয়ে পারছি না। এ-সুযোগ হবে, তা আমি আশা করিনি। আপনি চ'লে যাননি, তা জানলে অবিশ্যি এ-ঘরে আসবার সাহস হ'তো না।

অপূর্ব। আমার ভয়ে?

সন্ধ্যা। বাবার ভয়ে। আমার বাবা তো বাপ নন, বাঘ।

অপূর্ব। কিন্তু এখন এখানে থাকবার সাহস হচ্ছে কী ক'রে?

সন্ধ্যা। বাবা ওপরে গিয়েই খাটের ওপর চিৎপাত হ'য়ে পড়েছেন, তাঁর নাকি ভীষণ মাথা ধরেছে।

অপূর্ব। ধরবারই কথা।

সন্ধ্যা। আর মা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সুতরাং খানিকক্ষণ আমার খোঁজ পড়বে না।

অপূর্ব। তাই তো আজ এটুকু সুবিধে করতে পারলে!

সন্ধ্যা। আর-একটু সুবিধে নিজে করেছি; ছোটো ভাইকে বলেছি যে আমি কাকাবাবুর বাড়ি যাচ্ছি—

অপূর্ব। কাকাবাবু কে?

সন্ধ্যা। সেই ভদ্দরলোক;—আপনি যাঁর সঙ্গে ঝগড়া করলেন।

অপূর্ব। যিনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করলেন। বুঝলাম। তাঁর বাড়ি যাওয়া তোমার বারণ নয়?

সন্ধ্যা। পৃথিবীর সব জায়গার মধ্যে এক ও-বাড়িতেই আমি যেতে পারি, কারণ ও-বাড়িতে কোনো যুবক নেই।

অপূর্ব। কিন্তু কাকবাবুটি নিজেও তো বৃদ্ধ নন!

সন্ধ্যা। তাঁর স্ত্রীও বৃদ্ধা নন। তার ওপর অত্যন্ত সুন্দরী। কাকাবাবুর অবস্থা তাই কাহিল। কাজেই সেদিক থেকে কোনো ভয় নেই।

অপূর্ব (*হঠাৎ কিছু-একটা সন্দেহ ক'রে*)। সত্যি ক'রে বলো, সন্ধ্যা, কেন তুমি ছোটো ভাইকে ও-কথা বলেছো?

সন্ধ্যা। কেন আবার? যাতে মা-বাবা আমার খোঁজ না করেন।

অপূর্ব (*আনন্দ হাততালি দিয়ে*)। বুঝতে পেরেছি, সন্ধ্যা, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতেই এ-ঘরে এসেছিলে।

সন্ধ্যা। (*একবার অন্দরের দিকে তাকিয়ে*)। বুঝতে পেরেছো, বেশ। কিন্তু আনন্দে আর হাততালি দিয়ো না।

অপূর্ব। দেখলে, সন্ধ্যা, দেখলে! আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে তুমি এতক্ষণ জোর ক'রে আপনি বলছিলে—যেই একটু আত্মবিস্মৃত হ'লে অমনি বেরিয়ে এলো মনের কথা। এ না-হ'য়েই পারে না, সন্ধ্যা। ব্যর্থ প্রেমে আমি বিশ্বেস করিনে। একজন ভালোবাসলে আর-একজনকে ভালোবাসতেই হবে। ভবানীপুর থাকতে তুমি নিশ্চয়ই মনে-মনে আমার সঙ্গে আলাপ করেছো, তাই কিছুতেই আজ আমার সঙ্গে নতুন আলাপিতের মতো কথা কইতে পারলে না। আমরা অ্যাদ্দিনকার অন্তরঙ্গ, সন্ধ্যা,—অথচ আজ প্রথম আলাপ করছি। এ ভারি আশ্চর্য।

সন্ধ্যা। ঈশ—অত চেঁচিয়ো না।

অপূর্ব। আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে চেঁচিয়ে এই বাড়িটাকে গুঁড়ো ক'রে দিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু তোমার কথামতো আমি বিরত হবো।

সন্ধ্যা। দ্যাখো, এখনো দিনের আলো একটু-একটু আছে, গ্রীষ্মকালে twilight অনেকক্ষণ থাকে। এ-আলো নিবে যাওয়ামাত্র তুমি চ'লে যাবে—আমি তোমার জন্যে দুর্নাম কিনতে পারবো না।

অপূর্ব। বলো তো এই মুহূর্তেও যেতে পারি। তোমার সঙ্গে কথা বলার আশা তো

ছেড়েই দিয়েছিলাম—তুমি যে পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিলে আর আমার সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ খুঁজছিলে, তা'তো আর জানতাম না।

সন্ধ্যা। হ্যাঁ, তাই বুঝি!

অপূর্ব। চুপ, ন্যাকামি কোরো না। তোমার মুখ থেকেও ন্যাকামি আমার অসহ্য লাগে। শোনো ;—যেই দেখলে তোমার বাবা ওপরে চ'লে গেছেন, অমনি তাড়াতাড়ি ভাইকে একটা মিথ্যে কথা ব'লে, নিশ্চিন্ত হয়ে এলে এ-ঘরে। এসে যখন দেখলে, আমি নেই—

সন্ধ্যা। মন খারাপ হ'য়ে গেলো। একটু আগে আমি একবার ওপরে গিয়েছিলাম। বাবাকে আসতে দেখে চুপে-চুপে নেবে এলাম। ভেবেছিলাম, তুমি হয়তো—

অপূর্ব। ভাগ্যিশ আমি সত্যি চ'লে যাইনি। কিন্তু আমাকে দেখে তুমি পালাচ্ছিলে কেন?

সন্ধ্যা। হঠাৎ তোমাকে চিনতে পারিনি। তুমি যে দরজার বাইরেই আছো, তা তো আর ভাবিনি!

অপূর্ব। আমাকে দেখে খুব খুশি হ'লে তো?

সন্ধ্যা। রাগে গা জ্ব'লে গেলো।

অপূর্ব। ফের ন্যাকামি!

সন্ধ্যা। তুমি যাকে ন্যাকামি বলো, অপূর্ব, জীবনের সব মাধুর্য তাইতেই। তুমি তো আর ভুলেও মিথ্যে কথা বলবে না, আমি যদি মাঝে-মাঝে দু-একটা না বলি, তাহ'লে আমাদের জীবন বাবার আইনের বইগুলোর মতোই শুকনো হ'য়ে উঠবে।

অপূর্ব। তাহ'লে তুমি আমাকে বিয়ে করছো?

সন্ধ্যা। কে বললে তোমাকে এ-কথা?

অপূর্ব। এই তো তুমিই বললে।

সন্ধ্যা। ওমা—কী মিথ্যুক!। আমি আবার কখন—

অপূর্ব। (*ভেংচিয়ে*)। ওমা—কী মিথ্যুক! আমি আবার কখন।—তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বিয়ে করবে; তোমরা বাপ বিয়ে করবে।

সন্ধ্যা। বেশ, বাবাকে বিয়ে ক'রে ঘরে নিয়ে যাও।

অপূর্ব। তুমি আমাকে বিয়ে করবে না?

সন্ধ্যা। না।

অপূর্ব। কেন?

সন্ধ্যা। আমাকে বিয়ে করলে তো আর আমার ওপর কবিতা লিখবে না!

অপূর্ব। কেন লিখবো না? নিশ্চয়ই লিখবো।

সন্ধ্যা। কী ক'রে লিখবে? তখন তো আর পাশের বাড়ির জানলা দিয়ে আমাকে দেখবে না। তখন পাশের বাড়ির জানলায় যে-মেয়েটি দেখা যাবে, তুমি কবিতা লিখবে তাঁর ওপর; সেটা আমি সইতে পারবো না।

অপূর্ব। তাহ'লে পাশাপাশি দুটো বাড়ি নেবো। একটাতে থাকবে তুমি, আর-একটায় আমি। তাহ'লেই—

সন্ধ্যা। থাক, আর অমিতগিরি ফলিয়ো না।

অপূর্ব। থাক, তবে। তাহ'লে একই বাড়িতে দু-জনে থাকবো—সাধারণভাবে। যেমন সবাই থাকে। কিন্তু আমি কবিতার তোমার সঙ্গে প্রেম না-করলে কি তুমি সুখী হবে না? আমার কবিতা কি তোমার খুব ভালো লাগে?

সন্ধ্যা। বিশ্রী লাগে।

অপূর্ব। বিশ্রী! আমার সে-কবিতা তোমার কেমন লেগেছিলো?

সন্ধ্যা। It wasn't musical enough to be literary.

অপূর্ব। কবিতা কেন musical হ'তে যাবে?

সন্ধ্যা। গান কেন literary হ'তে যাবে?

অপূর্ব। ও, সেটা তো আমি মনে-মনে বলেছিলাম। তুমি শুনলে কী ক'রে?

সন্ধ্যা। ও, এটাও আমি—

অপূর্ব। আবার বলো।

সন্ধ্যা। কী বলবো?

অপূর্ব। ও।

সন্ধ্যা। ও।

অপূর্ব। আবার।

সন্ধ্যা। ও।

অপূর্ব। তুমি যখন ও বলো, তোমার মুখটা এমন সুন্দর গোল হ'য়ে যায় যে খপ ক'রে একটা চুমো খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

সন্ধ্যা। খপ করে!

অপূর্ব। এর পর যখন তুমি ও বলবে, আমাকে চুমো খেতে দেবে?

সন্ধ্যা। আর আমি ও বলবো না।

অপূর্ব। এই যে বললে।

সন্ধ্যা। আর বলবো না।

অপূর্ব। কিন্তু দেবে চুমো খেতে?

সন্ধ্যা। এখন না।

অপূর্ব। কখন তবে?

সন্ধ্যা। পরে।

অপূর্ব। তাহ'লে তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

সন্ধ্যা। করতাম, কিন্তু তুমি বাবাকে অপমান করলে কেন?

অপূর্ব। আমি যদি তাঁকে দু-একটা অপমানের কথা ব'লেও থাকি, তিনিও তো আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তার ওপর ঘাড়-ধাক্কা দিয়েছেন, চুল ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়েছেন। ব্যস, শোধবোধ হ'য়ে গেছে। এর পর আর তিনি রাগ রাখবেন কেন?

সন্ধ্যা। বাবা তোমার ওপর ভয়ানক চটেছেন। কিছুতেই তোমার সঙ্গে আমাকে বিয়ে দেবেন না।

অপূর্ব। সে তো জানিই।

সন্ধ্যা। তাহ'লে এতক্ষণ বিয়ে-বিয়ে করছিলে কেন?

অপূর্ব। দু-বছর পর আজ হঠাৎ তোমাকে দেখেই বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে।

সন্ধ্যা। এই দু-বছরের মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করোনি কেন?

অপূর্ব। তুমি যে সত্যি-সত্যি এত চমৎকার, তা কি আর জানতাম! আলাপ তো কখনো হয়নি! তোমার সম্বন্ধে সব আশা তো ছেড়েই দিয়েছিলাম, উৎফুল্লর সঙ্গে মেয়ে দেখতে বেরিয়ে আজ দৈবাৎ তোমার দেখা মিললো।

সন্ধ্যা। তুমি জানতে না?

অপূর্ব। কী ক'রে জানবো? আজ সকালে এসে উৎফুল্ল শুধু বললে, শ্যামবাজারে যেতে হবে। বেশ, যাবো। কার মেয়ে, কী নাম, অত বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করবার মতো উৎসাহ আর আর ছিলো না; মেয়ে দেখে-দেখে অরুচি ধ'রে গিয়েছিলো।

সন্ধ্যা। তখন এ-ঘরে এসেই তোমাকে দেখে আমার যা অবস্থা!

অপূর্ব। বুক ঢিপঢিপ?

সন্ধ্যা। দারুণ ঢিপঢিপ! না পারি একটা কথা বলতে, না পারি চোখ তুলে তাকাতে!

অপূর্ব। আমি বুঝতে পারছিলাম। সেইজন্যই তো নানাভাবে তোমাকে উৎসাহ দিচ্ছিলাম।

সন্ধ্যা। ছাই দিচ্ছিলে। তখন আমি ভাবতে লাগলাম, তোমাকে দেখেই কেন আমার মন অমন চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

অপূর্ব। ভেবে-চিন্তে কী আবিষ্কার করলে?

সন্ধ্যা। যে তখন থেকেই তোমার প্রতি আমার একটা দুর্বলতা ছিলো।

অপূর্ব। এবং আমাকে দেখে সে-দুর্বলতা ভালোবাসায় পরিণত হ'লো তো?

সন্ধ্যা। হ'লো।

অপূর্ব। তাহ'লে কেন এতক্ষণ ন্যাকামি করছিলে?

সন্ধ্যা। ন্যাকামি তো অনেক করেছি। কোনটার কথা বলছো?

অপূর্ব। সেই যে বলছিলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে না!

সন্ধ্যা। ও—

[সন্ধ্যা ও বলামাত্র অপূর্ব দু-হাত দিয়ে তার মাথাটি তুলে ধ'রে মুখের ওপর চুম্বন করলে। সেই মুহূর্তে অন্দরের দরজা দিয়ে বাইরে যাবার বেশে শিবচন্দ্রের প্রবেশ। খুট ক'রে একটু শব্দ হলো ; এবং সঙ্গে-সঙ্গে উগ্র ইলেকট্রিক আলোয় ঘর ভেসে গেলো।]

অপূর্ব (স'রে গিয়ে শিবচন্দ্রকে দেখতে পেয়ে তার খুব কাছে এসে।) মারুন।

[শিবচন্দ্র কোনো কথা না-ব'লে তার পাঞ্জাবির বোতামগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।]

(*শিবচন্দ্রের হাত ধ'রে*) মারুন না।

[শিবচন্দ্র তবু নির্বাক।]

মারলেন না ব'লে ধন্যবাদ। (*হাত ছেড়ে দিয়ে*) চললাম।

[অপূর্ব যাবার জন্যে পা বাড়ানোমাত্র শিবচন্দ্র তার পাঞ্জাবির গলা ধ'রে টেনে রাখলো।]

শিবচন্দ্র। কোথায় পালানো হচ্ছিলো?

অপূর্ব। গলাটা না ছাড়লে কোনো কথাই বলতে পারবো না।

শিবচন্দ্র (*আরো শক্ত ক'রে টেনে*)। কোথায় পালানো হচ্ছিলো, শুয়ার, কোথায় পালানো হচ্ছিলো?

অপূর্ব। আমি পালাবো না ; গলাটা ছেড়ে দিন।

শিবচন্দ্র (*গলা ছেড়ে দিয়ে*)। Dirty swine!

অপূর্ব। (*চায়ের টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে ব'সে পড়ে, রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে*)। Brute!

শিবচন্দ্র (*অপূর্বর কাছে এসে*)। তারপর?

অপূর্ব। তারপর?

শিবচন্দ্র। কদ্দিন ধ'রে আমার মেয়ের সঙ্গে এই সব চলছে?

সন্ধ্যা। দু-বছর ধ'রে।

[অপূর্ব ও শিবচন্দ্র একসঙ্গে চমকে উঠলো।]

অপূর্ব। না—না। এই তো এইমাত্র।

সন্ধ্যা। আমাকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বোলো না, অপূর্ব।

অপূর্ব। মিথ্যে কথা। তুমি কি পাগল হ'লে সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা। তুমি কিছু বোঝো না, অপূর্ব ; তুমি চুপ করে থাকো।

শিবচন্দ্র (*সন্ধ্যাকে*)। এইজন্যই আমি তোমাকে এত চোখে-চোখে রাখতাম।

সন্ধ্যা। সেইজন্যেই তো হ'লো এতটা! তুমিও যেমন আমাকে কয়েদির মতো রাখতে, বাবা, আমারও তেমনি সর্বদা লক্ষ্য ছিলো, কী ক'রে তোমাকে ফাঁকি দেয়া যায়। তুমি যখন আপিশে চ'লে যেতে আর মা ঘুমোতেন, আমি একটা শেলাই হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে এসে বসতাম। তখন অপূর্ব আসতো।

দুপুরবেলা খালি বাড়িতে—

অপূর্ব। (*উত্তেজিতস্বরে*) ওর কথা একবর্ণও বিশ্বেস করবেন না, শিবচন্দ্রবাবু। মিথ্যে, সব মিথ্যে।

সন্ধ্যা। (*অপূর্বকে অগ্রাহ্য ক'রে*) আর তোমরা যেদিন থিয়েটারে যেতে—পাছে আমার দিকে কোনো ছেলে তাকায়, আমাকে তো আর নিয়ে যেতে না। আমি ছেলেপিলেদের তাড়াতাড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মহেশকে ছুটি দিয়ে দিতাম। তারপর অবিশ্যি আইন-অনুসারে কাকাবাবুর বাড়ি যেতে হ'তো; গিয়ে একটু পরেই গোটাকয়েক হাই তুলে বলতাম, 'বড্ড ঘুম পেয়েছে কাকিমা'—তারপর দোষ কাটাবার জন্যে বলতেম, 'এখানেই শুয়ে থাকি।' কাকিমা অবিশ্যি তাতে রাজি হতেন না।—(*হেসে*) অপূর্বর মতে কাকাবাবুটি তো এখনো বৃদ্ধ হননি।

শিবচন্দ্র। ঈশশ!

সন্ধ্যা। তারপর বাড়ি চ'লে আসতাম, এবং অপূর্ব এলে ওকে ওপরে ঘরে নিয়ে এসে—

অপূর্ব (*দাঁড়িয়ে*)। মিথ্যে! মিথ্যে! সব, সব মিথ্যে!

শিবচন্দ্র (*ধুপ ক'রে অপূর্বর উল্টো দিকের চেয়ারে ব'সে প'ড়ে*)। আমার কপালে এ-ও ছিলো।

সন্ধ্যা (*টিপাইর ধারে ছোটো চেয়ারে ব'সে*)। এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন তুমি এর যেমন খুশি ব্যবস্থা করো, বাবা।

শিবচন্দ্র। আমাকে তুমি আর বাবা ব'লে ডেকো না।

সন্ধ্যা। তাতে তোমার লজ্জার কিছুমাত্র লাঘব হবে না; কারণ বাবা না-ব'লে ডাকলেও আমি তোমার মেয়েই থাকবো।

অপূর্ব। আপনি কাতর হবেন না, শিবচন্দ্রবাবু, সন্ধ্যার সব কথা মিথ্যে।

শিবচন্দ্র। আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন?

অপূর্ব। ছি-ছি, সে-কথা ভাবছেন কেন? ওর একটা কথাও যে সত্যি নয়, তা আমার চেয়ে ভালো কে জানে? না, সন্ধ্যা—এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

শিবচন্দ্র। আমি একটা গাধার মতো আপনার ওপর রাগ করেছিলাম; ও আপনার চেয়ে অনেক খারাপ। অন্ধ, অন্ধ, অন্ধ!

অপূর্ব। আপনি সম্পূর্ণ ভুল করেছেন, শিববাবু। সন্ধ্যা চমৎকার মেয়ে; ও সব কথা বানিয়ে বলেছে। সন্ধ্যা এত ভালো মেয়ে—

শিবচন্দ্র। মেয়েমানুষ বজ্জাত হ'লে পুরুষের বাবা হয়, দেখছি।

অপূর্ব। নিজের মেয়ে সম্বন্ধে আপনি কী ক'রে এ-সব কথা বলতে পারছেন?

শিবচন্দ্র। নিজের মেয়ে? কোথায়, আমি তো নিজের মেয়ের সম্বন্ধে বলছি না।

সন্ধ্যা। তাহ'লে আমার সম্বন্ধে তুমি কী ব্যবস্থা করলে?

শিবচন্দ্র। আমি তোমার ব্যবস্থা করবার কে?

সন্ধ্যা। তাহ'লে অপূর্বকে আমি বিয়ে করতে পারি?

শিবচন্দ্র। যদি অপূর্ববাবু রাজি হন।

অপূর্ব। সে-বিষয়ে কি আপনার সন্দেহ আছে?

শিবচন্দ্র। যে-মেয়েকে এত খারাপ ব'লে জানেন, তাকে নিয়ে দু-চারদিন নাচানাচি করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করতে রাজি না-হওয়াই স্বাভাবিক।

অপূর্ব। কী মুশকিল! কিছুতেই আপনাকে বিশ্বেস করাতে পারছিনে যে যা শুনেছেন, সব মিথ্যে।

শিবচন্দ্র (*করুণকণ্ঠে*)। আপনার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ।

সন্ধ্যা। তাহ'লে আমি আর তোমার বাড়িতেও থাকতে পারবো না?

শিবচন্দ্র। না।

সন্ধ্যা। তাহ'লে চলো, অপূর্ব।

[অপূর্ব স'রে সন্ধ্যার কাছে এসে দাঁড়ালো।]

শিবচন্দ্র। আপনার বাড়ির নম্বরটা রেখে যান, অপূর্ববাবু। সন্ধ্যার জামা-কাপড়গুলো পাঠিয়ে দেবো।

সন্ধ্যা। দরকার নেই পাঠাবার।

শিবচন্দ্র। দরকার আছে। তোমার কোনো জিনিশ আমি আর ঘরে রাখবো না।

সন্ধ্যা। বেশ। তাহ'লে দিয়ো পাঠিয়ে। ঠিকানাটা লিখে যাও তো, অপূর্ব।

[অপূর্ব এক টুকরো কাগজ নিয়ে ঠিকানা লিখে দিলে।]

শিবচন্দ্র। যাও এবার।

সন্ধ্যা। মা-র সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবো না?

শিবচন্দ্র। কাকে তুমি মা বলছো?

সন্ধ্যা (*ঠোঁট কামড়ে*)। বেশ। চলো, অপূর্ব।

অপূর্ব (*যেতে-যেতে*)। কিন্তু এটা কেন বুঝতে পারলেন না, শিববাবু, যে সন্ধ্যার সব কথা মিথ্যে?

শিবচন্দ্র। আপনার হৃদয় আছে, অপূর্ববাবু। ওর তা-ও নেই।

[সন্ধ্যা ও অপূর্ব বাইরে চ'লে গেলো। শিবচন্দ্র খানিকক্ষণ, যেমন ছিলো, তেমনি শক্ত হ'য়ে চেয়ারে ব'সে রইলো, তারপর আস্তে-আস্তে তার মুখ দারুণ যন্ত্রণায় বিকৃত হ'য়ে গেলো ; টেবিলের ওপর দুই হাত রেখে, হাতের ভেতর মুখ গুঁজে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।]